বিশেষ সংখ্যা : কারিতাস রবিবার

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৯ ১৪ - ২০ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়
দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়

তপস্যাকাল : জীবন নবায়নের কাল

জয়তু বঙ্গবন্ধু

# উপবাস

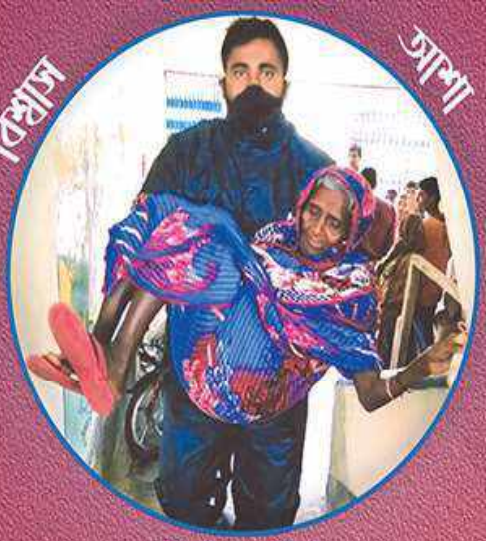


প্রার্থনা

দয়া দান

# ত্যাগ ও সেবা

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও অনন্য সুবিবেচক এক ব্যক্তিত্ব

# স্বর্গধামে যাত্রার প্রথম বছর

'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নেই
তুমি আছো ও থাকবে
আমাদের হৃদয় মন্দিরে।'

দেখতে-দেখতে একটি বছর কেটে গেল। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ১৫ মার্চ পরম করুণাময় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে পিতার গৃহে শান্তির রাজ্যে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছো। তোমার শূন্যতা ও ভালবাসা আমরা জীবন চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তোমার আদর্শ, কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব, ধৈর্যশীলতা, কর্মময় সৎ জীবন এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা আমাদের অনুপ্রানিত করে। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি ছিলে, আছো ও থাকবে। পিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের উপর সদা দৃষ্টি রেখো এবং চলার পথে আলো, শক্তি, সাহস ও আশীর্বাদ দান করো। পরম করুণাময় পিতা যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন ও শাশ্বত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন।

**প্রয়াত কাথবার্ট পিরিচ**
জন্ম : ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে -
অঞ্জলী মারীয়া পিরিচ
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : বিন্দু, বেবি, মিল্টন, আগষ্টিন
স্নেহের নাতনী ও নাতিরা : দিশা, দ্বীপ, অর্ঘ্য, প্রান্ত ও ইশান
৮০, পশ্চিম তেজতুরী বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/৬৬/২১

# প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

## ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

| | | | |
|---|---|---|---|
| শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ২৫,০০০ টাকা | বুক্ড |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ১৫,০০০ টাকা | বুক্ড |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ১৫,০০০ টাকা | বুক্ড |
| ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন | = | ১০,০০০ টাকা | |
| ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন | = | ৬,০০০ টাকা | |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন | = | ৩,০০০ টাকা | |
| ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো | = | ৭,০০০ টাকা | |
| ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো | = | ৪,০০০ টাকা | |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো | = | ২,৫০০ টাকা | |

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৯
১৪ - ২০ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৯ ফাল্গুন - ৬ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com
**Visit :** www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# দরিদ্রদের পাশে থাকা, দরিদ্রদের ভালবাসা

প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ও সহজলভ্যতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ যেমনি উসকে দিচ্ছে ঠিক তেমনি ভোগবাদও জোরদার হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় অনেক বস্তু আমাদের চারপাশে থাকায় অজান্তেই সেগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ভোগের বাসনাকে তীব্র করছি। ভোগ করতে-করতে বিলাসিতাটাকেও প্রয়োজন বানিয়ে ফেলছি। নিজেদের ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থেকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছি। সঙ্গতকারণেই ত্যাগ ও সেবা শব্দগুলো অনেকের কাছেই তেমন একটা আবেদন সৃষ্টি করে না। এমনি প্রতিকূল বাস্তবতায় ত্যাগ ও সেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলা চ্যালেঞ্জিং হলেও সাধুবাদ পাবার যোগ্য। ভোগ নয় ত্যাগ ও সেবার মধ্যদিয়েই সুখময়তা আসে জীবনে।

খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা তাদের উপাসনায় প্রায়শ্চিত্ত/ত্যাগস্বীকার বা তপস্যাকাল পালন করে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজে ঋদ্ধ হয়। তাই এই তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন করা হয়। কারিতাস শব্দটির অর্থ ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা সকল ধর্মেরই সার কথা। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট ভালবাসা ও সেবার উপরই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। যে ভালবাসা প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রকাশ করতে পারি দীন-দরিদ্র ও প্রান্তিকজনের পাশে থেকে ও তাদেরকে মূল্য দিয়ে। কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সর্বজনীন দয়াময় ভালবাসার কাজ চলমান ও গতিশীল রাখছে। ভালবাসা ও সেবার কাজে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মধ্যদিয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে ত্যাগ-সেবার মাহাত্ম ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং অনেককে এ মহান কাজে জড়িত করতে চাচ্ছে। এ বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় - 'বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়।' এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি আহ্বান।

দরিদ্রদের সেবা ও ভালবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা হলো আমাদে আমিত্ব, অহংবোধ ও স্বার্থপরতা। করোনাভাইরাসের ছোবল আমাদের আমিত্ব ও স্বার্থপরতাকে খান-খান করার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। পৃথিবী অনুভব করছে, একাকী যেমনি কেউ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি সুখীও হতে পারে না। নিজেদের আমিত্বের একটু হ্রাস টেনে অন্যকে মর্যাদা ও মূল্য দেই, কিছু সময়ের জন্য হলেও আরামী জীবন, বিলাসী খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, মন্দ চিন্তা-কথা বাদ দিতে সাহসী হই। প্রতিবেশিরা যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেও দারিদ্র জয় করতে পারছে না তাদের পাশে দাঁড়াই। করোনার এই দুর্যোগকালে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আরো বেশি বিশ্বাসী হই এবং মানুষের প্রতিও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পাক। বিশেষ করে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বেঁচে থাকার আশা জাগ্রত করার একটি নৈতিক দায়িত্ব আমাদের সকলেরই রয়েছে।

পরাধীন বাঙালিকে স্বাধীনতায় আশাবাদী করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ বাংলার স্বাধীনতার কবির জন্মদিন। বাংলার ইতিহাসে চিরঞ্জিব তিনি। স্বাধীনতা আনয়নে তাঁর সাহসিকতা, নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগ জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। তাঁর জন্মদিনের সবচেয়ে বড় উপহার হবে যখন এ বাংলা সত্যিকারভাবে সোনার বাংলা হয়ে উঠবে।

১৮ মার্চ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র মৃত্যুদিবস। সুদীর্ঘ ২৮ বছর বিশপীয় দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও সহৃদয়তার মধ্যদিয়ে পালন করে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর আর্চবিশপ। তার সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার ফলে বাংলাদেশ মণ্ডলী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর্চবিশপ মাইকেল বাংলাদেশ মণ্ডলীতে শুধুমাত্র একটি নাম নয়, তিনি এক জীবন্ত ইতিহাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও মানুষের সেবা করতে করতে নিজের জীবন-ই ত্যাগ করেছেন। আর আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র দৈনন্দিন জীবনে সেবা ও ভালবাসার অবিরাম চর্চা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদেরকে ত্যাগ ও সেবার পথে চলতে শিক্ষা দিচ্ছে। আমার যা কিছু আছে তা আমার একার নয় - এ কথা মনে রেখে যখন অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যাই তখন আর স্বার্থপর থাকতে পারি না। স্বার্থপরতা থেকে বেরিয়ে আসলেই আমরা দরিদ্রদের গভীরভাবে ভালবাসতে পারবো। কারিতাস রবিবার উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে সহায়তা দানের জন্য বাংলাদেশ কারিতাসের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইলো। †

ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। *(যোহন ৩:১৬)*

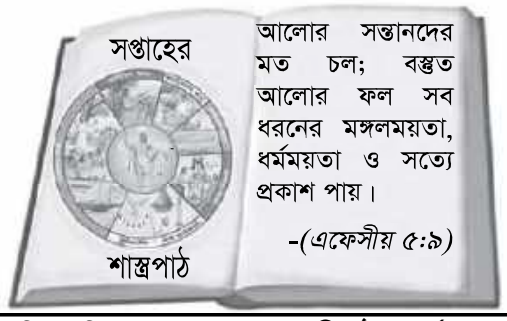


আলোর সন্তানদের মত চল; বস্তুত আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

*-(এফেসীয় ৫:৯)*

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
### ১৪ - ২০ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**১৪ মার্চ, রবিবার**
২ বংশাবলি ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩, সাম ১৩৭: ১-৬, এফেসীয় ২: ৪-১০, যোহন ৩: ১৪-২১, অথবা:
১ সামুয়েল ১৬: ১খ, ৬-৭, ১০-১৩ক, সাম ২২: ১-৩ক, ৩খ-৪, ৫-৬, এফেসীয় ৫: ৮-১৪, যোহন ৯: ১-৪১ (অথবা ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮)
কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহ করা হবে।

**১৫ মার্চ, সোমবার**
ইসাইয়া ৬৫: ১৭-২১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১০-১১ক, ১২খ, যোহন ৪: ৪৩-৫৪ অথবা: মিখা ৭: ৭-৯, সাম ২৬: ১, ৭-৮ক, ৮খ-৯কখগ, ১৩-১৪, যোহন ৯: ১-৪১

**১৬ মার্চ, মঙ্গলবার**
এজিকেল ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮ক, ৯ক, যোহন ৫: ১-১৬

**১৭ মার্চ, বুধবার**
ইসাইয়া ৪৯: ৮-১৫, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৩গঘ-১৪, ১৭-১৮, যোহন ৫: ১৭-৩০, অথবা:
সাধু প্যাট্রিক, বিশপ-এর স্মরণ দিবস (ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্ব)
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এজেকিয়েল ৩৪: ১১-১৬; অথবা ১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৩, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ১০: ১-৯

**১৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার**
যাত্রা ৩২: ৭-১৪, সাম ১০৬: ১৯-২৩, যোহন ৫: ৩১-৪৭
আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর মৃত্যুবার্ষিকী।

**১৯ মার্চ, শুক্রবার**
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ-এর মহাপর্ব
২ সামুয়েল ৭: ৪-৫ক, ১২-১৪ক, ১৬, সাম ৮৯: ১-৪, ২৬-২৭, রোমীয় ৪: ১৩, ১৬-১৮, ২২, মথি ১: ১৬, ১৮-২১, ২৪ক; অথবা লুক ২: ৪১-৫১ক

**২০ মার্চ, শনিবার**
জেরেমিয়া ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ২-৩, ৮খগ-১১, যোহন ৭: ৪০-৫৩

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**১৪ মার্চ, রবিবার**
+ ১৮৯৮ বিশপ পিয়ের ডুফাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. কানিসিয়াস মিনাহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সিস্টার অগাষ্টিন মারী হোয়াইট সিএসসি
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আস্কিংস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম. ডলোরেস আরএসডিএম (ঢাকা)

**১৫ মার্চ, সোমবার**
+ ২০০৪ ব্রাদার লিগরী ডেনিয়ার সিএসসি (ঢাকা)

**১৬ মার্চ, মঙ্গলবার**
+ ১৯৮৭ সিস্টার তেরেজা গাল্লেয়ানী পিমে
+ ১৯৯৬ সিস্টার তেরেজা গ্রেগোয়ার সিএসসি
+ ২০১৫ সিস্টার বেনেদেত্তা মন্ডল এসসি (রাজশাহী)
+ ২০২০ সিস্টার অত্তিলিয়া নাভা এসসি (খুলনা)

**১৭ মার্চ, বুধবার**
+ ১৮৭০ ফাদার লুইজি লিমানা পিমে
+ ১৮৭৯ ফাদার মোলতেনি আলেসান্দ্রো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ প্যাটেনৌউড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার নির্মল কস্তা (রাজশাহী)

**১৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯০৫ মাদার গ্রেট্রুড এসএসএমআই (ঢাকা)
+ ১৯১৫ সিস্টার এম. কার্থেজ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৩ সিস্টার মলি ইমেল্ডা গমেজ এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০২০ ফাদার সিরিল টপ্প (দিনাজপুর)

**১৯ মার্চ, শুক্রবার**
+ ১৯৮৩ ব্রাদার জোরার্ড টুর্কেটি সিএসসি

**২০ মার্চ, শনিবার**
+ ১৯৯৭ ফাদার আলফ্রেড জে. নেফ সিএসসি (ঢাকা)

# মধ্যবিত্ত সমাজ

একটি দেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিকভাবে বিভিন্ন ধরণের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক বিচারে সমাজে নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা চলমান থাকে, যখন সেখানে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অগ্রসরমান থাকে। এই আর্থিক সমৃদ্ধি একটি সমাজকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তবে আর্থিক ব্যবস্থায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

সমাজে ধনিক শ্রেণি তৈরি হলে, সেই সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আসবে- এমনটা নাও হতে পারে। বরং উল্টোটা লক্ষ্যণীয়। ধনিক শ্রেণির মধ্যে শোষক রূপ দেখা যায়। একটি স্থানে একজন বা কয়েকজন যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন তারা তখন একটি শ্রেণি চরিত্র তৈরি করেন। সমাজে বসবাসরত অন্যদের ওপর এই শ্রেণি তাদের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটান। অনেক সময় এই শ্রেণির কর্মকান্ডে কদর্যতার বহিপ্রকাশ দেখা যায়। ধনিক শ্রেণি কখনও চায় না তাদের মাতব্বরি চলে যাক। এদের শ্রেণি চরিত্র একই রকম।

আবার, নিম্নবিত্ত শ্রেণি সমাজে কম অবদান রাখতে সক্ষম হন। কেন? কারণ তাদের সেই অর্থবল নেই। এই অর্থবল না থাকার জন্য মুক্তবুদ্ধি চিন্তাশক্তির বিকাশ সেখানে ঘটে না। বর্তমান এই বাজার অর্থনীতিতে অর্থ এক বড় শক্তি। এই শক্তিকে উপেক্ষা করা কঠিন। নিম্নবিত্ত শ্রেণির এই অর্থশক্তি প্রায় থাকে না বললেই চলে। ফলে এই শ্রেণি থেকে আসা সন্তানরা গুণগত ও মান সম্পন্ন শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন। ফলে মুক্তচিন্তা বাধাগ্রস্ত হয়। অতি প্রতিভাবান কিছু সংখ্যক সন্তান এই প্রতিকুলতা ডিঙ্গিয়ে আসতে সমর্থ হন। এই প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন বটে তবে এদের প্রভাব প্রায়শই সমাজে কম অনুভূত হয়। অন্তত ব্যবহারিক জীবনে তেমনটাই লক্ষ্যণীয়।

তাহলে সমাজে পরিবর্তন আনবে কারা। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উত্তর-স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণি নিয়ে গঠিত মধ্যবিত্ত সমাজ। এরাই আনবে সমাজে মুক্তচিন্তা। প্রশ্ন করে বসবেন কেন মধ্যবিত্ত সমাজের জয়গান করছি। শ্রেণি চরিত্রে এরা শোষক নয়, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা গ্রহণ করে মননে মুক্তচিন্তার অধিকারি হন। ধনিক শ্রেণির আর্থিক বাহাদুরি থাকে, তাই তারা শহর মুখি জীব। পারলে প্রবাসী হন। নিম্নবিত্তের অনেক সময় আর্থিক এবং মননে ঘাটতি দেখা যায়। সে দিক দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর্থিক ও চিন্তা ভাবনা দুটোতেই স্বাধীন থাকেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে সমাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে গঠিত, সে সমাজ ততো শক্তিশালী। সেই সমাজ ততো বেশি কুসংস্কার মুক্ত। যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে এক সময় নানান ধরণের কুসংসস্কার ছিল, কেননা তখন সমাজে মুক্ত চিন্তার অধিকারি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়নি। আজকে হিন্দু সমাজে যতটুকু প্রগতিশীল চিন্তা লক্ষ্য করা যায় তাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান আছে। যদিও হিন্দু সমাজের সব বর্গের মানুষ এতে সমানভাবে শরিক হতে পারেননি। এটা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরিণ বড় দুর্বলতা।

বাংলাদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝেও প্রায় এই চিত্রই দেখা যায়। আমাদের দেশে বিভিন্ন উৎসব কেন্দ্রিক কেনাকাটার বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান আছে। এই শ্রেণির আর্থিক মূল্যকে অস্বীকার করা যাবে না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে গঠিত সমাজ ইউরোপে শক্তিশালী। বিধায় সেখানে মুক্ত চিন্তার পরিসর অনেক বড়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এই মধ্যবিত্ত সমাজ অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। মুক্ত চিন্তা সেখানে বহমান নদীর স্রোতধারার মতো। এই স্রোতধারা কবে আমাদের মতো দেশের ঘূণে ধরা সমাজকে ভাসিয়ে দিবে। সেই আশায় ইতি টানলাম।

- আলবেনুস সরেন

## অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২২ মার্চ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছে। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। - *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

# তপস্যাকাল ২০২১ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর বাণী

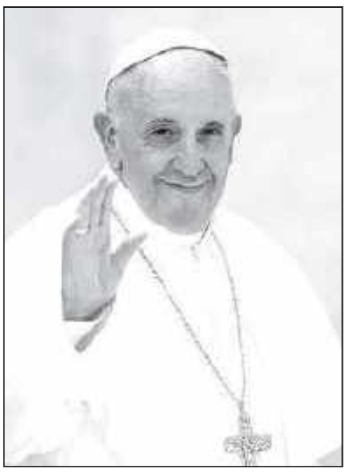

**সুপ্রিয় ভাই বোনেরা,**

যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে যখন তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলেছেন, তখনই তিনি তাঁর প্রেরণ-কর্মের গভীরতম অর্থ প্রকাশ করেছেন - পিতার ইচ্ছার বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে। এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান জানান জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রেরণ-কাজের অংশীদার হতে।

পুনরুত্থান-অভিমুখে আমাদের তপস্যার যাত্রায় আসুন আমরা তেমন একজনকে স্মরণ করি, যিনি "নিজেকে নম্র করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন" (ফিলিপ্পীয় ২:৮)। মন-পরিবর্তনের এই সময়ে আসুন আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করি, আশার "জীবন-বারি" থেকে জল আহরণ করি এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করি, যিনি আমাদেরকে খ্রিস্টের ভাই-বোন ক'রে তোলেন। নিস্তার জাগরণীতে আমরা আমাদের দীক্ষার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করব এবং পবিত্র আত্মার ক্রিয়াশীলতায় আমরা পুনর্জন্ম লাভে নতুন মানব ও মানবী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা করব। গোটা খ্রিস্টীয় জীবনের তীর্থযাত্রার মত এই তপস্যার তীর্থ যেন এখনই পুনরুত্থানের জ্যোতিতে আলোকোজ্জ্বল হয় - যা খ্রিস্টানুসারী হিসেবে চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সিদ্ধান্তসমূহকে অনুপ্রাণিত করে।

যিশু যেমন উপদেশ দিয়েছেন - উপবাস, প্রার্থনা এবং দানকর্ম *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:১-১৮)* আমাদের মন পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে, আবার এ সমস্ত আমাদের মন পরিবর্তনের চিহ্নও। দারিদ্র ও নিজেকে তুচ্ছ করার পথ (উপবাস), দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ এবং ভালবাসাময় যত্ন (দান-কর্ম) এবং পরম পিতার সাথে শিশু-সুলভ সংলাপ (প্রার্থনা) আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ করে তুলে।

**১) বিশ্বাস আমাদেরকে আহ্বান জানায় সত্যকে গ্রহণ করতে এবং ঈশ্বর ও আমাদের সকল ভাই-বোনের সামনে এই সত্যের সাক্ষ্য দিতে**

এই তপস্যাকালে খ্রিস্টে প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করা এবং সেই সত্যে জীবন-যাপন করার প্রথম অর্থই হলো ঈশ্বরের বাণীর প্রতি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করা, মণ্ডলী যে ঐশ বাণী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দিয়ে যাচ্ছেন। এই সত্য গুটি কয়েক বুদ্ধিমান মানুষের জন্য সংরক্ষিত কোন দুরূহ-অদৃশ্য ধারণা মাত্র নয়; বরং এটি তেমন এক বার্তা, যা আমাদের প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, অনুধাবন করতে পারে। স্তুতিবাদ জানাই অন্তরাত্মার সেই প্রজ্ঞাকে, যেটি ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে উন্মুক্ত - যে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার চেতনায় সর্বাপেক্ষা সীমাবদ্ধতাসহ তিনি আমাদের মানব সত্ত্বা গ্রহণ করে তিনি নিজেকে করে তুলেছেন সেই পথ, যেটি অনেক কিছু দাবী করে, অথচ সবার জন্য উন্মুক্ত; এই পথই সকলকেই জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

নিজেকে এক প্রকার অস্বীকার করার অভিজ্ঞতায় পালিত উপবাস তাদেরকে সাহায্য করে, যারা ঈশ্বরের উপহার পুনরায় আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অন্তরাত্মার সরলতা অনুশীলন করে। তারা বুঝতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট এই আমরা তাঁতেই আমাদের পূর্ণতা লাভ করি। যারা উপবাস করে, তারা দারিদ্রের অভিজ্ঞতাকে আলিঙ্গন করে নিস্বদের সাথে নিজেদেরকে নিস্ব করে তুলে এবং ভালবাসা পাওয়ার ও দেয়ার প্রাচুর্যকে পুঞ্জীভূত করে। এইভাবে উপবাস আমাদেরকে সাহায্য করে ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে। কেননা সাধু টমাস আকুইনাসের কথায়, ভালবাসা হচ্ছে একটি বহির্মুখী প্রণোদনা, যেটি আমাদের মনোযোগকে অন্যদের উপর নিবদ্ধ করে এবং তাদেরকে আমাদেরই একজন হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে *(দ্রষ্টব্য: Fratelli Tutti, ৯৩)*।

তপস্যাকাল হচ্ছে বিশ্বাসী হওয়ার সময়, ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে স্বাগত জানানোর সময় এবং তাঁকে আমাদের মধ্যে "তাঁর বসতি গড়তে" দেওয়ার সময় *(দ্রষ্টব্য: যোহন ১৪:২৩)*। ভোগবাদ অথবা সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে তথ্যের অতি প্রবাহের মত সব রকম বোঝায় নুইয়ে পড়া অবস্থা থেকে উপবাস আমাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এটি আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় সেই একজনের জন্য, যিনি আমাদের কাছে আসেন। তিনি সবকিছুতে দরিদ্র, তবু "ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ" *(যোহন ১:১৪)*: তিনি ঈশ্বরপুত্র আমাদের মুক্তিদাতা।

**২) আশা "জীবন-জল"-এর মত আমাদের তীর্থযাত্রা চলমান রাখতে সমর্থ করে তুলে**

যিশু যার কাছে একটু খাবার জল চেয়েছিলেন, কুয়ার ধারের সেই সামারীয় নারী যিশুর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি, যখন যিশু তাকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে "জীবন-জল" *(যোহন ৪:১০)* দিতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই নারীর ধারণায় ছিল যীশু জাগতিক জলের কথা বলে থাকবেন; কিন্তু তিনি তো বলছিলেন পবিত্র আত্মার কথা, যাঁকে তিনি অজস্র ধারায় প্রদান করবেন পরিত্রাণ রহস্যের মধ্য দিয়ে - তা তিনি করবেন একটি আশা প্রদানের মধ্য দিয়ে, যে আশা আমাদের কখনও নিরাশ করে না। ইতিপূর্বে যিশু এই আশার কথা বলেছিলেন তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি "তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবেন" *(মথি ২০:১৯)*। পরম পিতার অনুগ্রহের দ্বারা একটি উন্মুক্ত আগামীর কথা বলছিলেন যিশু। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর কারণে আশান্বিত হওয়ার মানেই এ কথা বিশ্বাস করা যে, আমাদের ভুলে, সহিংসতা এবং অন্যায্যতার কারণে, অথবা ভালবাসাকে ক্রুশবিদ্ধকারী পাপের কারণে ইতিহাসের ইতি ঘটে না। এর অর্থ দাঁড়ায় - তাঁর উন্মুক্ত হৃদয় থেকে পরম পিতার ক্ষমা লাভ করা।

সমস্যা-সংকুল এই সময়ে যখন সবকিছুকেই ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত মনে হয়, তখন আশার কথা বলা চ্যালেঞ্জপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু তপস্যাকাল

হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে আশার সময়, যখন আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকাই, যে ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সাথে আমাদের হাতে বিক্ষত তাঁর সৃষ্টির যত্ন নিয়ে যাচ্ছেন *(দ্রষ্টব্য: Laudato Si, ৩২-৩৩; ৪৩-৪৪)*। সাধু পল জোর দিয়ে আমাদের বলেন, আমরা যেন পুনর্মিলনে আমাদের আশা রাখি: "তোমরা পরমেশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" *(২য় করিন্থীয় ৫:২০)*। মন-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে নিহিত সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ক্ষমা পেয়ে বিনিময়ে আমরাও অন্যদের মাঝে এই ক্ষমার প্রসার ঘটাতে পারি। আমরা নিজেরা ক্ষমা পেয়ে অন্যদের সাথে একটি নিবিষ্ট সংলাপে প্রবেশ করার ইচ্ছায় ক্ষমা দান করতে পারি; আর যারা দুঃখ ও ব্যথার অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত, তাদের জীবনে স্বস্তি আনতে পারি। আমাদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরের ক্ষমার আহ্বান আসে। আর তখনই আমরা ভ্রাতৃত্বের পুনরুত্থান-উৎসবের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

তপস্যাকালে আমরা যেন আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে "স্বস্তি, শক্তি, সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণার কথা বলতে পারি, কিন্তু তুচ্ছকারী কথা, বেদনাদায়ী কথা, রাগের কথা বা অপমানজনক কথা যেন না বলি *(Fratelli Tutti, ২২৩)*। কখনও কখনও শুধুমাত্র একটু দয়ালু হয়েই অন্যদের মাঝে আশা সঞ্চার করা যায়। "সবকিছু এক দিকে রাখার ইচ্ছা মনে ধারণ ক'রে, অন্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে, একটি হাসি উপহার দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, উৎসাহ ব্যঞ্জক একটি কথা বলে, সর্বব্যাপী নির্লিপ্ততার মধ্যেও অন্যদের কথা শুনে আশার সঞ্চার করা যায়" *(ঐ, ২২৪)*।

নির্জনধ্যান ও মৌন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আশা দেয়া হয় অনুপ্রেরণা ও আত্মিক আলো হিসেবে। এই আলোই আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ আর পছন্দনীয় বিষয়ের উপর জ্যোতি ছড়ায়। এর জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা করা *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:৬)* আর কোমল ভালবাসাময় পরম পিতার সাথে সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ করা।

প্রত্যাশাকে তপস্যার সাধনায় অভিজ্ঞতা করার সাথে যে বিষয়টি জড়িত তা হচ্ছে, খ্রিস্টে আমরা নব যুগকে প্রত্যক্ষ করি, যে যুগে ঈশ্বর "সব কিছু নতুন ক'রে তোলেন" *(দ্রষ্টব্য: প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ২১:১-৬)*। এর মমার্থ হলো, খ্রিস্টের আশায় আশান্বিত হওয়া, যে খ্রিষ্ট ক্রুশের উপরে তাঁর জীবন দিয়েছেন, যাঁকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত করেছেন; আর সর্বদা "প্রস্তুত থাকা, যেন আমরা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করা আশার বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে যেন আমরা এর স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারি" *(১ম পিতর ৩:১৫)*।

৩) খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরন করে সবার জন্য আকুলতা ও মমতাময় ভালবাসা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস ও আশার সর্বোত্তম প্রকাশ।

ভালবাসা অন্যদেরকে বৃদ্ধি পেতে দেখে উল্লসিত হয়। সেই কারণেই অন্যদের জীবনে যন্ত্রণা, একাকিত্ব, অসুস্থ্যতা, বাস্তুচ্যুত অবস্থা, অবজ্ঞা ও অভাব দেখে এই ভালবাসা কষ্ট পায়। ভালবাসা হচ্ছে অন্তরের নাচন। এটি আমাদের ভেতরের আমি থেকে আমাদের বের ক'রে আনে আর সৃষ্টি করে সহভাগিতা ও মিলনের বন্ধন।

"ভালবাসার সভ্যতার অভিমুখে অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করে তোলে সামাজিক ভালবাসা। এতে আমরা সবাই যে আহুত, তা অনুভব করতে পারি। বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এর প্রণোদনার জন্য ভালবাসা একটি নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম। কেবল আবেগ নয়, এটি হচ্ছে সবার জন্য উন্নয়নের একটি কার্যকর পথ আবিষ্কারের উপায়" *(Fratelli Tutti, ১৮৩)*।

ভালবাসা হচ্ছে একটি উপহার, যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। এটি অভাবীজনদেরকে আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে, বন্ধুজন, ভাই বা বোন হিসেবে দেখতে সমর্থ করে তোলে। ক্ষুদ্র একটি দান যদি ভালবাসার সাথে দেওয়া হয়, তবে তা কখনও শেষ হয়ে যায় না; বরং এটি জীবন ও সুখের উৎস হয়ে উঠে। এমনটিই ঘটেছিল সেরেফ্তা শহরের বিধবার খাদ্যের জালা ও তেলের পাত্রকে কেন্দ্র করে, যে বিধবা প্রবক্তা এলিয়কে তেল দিয়ে তৈরী রুটি খেতে দিয়েছিলেন *(দ্রষ্টব্য: ১ম রাজাবলী ১৭: ৭-১৬)*। একই রকম ব্যাপার ঘটেছিল যখন যিশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে, তা ভেঙ্গে শিষ্যদের হাতে দিয়েছিলেন, জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য *(দ্রষ্টব্য: মার্ক ৬:৩০-৪৪)*। যখন আমরা আনন্দ ও সরলতার সাথে দান করলে আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটে- তা সে সামান্যই হোক অথবা প্রচুর পরিমাণেই হোক।

ভালবাসার সাথে তপস্যাকালের অভিজ্ঞতা করা মানেই হচ্ছে তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া, যারা কোভিড-১৯ এর কারণে কষ্ট পাচ্ছে বা নিজেদেরকে পরিত্যক্ত ভাবছে এবং যারা ভয়ের মাঝে আছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর অনিশ্চতার এই দিনগুলিতে আসুন আমরা ভৃত্যের উদ্দেশে প্রভুর এই কথা মনে রাখি : "ভয় পেও না, আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি" *(ইসাইয়া ৪৩:১)*। আমাদের দয়ায় কাজে আমরা পুনর্নিশ্চয়তার কথা বলতে পারি এবং অন্যদেরকে অনুভব করতে সাহায্য করতে পারি যে, ঈশ্বর তাদেরকে পুত্র ও কন্যা হিসেবে ভালবাসেন।

দানশীলতার দ্বারা পরিবর্তিত সুস্থির দৃষ্টিই কেবল অন্যদের মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে মানুষকে সমর্থ করে তোলে। এর ফলশ্রুতিতে দরিদ্ররা পায় মর্যাদা, তাদের মর্যাদাকে করা হয় সম্মান, তাদের পরিচয় ও কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করা হয়। এভাবেই তাদেরকে সমাজের অঙ্গীভূত করা হয় *(Fraterlli Tutti, ১৮৭)*।

**সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা**, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে বিশ্বাস করার, ভালবাসার ও আশায় থাকার সময়। মন পরিবর্তন, প্রার্থনা এবং আমাদের সম্পদ সহভাগিতার এই তপস্যাকালীন যাত্রার ডাক সমাজ ও ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে সহায়তা করে বিশ্বাসকে পুর্নজীবিত করতে, যে বিশ্বাস আসে জীবন্ত খ্রিস্ট থেকে, আসে পবিত্র আত্মার প্রাণবায়ুতে অনুপ্রাণিত আশা থেকে, আর আসে পরম পিতার প্রেমময় হৃদয়ের নিসরিত ভালবাসা থেকে।

মারীয়া, মুক্তিদাতার জননী- যিনি ক্রুশের নীচে এবং মণ্ডলীর অন্তরাত্মায় চির বিশ্বস্ত, তিনি তাঁর ভালবাসাময় উপস্থিতি দ্বারা তোমাদের রক্ষা করুন। পুনরুত্থানের আলোর অভিমুখে আমাদের যাত্রায় পুনরুত্থিত প্রভুর আশীর্বাদ আমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

রোম, সাধু যোহন লাতেরান, ১১ নভেম্বর ২০২০, তুর্‌স এর সাধু মার্টিনের স্মরণ দিবস

**পোপ ফ্রান্সিস**

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

# কারিতাস প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

**সকলের প্রতি অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা!**

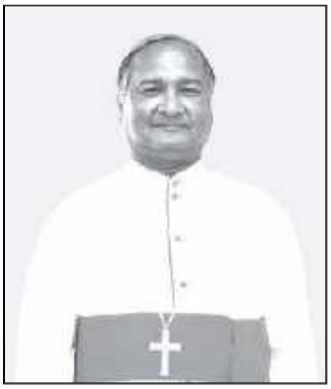

প্রতি বছর পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী, জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২১ বর্ষের মূল বিষয় এবং আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের শিক্ষাবিষয় নির্ধারণ করা হয়। পোপ মহোদয় তাঁর এ বছরের উপবাসকালীন মূলসুর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন "A Time for Renewing Faith, Hope and Love" জাতিসংঘের ঘোষিত মূলসুর "Creative Economy for Sustainable Development"। পোপ মহোদয়ের দেয়া মূলসুর, জাতিসংঘের ঘোষিত মূলসুর এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর হিসেবে বেছে নিয়েছে - **"বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়।**

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত, ভয়ের ও উৎকণ্ঠার কারণ হলো কোভিড-১৯ মহামারী। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে মানব জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়, বিশ্ব অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে মন্দা। বাংলাদেশেও এর ঢেউ লেগেছে প্রচণ্ডভাবে। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে মানুষের জীবিকা ও দেশের অর্থনীতি। সারা বিশ্বে এবং দেশে করোনার প্রভাবে লক্ষ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে, কিংবা আয় কমেছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষগুলো অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করছে। অন্যভাবে যদি দেখি তা হলে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাসহীনতা, সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করা এবং দরিদ্র মানুষদের কথা চিন্তা না করে ভোগ বিলাসের জীবন বেছে নেয়ার ফলে প্রকৃতি আজ ক্রন্দনরত, ভূ-উষ্ণায়ন বিপদ সীমার দ্বারপ্রান্তে, নিরাপদ পানির অপ্রাপ্যতা, বরফ গলছে, সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাইক্লোন ও টর্নেডোর সংখ্যা এবং তীব্রতা বাড়ছে এবং নতুন নতুন রোগ বালাই সৃষ্টি হচ্ছে।

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট অন্য কোন প্রাণী এ পৃথিবীর জন্য দুঃখ বয়ে আনছে না। দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনছে শুধু মানুষ। মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদ পৃথিবীর জীব ও জড়জগৎকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এরপরেও যদি মানুষের চেতনাবোধ ফিরে না আসে, তাহলে পৃথিবীর জীবকূলকে চরম বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারি, তার সৃষ্টির যত্নের মাধ্যমে। মহান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস, তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসা, পিছিয়ে পড়া মানুষকে সেবা করা শুধু যেন একটি শ্লোগান নয়, এটা আমাদের বিশ্বাসের বিষয়। আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আহূত হয়েছি যেন আমরা পৃথিবীকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে এর রক্ষা করি। বর্তমান বিশ্ব যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে তার উত্তরণের জন্য আমরা বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে পারি না। সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার আদেশ অমান্য করে, মানুষকে ঠকিয়ে, পাপাচার করে, শোষণ-নির্যাতন করে, দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত করে এবং ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থেকে আমরা সৃষ্টির এমন করুণ ও অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছি।

কোভিড-১৯ মহামারী এবং ধরিত্রীর অযত্নের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের মূলসুরটি অত্যন্ত অর্থবহ। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন যেন তাঁর সৃষ্টিকে গভীর ভালবাসায়, মমতায় যত্ন নিয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাশিত পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি। দয়া, মমতা ও ভালবাসা দিয়ে দরিদ্র, দুঃস্থ, নিপীড়িত, বেদনাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। আমরা সকল ভাই-বোন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আশা রেখে এবং তাঁর আদেশ মত ভালবাসাময় একটি সমাজ গঠন করে, শান্তিতে ও আনন্দে বসবাস করতে পারি।

প্রায়শ্চিত্তকাল বা উপবাসকাল হল আত্মশুদ্ধির, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ও দয়ার কাজ চর্চার সময়। পাশাপাশি, আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নবায়ন করার মধ্যদিয়ে নতুন মানুষ হয়ে ওঠারও সময় । এ সময়ে কারিতাস কর্মীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানাই- আসুন ঈশ্বরের উপর আমরা গভীর বিশ্বাস স্থাপন করি, প্রকৃতি এবং মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসি এবং সকল ভাই-বোন মিলে একটি নতুন আশাজাগানিয়া সমাজ গঠনে কাজ করি।

**ধন্যবাদান্তে,**

**বিশপ জের্ভাস রোজারিও**
*বিশপ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ*
*প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ*

# নির্বাহী পরিচালকের দু'টি কথা

২০২১ খ্রিস্টাব্দ সারা পৃথিবীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। বিধাতায় অগাধ বিশ্বাস রেখে, সৃষ্টি ও মানব সমাজের যত্ন ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে কোভিড -১৯ মহামারী থেকে মুক্তির এক বিরাট আশার বৎসর হলো ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

কারিতাসের অতীত প্রথানুযায়ী এবারও জাতিসংঘের মুলসুর ও পূণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বাণীকে কেন্দ্র করে কারিতাস বাংলাদেশের ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২১ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে -"বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়"। করোনাভাইরাসের কারণে আজ সারা বিশ্ব এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। ভয়ংকর এ ভাইরাসকে মানুষ ইতোপূর্বে কখনও অভিজ্ঞতা করেনি। বিশ্বব্যাপি করোনা মহামারীর ভয়াবহ ফলাফলের মাধ্যমে আমরা কি ইঙ্গিত পাই, তা উপলব্ধি করার এখনই সময়। অসুস্থতা, কষ্ট, ভয়, নিঃসঙ্গতা, কর্মহীনতা, বেকারত্ব কিংবা স্বল্প আয়, অনাহার - এ সকলই আমাদের প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বাধ্যতামূলক সামাজিক দূরত্ব পালন এবং নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকায় আমরা আবিষ্কার করি যে, সামাজিক সম্পর্ক ও সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখা আমাদের জীবনে কত প্রয়োজন। কোভিড মহামারীর অভিজ্ঞতা অন্য ভাই-বোনদের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। সকল সৃষ্টিকে যত্ন করতে আমাদের আরো অনুপ্রাণিত করে তুলে। দরিদ্রের সেবা ও ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে ভালবাসা ঈশ্বরের নিকট হতে আমাদের প্রতি একটি আমন্ত্রণ, যা আমাদেরকে সহভাগিতা, সেবাকাজ ও প্রার্থনা করার একটা সুযোগ এনে দেয় এবং আমাদের মাঝে এক নতুন উপলব্ধি জাগিয়ে তুলে। ভোগবাদী সমাজের সর্বগ্রাসী লোভের নেশায় মত্ত মানুষ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি অস্বীকার করে, অন্যদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে ভোগের নেশায় ছুটে চলছে। স্বার্থপরের মতো আমরা প্রতিনিয়ত শুধু পেতেই চাই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থে অন্ধ হয়ে অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জাতিতে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস আর দেরী নয়। এ অবস্থার প্রতিরোধ ও প্রতিকার দরকার। এজন্য আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে।

মানুষের নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান ভোগের আশায় কোন ক্রমেই যেন ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষতির কারণ না হই। কোন ক্রমেই যেন প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট না করি। উন্নয়ন হওয়া উচিত সৃজনশীল, টেকসই যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়বে না। তাই অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন একান্ত কাম্য অর্থাৎ সবাইকে একসাথে নিয়ে ও প্রকৃতির ক্ষতি না করে সামনের দিকে চলতে হবে।

কারিতাস ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের মূলসুর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও জীবনদায়ক। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও তাঁর আদেশ মান্য করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। পাশপাশি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আরো অনেক দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত। আমাদেরকে শুধু আমার কথা চিন্তা করলে হবে না, চিন্তা করতে হবে অন্যদেরও বিষয়। মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা, যত্ন, মমতা প্রদর্শন হলো আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

কারিতাস বাংলাদেশের কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় (২০১৯-২০২৪) ছয়টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে কারিতাস বাংলাদেশ ৮৯ টি (৩টি ট্রাস্টসহ) বহুমুখী এবং বিভিন্নমুখী প্রকল্প পরিচালনা করছে, যেখানে বিগত এক বছরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ২,৭১৪ মিলিয়ন টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০৫৪,৩৭৫ জন। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিতাস কাজ করছে। কারিতাস বাংলাদেশ তার চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারণ কারিগরী প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃস্বাস্থ্যসেবা, জীবনমুখী প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা এবং চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন, নেশাগ্রস্ত ও যৌন কর্মীর উন্নয়ন, মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়ন, ইত্যাদি কাজে অবদান রেখে চলেছে। কারিতাস বাংলাদেশ দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে।

তাছাড়া, কারিতাস করোনাকালীন সময়ে দরিদ্র, কর্মহীন ও অসহায় ভাই-বোনদের পাশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের কল্যাণে কাজ করেছে। সারা বাংলাদেশে কারিতাস ৮৫,২০৯ পরিবারকে ২৮,৯৫,৪১,৯৩৩ টাকা ব্যয়ে নগদ অর্থ ও দ্রব্য সহায়তা দিয়েছে এবং তাদের জন্য সচেতনাতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মায়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত ভাই-বোনদেরও পাশে থেকে প্রায় ২০০ জন সহকর্মীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সেবা দিয়ে যাচ্ছে কারিতাস বাংলাদেশ।

কারিতাসের প্রকল্পের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হচ্ছে (১) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা এবং (২) সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

সৃষ্টিকর্তা ভালবেসে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিশ্বের যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করে আমাদেরকে সেগুলোর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। সবর্ত্রই তিনি বিরাজমান। যারা বিশ্বকর্তার প্রতি বিশ্বাস রেখে অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভালবাসাময় সেবা দেয়, তারাই প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক ও সাধক। সৃষ্ট জীব ও জড়ের প্রতি যত্নবান হলে এবং তাদের ভালবাসলে, তবেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা হয়। আর এভাবেই আমরা স্রষ্টার পৃথিবীকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারব এবং মিলন-সমাজ গঠন করে, সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারব।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২১ সময়কালে আমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকার করি যে, আমার দ্বারা প্রকৃতির কোন ক্ষতি হবে না, স্রষ্টার সৃষ্ট পৃথিবীতে কোন ভাই-বোনকে অবহেলা করবো না এবং অপরের মঙ্গলার্থে আমি সর্বদা প্রেমপূর্ণ সেবা দিয়ে যাব, যাতে একটি সুখী ও ন্যায্য সমাজ ও সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ায় আমরা ভূমিকা রাখতে পারি। যারা ত্যাগ ও সেবা অভিযান বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা, সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, তাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

**ধন্যবাদান্তে -**

**রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও**

*নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ*

# “বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায় ”

**ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ**

খ্রিস্টানদের উপবাসকাল বা রোজা উপলক্ষে কাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু, বিশ্ব-মানবের বিবেক এবং সৃষ্টির যত্ন ও সৃষ্টি রক্ষার আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বাণীতে বলেন, “যারা ঈশ্বরের উপহার পুনরায় আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অন্তরাত্মার সরলতা অনুশীলন করে ... তারা বুঝতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট এই আমরা তাঁতেই আমাদের পূর্ণতা লাভ করি। যারা উপবাস করে, তারা দারিদ্রের অভিজ্ঞতাকে আলিঙ্গন করে নিঃস্বদের সাথে নিজেদেরকে নিঃস্ব করে তোলে এবং ভালবাসা পাওয়ার ও দেয়ার প্রাচুর্যকে পুঞ্জীভূত করে। এইভাবে উপবাস আমাদেরকে সাহায্য করে ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে”। মূলসুরের ভূমিকা হিসেবে এবং উদ্দিষ্ট প্রবন্ধের ‘প্রাণ’ হিসেবে এর চেয়ে যুৎসই উদ্ধৃতি আর কি হতে পারে?

পবিত্র বাইবেল বলে, “আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ অন্তরে না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই” *(১ম করিন্থীয় ১৩:২)*। এই পবিত্র তপস্যাকালে ধর্ম-বিশ্বাস সহকারে জীবন পরিশুদ্ধির অভিযানে এবং ঈশ্বরের সাথে আরও গভীর মিলনের প্রত্যাশাপূর্ণ অভিযাত্রায় ভালবাসা অপরিহার্য এবং আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। আর ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি ধর্মের দাবী- এই ভালবাসা যেন হয় স্বকর্ম এবং সুকর্ম ভালবাসা। ঈশ্বরের প্রতি একজন ভক্তের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে পারে। তিনি দয়া করবেন, ক্ষমা করবেন, ত্রাণ করবেন বলে সেই ভক্ত আশায় বুক বেঁধে রাখতে পারে; কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তের আনুগত্য থাকতে হবে। আর এই আনুগত্য মানেই হলো তাঁর নির্দেশ পালন করা। তাঁর, অর্থাৎ পরম প্রভুর নির্দেশাবলীর সারাংশ হলো: “ভালবাস” - ভালবাস মানুষকে, ভালবাস জীবন ও জীবনের সৌন্দর্য-সুর-ছন্দকে, ভালবাস গোটা সৃষ্টিকে। ভালবাসার এই কর্মটি সাধিত হয় শুধু কথায় নয়, বরং কর্মে, মননে, ইচ্ছায় আর অন্যের জন্য প্রার্থনায়।

‘নতুন দিনের আশায়’ আমরা যদি সত্যিই থাকি, তাহলে পুরনো জীবন - অর্থাৎ অতীত দিনগুলির জমে থাকা কালিমা আর আজকের দিনের - অর্থাৎ বর্তমানকালের অসংগত চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাগুলোকে অবশ্য, এবং অবশ্যই সাফ-সুতোর করতে হবে আমাদের। কারণ শরীরে ময়লা-দুর্গন্ধ নিয়ে গায়ে নতুন জামা চাপালে মনে প্রশান্তি তো মিলবেই না, উপরন্তু অল্প সময়েই নতুন জামাটি ‘সুঘ্রাণের গর্ব’ হারিয়ে ফেলবে। যিশুর কথায়: “যে কেউ আমার এই সব কথা শুনেও তা মেনে চলে না, সে কিন্তু তেমন এক নির্বোধ লোকেরই মতো, যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে বালির ওপর; হঠাৎ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো হাওয়া বইল এবং সজোরে বাড়িটার গায়ে ঝাপটা মারতে লাগল; আর বাড়িটাও ভেঙে পড়ল। উঃ, কি সাংঘাতিক সেই ভেঙে পড়া” *(মথি ৭:২৬-২৭)*।

বিশ্বের ও আমাদের দেশের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি কিন্তু সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস অথবা ধর্মবিশ্বাসের সাথে পারস্পরিক ভালবাসা ও সেবার একটা সম্পর্কের কথা বলে। প্রত্যাশাপূর্ণ সুখী আগামীর সাথে ভালবাসাপূর্ণ আজকের একটি অবিভাজ্য সম্পর্ক আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঐশ নির্দেশনা এই দু'টি বিষয়কে অর্থবহ এবং সম্ভব ক'রে তোলে ভালবাসা।

খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ মনে-প্রাণে মানেন যে, বিশ্বাসের জীবনের অর্থ হচ্ছে যীশুর জীবনের শিক্ষাদর্শ ও সেবার দৃষ্টান্ত নিজেদের জীবনে মেনে চলা। তাঁরা ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহকে নিজেদের জীবনে অনুসন্ধান ও অনুভব করেন। তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বুঝতে এবং সেই মতো বাধ্য হয়ে চলতে চেষ্টা করেন, অন্ততঃ তেমন ক'রে চলতে তাঁরা আহুত। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের উৎস হচ্ছেন ঈশ্বর। তাঁকে আরও বেশী ক'রে জানা, তাঁর জীবনে বৃদ্ধি পাওয়াই খ্রিস্টীয় জীবনের সাধনা। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রের ১১ অধ্যায়ে ১ পদে বিশ্বাসের একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে: “ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যা-কিছু পাবার আশা রাখি, ঈশ্বর-বিশ্বাস হল সেই সব-কিছুর এক ধরনের অগ্রিম প্রাপ্তি; বাস্তব যা-কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না, ঈশ্বর-বিশ্বাস হ'ল তার সম্বন্ধে এক ধরনের প্রামাণিক জ্ঞান”। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত তিনটি ঐশগুণের অন্যতম হচ্ছে আশা; অন্য দু'টি হচ্ছে বিশ্বাস ও প্রেম বা ভালবাসা। আশা মানে হচ্ছে ভবিষ্যতে ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার জন্য একটি দৃঢ় ও সুনিশ্চিত প্রত্যাশা *(দ্রষ্টব্যঃ তীত ১:২)*। সাধু পল বলেন: “আমরা যা দেখতে পাই না, তার আশা যখন করি, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকি” *(রোমীয় ৮:২৫)*।

ঐশ জীবন ও নির্দেশ খ্রিস্ট বিশ্বাসীদেরকে ভালবাসাময় দয়ার কাজ বা দয়াময়

ভালবাসার কাজে উদ্বুদ্ধ করে। সাধু যাকোবের ধর্মপত্রে উল্লেখ আছে: "সৎ কর্ম বিহীন বিশ্বাস মৃত" *(যাকোব ২:২৬)*। খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ জানেন ও মানেন যে, সক্রিয় ও দরদী ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডেই তাঁদের বিচার হবে *(দ্রষ্টব্যঃ মথি ২৫:৩৫-৪০)*। এখানে ঈশ্বর যেন ব্যক্তিরূপে নিজেই বলেন, "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে ..."।

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসার কথা বলা হয়েছে। ইসলামে বিশ্বাসী মোমেন-মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনে এই বিশ্বাসের প্রকাশ সুস্পষ্ট। নবী করিম তাঁর বাণীতে বিশ্বাসের ধ্রুব সত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমান হচ্ছে আল্লাহ্তে ও তাঁর বার্তাবাহক ফেরেশতায় বিশ্বাস, তাঁর কাছ থেকে আসা গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস, তাঁর প্রেরিতপুরুষদেরকে বিশ্বাস এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আল্লাহ্র দ্বারা নির্দেশিত শুভ-অশুভতে বিশ্বাস। কোরান শরীফের শিক্ষা অনুসারে মুসলিমগণ এ কথা বিশ্বাস ও পালন করেন যে, আল্লাহ্কে স্মরণ ক'রে ক'রেই বান্দা ইমানে আরও দৃঢ় হয়ে উঠে। প্রকৃত মোমিন-মুসলমানের কাছে এই জগতে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে মহত্তর আর কিছু থাকতে পারে না। আশা বা প্রত্যাশা সম্পর্কে কোরান শরীফে লেখা আছে: "আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি কখনো আশা হারিয়ে যেতে দিও না" *(সুরা ১২, আয়াত ৮৭)*।]

যাকাত অর্থাৎ দান ইসলামে অবশ্য পালনীয় বিধান; এটি ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এটিকে পাপ-কালিমা থেকে ধৌত হওয়ার একটি উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। সুরা ৯, আয়াত ৬০-এ যে আটটি ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ বা সম্পদ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে দরিদ্রদের প্রতি দানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই কালিমা-মুক্তির বা পাপ-মুক্তির প্রত্যাশা করে; আর সেই প্রত্যাশা পূরণের উপায় হলো যাকাত বা দান। প্রতিবেশী প্রেম ছাড়া তো যাকাত হ'তে পারে না; হ'লেও তা অর্থপূর্ণ হ'তে পারে না।

সনাতন ধর্মে বেশীরভাগ প্রার্থনাই যে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তা হচ্ছে "ওম্"। এটি হচ্ছে একটি সংস্কৃত শব্দ, যেটি অদ্ভুত সুন্দরভাবে নিজের বাহিরে গিয়ে মহত্তর সত্তার সাথে শান্তির বন্ধনকে প্রতিধ্বনিত করে। মনে করা হয় যে "ওম্" উচ্চারণের ফলে একটি গভীর শুভ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যার ফলে ভক্তের দেহ-মনে ও পরিপার্শ্বে প্রশান্তি, স্থিরতা, সুস্থ্যতা ও শক্তি আনয়ন করে। মূলতঃ ভক্তের নিজের ও অন্যদের জীবনে এই শুভময়তা, কল্যাণ, শান্তি এবং পরিপার্শ্বের প্রশান্ত ভাবই তো কাম্য ও প্রত্যাশিত। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের বাণীতে তো সেই সর্ব কল্যাণ আর সর্ব মঙ্গলময়তার কথাই বলা হয়েছে।

সনাতন ধর্মে দয়ার কাজ বা "দান"কে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সাথে ভিক্ষাদান, উপহার প্রদান ও সহভাগিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সনাতন ধর্মমতে "প্রেম" হচ্ছে সবার প্রতি অফুরন্ত দরদী ভালবাসাময় এক দয়া। এর মধ্যদিয়ে দয়া প্রদর্শনকারীর জীবন শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি ঘটে। এটি "মোক্ষ" লাভের পথে একটি বিশেষ উপায়। তাই দেখা যাচ্ছে, ধর্ম চর্চায় ও শুদ্ধি লাভের উপায় হিসেবে ভালবাসাময় দান-কর্মকে কতটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গভীর আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-যাপন ও জীবন-চর্চার উপর জোর দেয়া হয়েছে। বুদ্ধের মত সাধনায় লব্ধ পরম আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির মধ্যদিয়ে জীবন-স্বার্থক করার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম চর্চায় বিশ্বাসের প্রকাশে ত্রিরত্ন-এর উপর আলোকপাত করা হতো: প্রথমত, গৌতম বুদ্ধ, দ্বিতীয়ত, তাঁর শিক্ষা ("ধর্ম") এবং তৃতীয়ত, অনুসারীদের মধ্যে মিলন বা মঠাশ্রয়ী সংঘ।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কর্মকে আবশ্যকীয় বলা হয়েছে, যার অপর নাম "দান"। এর মর্মার্থ হচ্ছে: দিয়ে দেওয়া, সহভাগিতা করা, কোন কিছু ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা না ক'রে আত্মদান। এ ছাড়াও একজন ভক্ত সময় দান করতে পারেন, করতে পারেন কায়িক শ্রমদান। সুতরাং এখানেও স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, ধর্মবিশ্বাসের সাথে ভালবাসাময় সৎকর্ম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকালের এই পবিত্র সময়ে আমাদেরকে বিশ্বাস-নবায়নের আহ্বান জানান। আমরা নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাসকে অবশ্যই নবায়ন ক'রে এই বিশ্বাসকে মজবুত করতে পারি। অন্য কথায়, আমাদের সৃষ্টিকর্তা বিধাতা-প্রভুর সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও খাঁটি ও মজবুত ক'রে তুলতে পারি। তখন আমরা "উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করতে পারি ... আমরা নতুন মানব ও নতুন মানবী হয়ে উঠার অভিজ্ঞতা" লাভ করতে পারি। এতেই জগতের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি আর মানবের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত এবং ভালবাসাময় হয়ে উঠবে। আমাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আমাদের আহ্বান জানায় আরও বেশি করে সত্যানুসন্ধানী হতে, সত্যানুসারী হতে। এটি আমাদের সারা জীবনের সাধনা হওয়া উচিৎ। "দারিদ্রের পথ ও নিজেকে তুচ্ছ করার পথ (উপবাস), দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ এবং ভালবাসাময় যত্ন (দান-কর্ম) এবং পরম পিতার সাথে শিশু-সুলভ সংলাপ (প্রার্থনা) আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ করে তোলে"। 'আমি, তুমি আর তিনি (ঈশ্বর)'- এটাই হ'তে হবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী প্রকৃত মানবের পরিচয় ও ভূমিকা। এবারের তপস্যাকালের তীর্থ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সফল ও কল্যাণময় হয়ে উঠুক। ঈশ্বর সর্ব মানবকে আশীর্বাদযুক্ত করুন॥ ❑

# ত্যাগ ও সেবা কী ও কেন

**চয়ন এইচ রিবেরু**

বর্তমান শতাব্দীর আতঙ্কের নাম হলো করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯। এখনো প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তি, সৈন্য, ধন-সম্পদ সবাই আত্মসমর্পন করছে এ করোনা নামক অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে। এ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন সবাই একত্রিত হচ্ছে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে। মানুষ যখনই সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে বা দূরে রেখে নিজ নিজ শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান- বিজ্ঞানকে বড় করে দেখেছে, তখনই সৃষ্টিকর্তা কোন না কোনভাবে মানুষকে সচেতন করে তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছেন এবং মানুষ স্রষ্টামুখী হচ্ছে। কোভিড-১৯ কখন নির্মূল হবে তা আমরা কেউ এখনো বলতে পারি না, তবে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যারা বিশ্বাসী তারা যেন আরো বেশি বেশী বিশ্বাস অনুশীলন করি এবং পিছিয়ে পড়া, দরিদ্রদের অন্তর দিয়ে আপন করে, ভালবেসে তাদের কল্যাণে কাজ করে এক নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে অগ্রনী ভূমিকা রাখি। পোপ ফ্রান্সিস কোভিড-১৯ মহামারীকালে সর্বজনীন পত্রে সকল ভাই-বোনকে আহ্বান করেছেন, এখন সত্যিই সময় এসেছে একক মানব পরিবারের স্বপ্ন দেখার যেখানে আমরা সকলেই ভাই-বোন।

আমরা যদি সৃষ্টির ইতিহাস দেখি, তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের আদি পিতা-মাতা হলেন আদম ও হবা। আমরা সবাই তাদের বংশধর। এর ধারাবাহিকতায় আমরা সারা বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-বোন। সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবী ভরে তোলো এবং পৃথিবীকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন" *(আদিপুস্তক ১:২৮)*। মানুষ সৃষ্টির পর থেকে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ও সময়ের আবর্তে ও বিবর্তনের ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু একই আদি পিতা-মাতার উত্তরসূরী হিসাবে বিশ্বমানব একে অপরের ভাই-বোন। মানুষ হিসাবে আরেক মানুষের সুখে-দুঃখে সম-অংশীদার হওয়া এবং তার প্রতি সাধ্যানুসারে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি ধর্মেই বলা আছে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও বিশ্বাসের চর্চা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তিনি অদৃশ্যমান, তাই আমরা দৃশ্যমান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীসহ সকল গরিব-দুঃখী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের সেবা করা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি ও একটি সুন্দর প্রত্যাশিত পৃথিবী গড়তে পারি।

ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও ধরণ পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর শুরু হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পার্থিব পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তাপ প্রবাহ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধ্বস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্খিত ও নতুন নতুন রোগ ও দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রযুক্তির যুগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সকলকে নিয়ে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের মূলসুর **বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়**- এর আলোকে বর্তমান বাস্তবতাকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই ভোগবাদ, বস্তবাদ, ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতিচর্চা করতে করতে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর এবং কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছে; স্রষ্টার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, ফলে দয়ামায়ার জায়গাটি ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত নানাভাবে আক্রান্ত এবং সহিংসতার শিকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একইভাবে পরিবেশগত দুর্যোগ, বিশ্বের সম্পদের অসম বন্টন, মানব পাচার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে পৃথিবী সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে অভিবাসী, শরণার্থী, দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। আন্তর্জাতিক দারিদ্ররেখার হিসেবে বাংলাদেশে অতি দরিদ্রের সংখ্যা ২ কোটি ৪১ লাখ। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের বিচেনায় হিসাব করলে তা হবে ৮ কোটি ৬২ লাখ। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আয় বৈষম্য। অন্যদিকে দারিদ্র হ্রাসের গতিও কমেছে। বিআইডিএসের গবেষণায় দেখা যায় ২ কোটি ১০ লাখ মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য নেই। আর সুষম খাবার কেনার সামর্থ্য নেই দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের। ঢাকা শহরে ৩.৫ শতাংশ মানুষ এখনো তিনবেলা খেতে পায় না। দেশের অন্য জেলার তুলনায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ঢাকায় সবচেয়ে

বেশি। শতকরা ১০ ভাগ ধনী মানুষের আয় পুরো শহরের অধিবাসীদের মোট আয়ের শতকরা ৪৪ ভাগ। তাছাড়া শতকরা ৭১ শতাংশ মানুষ বিষন্নতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, কষ্ট আর অস্বস্তি নিয়ে বেঁচে আছেন।

মানুষের স্বার্থপর মনোভাবের কারণে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে উঠছে এবং আমাদের বসতবাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১১ হাজারের বেশি প্রখ্যাত গবেষক একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 'বিশ্ব ভয়াবহ বিপর্যয়ের' মুখে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছেন। পরিবেশ প্রশ্নে মানুষ যেভাবে চলছে, সেই পথের পরিবর্তন না করলে মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বণ নিসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই নিসরণ ব্যাপক হারে না কমালে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে অন্তত কিছু অংশ একেবার তলিয়ে যাবে যেখানে ৩০ কোটি মানুষ বাস করছে। এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ রোধ করা না যায় তাহলে মানবসভ্যতা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ক্ষেত্রে বিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় করার বিষয়টির সঙ্গে জলবায়ু সংকটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা অদৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই এবং এ সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা ও ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে দয়ার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের সেবা, প্রেম, এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিক্ষুককে কিছু সাহায্য দান করা বোঝায় না, নিস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য করাকেই বোঝায়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মাদার তেরেজা তার মানব সেবা ও দরিদ্রদের ভালবাসার মাধ্যমে পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, "ভালবাসা কথাগুলি হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিধ্বনী কখনো শেষ হয় না।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তাদের সেবা করতে যারা পরিত্যাক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন তাদের সেবার জন্য- দরিদ্রতম মানুষের সেবার জন্য।" তিনি পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগণ, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিবন্ধী অসহায় লোকদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভালবাসাময় সেবা দিয়ে, মমতাভরে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের কাছে ছোট জিনিস অনেক বড়; নির্ভর করে কতটা ভালবাসা দিয়ে আমরা তা করি।" তিনি আরও বলতেন,"আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারবে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট কাজগুলোও করতে পারি আমাদের অনেক বেশি ভালবাসা দিয়ে।" মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কিছু অংশ জনকল্যাণে দেয়া হলে অনেক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে এবং শিশু, মা, অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার ডাক শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য মানুষের হৃদয় মন উন্মুক্ত করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে; যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের মাধ্যমে মানুষের মনের কঠিন বরফ গলে এবং তারা অভাবী, অসহায় দরিদ্র মানুষের আহাজারি শুনতে পারে। সর্বাপেক্ষা অভাবীদের জন্য দান করার মাধ্যমে সম্পদ সহভাগিতা করতে হবে এবং এই দানের বিষয়টি সদিচ্ছাসম্পন্ন নারী-পুরুষ সকলের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির যত্ন নিই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে অন্যকে ভালবাসা নিয়ে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে, আমাদের প্রয়োজন থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য ত্যাগ করি, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে আমাদের দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দেই, তাহলে আমাদের এই বিশ্বে অভাব-অনটন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভেদ, অবিশ্বাস থাকবে না; আমাদের এই বিশ্ব হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও মর্যাদার এক আদর্শ আবাসভূমি। এই মূল্যবোধগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ ও চর্চা করি, তার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২১ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণত: দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতাহেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

**ত্যাগ**

'ত্যাগ' গ্রিক শব্দ Austeros থেকে এসেছে যার ইংরেজী শব্দ Austere এবং ল্যাটিন শব্দ Austerus। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলত, ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা

ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না" *(সুরা আল বাকারা, আয়াত-১৬৭)*।

**ত্যাগের ক্ষেত্র**

১) প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

**প্রার্থনা**

প্রার্থনা হলো সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপ। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের জন্য ক্ষমা যাচ্না করা, তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হাল্কা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা জাগতিক মোহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে।

**উপবাস**

উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবশ্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধ ধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির ষড়রিপু সম্বন্ধে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করতে পারা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মন ও হৃদয় হাল্কা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগী হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

**দান**

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বন্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন: মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে দান, গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশী ভাই-বোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

**সেবা**

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন ও অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা।

**কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান**

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম কারিতাস কর্মী, সহযোগী প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবা কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশী ভাইবোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশী ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

**ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর**

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানতঃ পোপ মহোদয়ের বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীর মূলসুর থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। এবারের মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে, **"বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়"।**

**শিক্ষা উপকরণ**

শিক্ষা উপকরণ যে কোন একটি পরিকল্পিত কাজকে সার্থকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ অভিযানকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবছর বিবিধ শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। এ বছর (বিনিময়-৪,৪০০ কপি, পোস্টার-৯,৫০০ কপি, লিফলেট-৮৫,৫০০ কপি, খাম-১,৩০,০০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা-৪,৬০০ কপি,হোমিলি (Homily)-৮০০কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি-৯৫০কপি, স্টিকার-১৩,০০০ কপি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-৮০০কপি, দান বক্স ৩০০টি সহ মোট দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

**ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল**

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

**১. ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল**

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিলে সর্বমোট ২১,৬৫,৯৭৬ (একুশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার নয়শ ছিয়াত্তর) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের বিভিন্ন খাতে টাকা ব্যয় হয় ।

**২. রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল**

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটি অংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহে অবস্থিত 'রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রে' প্রদান করা হয়েছে। এ দু'টি কেন্দ্রে প্রতিদিন বহু গরিব রোগী চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরিব রোগী নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হয়।

**৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল**

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থ দান করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের

দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

**ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২০ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন**

২০২০ খ্রিস্টাব্দের জন্য ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর ছিল **("এসো প্রকৃতি ও অভাবী ভাইবোনদের যত্ন করি")** "Let us care for nature and brothers & sisters in need". মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে মে মাসের ৩১, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (কোভিট-১৯ এর কারণে তা বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কোভিড-১৯ মাহামারী পরিস্থিতির মধ্যেও কারিতাস বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২০- এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

**ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও বিতরণ**

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জন্য নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:

| | |
|---|---|
| বিনিময় | ৪,৪০০ কপি |
| লিফলেট | ৮৫,৫০০ কপি |
| পোস্টার | ৯,৫০০ কপি |
| খাম | ১,৩০,০০০ কপি |
| পারিবারিক পঞ্জিকা | ৪,৬০০ কপি |
| উপদেশ সহায়িকা | ৮০০ কপি |
| নির্বাহী পরিচালকের বাণী | ৯৫০ কপি |
| স্টিকার | ১৩,০০০ কপি |
| বাস্তবায়ন নির্দেশিকা | ৮০০ কপি |
| দান বাক্স | ৩০০ টি |

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আমরা বিগত বছরে কাঙ্খিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছতে পারিনি। মহামারী পরিস্থিতির মাঝেও প্রায় ১৯১,৭৩৪ জন এ অভিযানে বিগত বছরে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

**খ) তহবিল সংগ্রহ**

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ত্যাগ ও সেবা ২০২০ খ্রিস্টাব্দের তহবিল কাঙ্খিত মাত্রায় সংগৃহিত হয়নি। বিগত অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট ২১,৬৫,৯৭৬ (একুশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তভুর্ক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

**গ) খরচাদি**

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

**উপসংহার**

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, স্রষ্টার নৈকট্য লাভ এবং প্রতিবেশী ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি গরিব, দুঃখী, দুঃস্থ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের কল্যাণে ও সেবার জন্য প্রদান করছে। সৃষ্টি কর্তায় বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে গভীর ভালবাসায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে॥ ❑

বরাবর,

**যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ**

ঢাকা আর্চডাইয়োসিস

# সাধু যোসেফের বর্ষ উপলক্ষে পালকীয় পত্র

## *মূলসুর : রেখো মোদের তব পিতৃ হৃদয়ে*

**খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,**

ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে প্রথম পালকীয় পত্রের সূচনায় আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালবাসা জানাই। মাণ্ডলীক উপাসনা বর্ষের তপস্যাকালীন যাত্রা আমরা ইতোমধ্যেই শুরু করেছি। তপস্যাকালীন বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মন পরিবর্তন করার লক্ষ্যে আমাদেরকে বিশ্বাসে নবায়িত হতে, আশার জীবন বারি হতে জল আহরণ করতে এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন। দুর্যোগপূর্ণ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আপনারা অতীব বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নিয়ে নিজেদের খ্রিস্টবিশ্বাসে জীবন-যাপন করেছেন তারজন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। আমার পূর্বসূরীর তত্ত্বাবধানে জীবনের কঠিন সংকটে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে কোভিড-১৯ মহামারীর কঠিন সংকট মোকাবেলা করার সম্মিলিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে করোনাভাইরাস টীকা/ভ্যাকসিন গ্রহণ করার সাথে সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেও অনীহা করবো না। মনে রাখি ঈশ্বর যেমনি আমাদের ভাল চান তেমনি আমাদেরকেও নিজের ও অপরের ভাল চাইতে হবে। মনে রাখি, আমরা কেউ একা ভাল থাকতে পারি না, সকলকে নিয়েই ভাল থাকতে হবে।

বর্তমানে আমরা মার্চ মাস বা সাধু যোসেফের মাসে আছি। মণ্ডলীতে ঐতিহ্যগতভাবে মার্চ মাসে সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা প্রকাশ করা হয়। তবে এবছরকে অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর ২০২০ - ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টবর্ষকে পোপ ফ্রান্সিস **"সাধু যোসেফ এর বর্ষ"** বলে ঘোষণা করেছেন। পোপ নবম পিউস ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তারিখে Quemadmodum Deus Decree'র মাধ্যমে সাধু যোসেফকে 'সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক' রূপে ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষেই পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের বর্ষ ঘোষণা দেন এবং "Patris Corde"/ "With a Father's Heart"/ "এক পিতার হৃদয় দিয়ে/পিতার হৃদয়ে" পালকীয় পত্র লিখেছেন এবং তার Apostolic Penitentiary একটি ডিক্রির মাধ্যমে এই সময়কে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের দণ্ডমোচনকাল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। "এক পিতার হৃদয় দিয়ে/পিতার হৃদয়ে" পত্রে সাধু যোসেফকে একজন আদর্শ পিতা হিসাবে তুলে ধরা হয়। এর পূর্বে পোপ দ্বাদশ পিউস ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু যোসেফেকে কর্মজীবিদের প্রতিপালক হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। পোপ দ্বিতীয় জন পল সাধু যোসেফকে মুক্তিদাতার রক্ষক হিসাবে উপাধি দেন। ভাল মৃত্যুর প্রতিপালক হিসেবেও সাধু যোসেফকে স্মরণ করা হয়।

সাধু যোসেফ সম্বন্ধে আমরা সাধু মথি এবং সাধু লুক লিখিত মঙ্গলসমাচার থেকে কিছুটা জানতে পারি। এখান থেকে আমরা জানতে পারি তিনি কেমন পিতা ছিলেন। তাঁর ঐশ আহ্বান এবং তাঁর উপর অর্পিত মিশন দায়িত্ব সম্পর্কে। আমরা জানতে পারি যে, তিনি একজন কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন *(মথি ১৩:৫৫)*, মারীয়ার সাথে বাগদান আবদ্ধ ছিলেন *(মথি ১:১৮)*, ছিলেন একজন ন্যায়বান ব্যক্তি *(মথি ১:১৯)*, ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদা প্রস্তুত *(লুক ১:২২, ২৭, ৩৯)*। তিনি ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বাধ্যতার আদর্শ স্থাপন করেছেন। বিপদ, সমস্যা, গভীর সঙ্কট ও মৃত্যুর হাত থেকে তিনি পবিত্র পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন এবং এমনিভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর সমস্ত পরিবারেরই রক্ষক। বেথলেহেমের গোসালাতে তিনি অভিজ্ঞতা করেছেন যিশুর জন্ম, দেখেছেন রাখাল ও পন্ডিতদের যিশুর প্রতি ভক্তি ও পূজা অর্চনা। যিশুর পালক পিতা হওয়ার সাহস ছিল যোসেফের। যোসেফই এই পুত্রের নাম দেন এবং এর মধ্যদিয়ে তিনি যিশুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। কুমারী মারীয়া এবং যিশুর মতো সাধু যোসেফও তাঁর জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং নীরব অন্তরে বলেছিলেন, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" (কুমারী মারীয়ার মতো সাধু যোসেফও ঈশ্বরকে বলেছিলেন: তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক যেভাবে যিশু বলেছিলেন গেথসেমানী বাগানে)। সাধু যোসেফ ছিলেন একজন খাঁটি বিশ্বাসী মানুষ যার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের বিশ্বাস।

**কোমল হৃদয়, ভালবাসা ও বাধ্যতার আদর্শ পিতা:** পোপ তাঁর প্রৈরিতিক পত্রের শুরুতেই বলেন, সাধু যোসেফ ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রিয় পিতা, বাধ্যতার আদর্শ *(মথি ১:২৪; ২:১৪;২১)*। একজন পিতা যিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত, যার মধ্যে সৃজনশীলতার সাহস রয়েছে, একজন কর্মী পিতা এবং একজন আদর্শ পিতার প্রতিচ্ছবি। করোনাভাইরাস আমাদের স্পষ্ট করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সাধারণ মানুষ যারা, যারা আলোচনায় নেই, তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি কম, তারা কিভাবে নিরবে ধৈর্য্যসহকারে মানুষের জীবনে আশার সঞ্চার করছে। সাধু যোসেফ এমনই একজন মানুষ ছিলেন যিনি নীরবে, আড়ালে উপস্থিত থেকে মুক্তির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ও নব সন্ধির মিলন স্থান, যাকে খ্রিস্টমণ্ডলী পিতা বলে শ্রদ্ধা করে। যিশুও তাঁর পালক পিতার মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসাপূর্ণ কোমল হৃদয় দেখেছিলেন। দুর্বলতা, ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। এ রকম কোমল হৃদয়ই অন্যকে তার দোষ থেকে রক্ষা ও মুক্ত করে। বাধ্যতা ছিল সাধু যোসেফের বিশেষ একটি গুণ, এই গুণ দিয়েই তিনি মারীয়াকে রক্ষা করেন এবং যিশুকে শিখিয়েছিলেন কি করে ঈশ্বরের পথে চলতে হয়। যিশুর প্রেরণ কাজে সহায়তা করার মধ্যদিয়ে যোসেফ আবার হয়ে উঠেছিলেন একজন সত্যিকার মুক্তিরই পালক। পোপ বলেন, বর্তমানে নারীগণ কত ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

যোসেফ মারীয়ার সুনাম ও মান-সম্মান রক্ষা করেছিলেন ও তাঁকে গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে নারীদেরও রক্ষক ও পালক হয়ে উঠেছেন। যোসেফের মারীয়াকে গ্রহণ আমাদের উৎসাহিত করে অন্যদেরকে তাদের মতোই গ্রহণ করতে। এটা নিশ্চিত যে, অপব্যয়ী পুত্রের ব্যাপারে যিশু তাঁর পিতা যোসেফের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। যোসেফ ছিলেন আধ্যাত্মিক একজন ব্যক্তি যিনি বিশেষ কতকগুলো গুণের অধিকারী ছিলেন। যে গুণের কারণে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিরক্তি অথবা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ না করে এবং আশাহত না হয়ে পবিত্র আত্মার শক্তিতে আশান্বিত হয়ে জীবনকে গ্রহণ করার মতো সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। এইভাবেই ঈশ্বর সাধু যোসেফের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে বলেন: "ভয় করো না, বিশ্বাসই তোমার প্রতিটি কাজকে অর্থবহ করে তোলে। সেই কারণে যোসেফ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য গ্রহণ না করে ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে সাধু যোসেফ আমাদের সাহস দেন যেন আমরা মানুষকে তাদের মতো করে গ্রহণ করি এবং দুর্বলদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল হই। আমরাও যাতে স্বর্গীয় পিতার ভালবাসার গভীরতা আবিষ্কার করে তাঁর সাথে আরও সন্তানতুল্য ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই ও জীবন যাপন করি। একই সাথে জীবনে যে কোন প্রতিকূল অবস্থাই আসুক না কেন আমরাও যাতে সাধু যোসেফের মতোই নিরবে বিশ্বস্থভাবে ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে অনেক মানুষের জীবনে আশার আলো বয়ে আনতে পারি।

**সৃজনশীলভাবে যোসেফ সাহসী:** সাধু যোসেফ চলার পথে যেভাবে সমস্যা মোকাবেলা করেছেন তাতে করে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন সৃজনশীল সাহসিকতার একজন মানুষ যিনি ঐশরিক শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাস তাঁকে দ্রুত এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, তিনি যেভাবে সুনির্দিষ্ট পারিবারিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, আজকের বিশ্বে অনেক পরিবার সেইভাবে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বিশেষ করে যারা দেশান্তরিত হয়েছে। আজকে বিশ্বে যুদ্ধ, সহিংসতা, নির্যাতন ও দরিদ্রতার কারণে বাধ্য হয়ে যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে সাধু যোসেফ তাদের বিশেষ প্রতিপালক। তিনি যেমন ছিলেন মারীয়া ও যিশুর অভিভাবক, তেমনি আজকেও তিনি মণ্ডলীর অভিভাবক। বস্তুত পক্ষে, "যারা গরিব এবং প্রান্তিক, যারা মৃত্যুপথযাত্রী এবং কষ্টভোগী, অসুস্থ, যারা আগন্তুক, যারা কারাগারে বন্দি, সন্তান হিসাবে তিনি তাদের রক্ষা করেন। তাই আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে কীভাবে মণ্ডলীকে এবং গরীবদের ভালবাসতে হয়।

**মূল্যবোধ, মানব মর্যাদা ও কায়িক পরিশ্রমের স্বীকৃতি:** নাজারেথের কাঠমিস্ত্রি হিসাবে যোসেফ আমাদের শিক্ষা দেন, কিভাবে উপার্জন করে পরিবার চালাতে হয়। তিনি শিক্ষা দেন মূল্যবোধ, মানব মর্যাদা এবং পরিশ্রমের আনন্দ দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে হয়। তাই পোপ ফ্রান্সিস বলেন, আজকের দিনেও শ্রমিকেরা অনেক অন্যায়, অবিচার, অধিকার ও ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরাও যেন হই সাধু যোসেফের মতোই ন্যায়বান এবং প্রতিটি মানুষকে দান করি মানব মর্যাদা। তাদের কাজের স্বীকৃতি, প্রশংসা এবং মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নবায়ন করতে হবে। পোপ বলেন, মানুষের কাজকর্ম হলো মুক্তিদায়ী কাজের অংশগ্রহণ, ঈশ্বরের রাজ্য আগমনের পথকে সুগম করা, আমাদের প্রতিভা ও দক্ষতার উন্নতি সাধন করা এবং এসব দিয়ে সমাজ সেবা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা। যে কাজ করে সে সৃষ্টি কাজে ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তারই মতো মানব উন্নয়ন, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, শান্তি, ন্যায্যতা ও সৃষ্টি কাজে অংশ গ্রহণ করে এই পৃথিবীতে ঐশরজ্যের পথ সুগম ও সুপ্রতিষ্ঠিত করি। পোপ মহোদয় মহামারীর কথা উল্লেখ করে বলেন, কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে যেন কোন যুবক, কোন ব্যক্তি, কোন পরিবার কাজের সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয়।

**একজন পিতা যিনি প্রতিচ্ছবি হয়ে মারিয়া ও যিশুর জীবনে প্রবেশ করে:** পৃথিবীতে আমরা দেখি তা হলো স্বর্গস্থ পিতার প্রতিচ্ছবি। পোপ বলেন, একজন ব্যক্তি শুধু জন্মদানের মধ্যদিয়ে প্রকৃত পিতা হতে পারে না কিন্তু সন্তানের প্রতি দায়বোধ ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত পিতা হয়ে ওঠে। দুঃখের সাথে বলতে হয় আজকে অনেক শিশুই এতিম ও পিতৃহীন। তিনি বলেন পিতার উচিৎ হবে সন্তানের উপর কর্তৃত্ব না করে তার নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করা। সাধু যোসেফ ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি যিনি নিজের বিষয় না ভেবে গুরুত্ব দিয়েছেন মারীয়া ও যিশুকে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, যোসেফের মধ্যে কখনও হতাশা দেখিনি বরং শুধু উপলব্ধি করেছি তাঁর বিশ্বাস। আজকের বিশ্বে একজন প্রকৃত পিতার প্রয়োজন। একমাত্র সাধু যোসেফই হতে পারেন প্রকৃত পিতা যিনি সন্তানের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবন তুচ্ছজ্ঞান করতে পারেন। পোপ বলেন, একজন পিতার কত সম্পদ আছে সেটা বড় কথা নয় কিন্তু একজন প্রকৃত পিতা হলেন তিনি যিনি স্বর্গীয় পিতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেন। সাধু যোসেফ পিতা হিসেবে যিশুকে অনেক ভালবাসতেন, হয়ত তাঁর জীবনে সবচেয়ে আদরের, অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি, যার মধ্যে তিনি মানব ও ঈশ্বর সন্তানকে দেখতে পেয়েছিলেন। আবার একই সাথে নিরবে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলেন এই বিস্ময়কর ব্যক্তিটির প্রতি। তিনি পালক পিতা হিসাবে উপলব্ধিও করেছিলেন যে, তিনি তো সত্যিকার পিতা নন, ঈশ্বরই তাঁর পিতা। প্রতিটি বিশ্বাসীভক্তও উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রতিটি সন্তানই তো ঈশ্বরের সন্তান। যিশু তো তাই শিক্ষা দিয়েছেন: "এ পৃথিবীতে কাউকে তোমাদের পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের পিতা বলতে সেই একজনই আছেন, যিনি রয়েছেন স্বর্গলোকে" *(মথি ২৩:৯)*।

পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের বর্ষে আমাদের নিকট সাধু যোসেফের সুন্দর একটি পিতৃ হৃদয় এবং এর গভীরতা, ভালবাসা, উদারতা, বিশ্বস্ততা ও নম্রতা তুলে ধরেন। এই হৃদয়ের মধ্যদিয়ে তিনি শুধু একটি পিতার হৃদয়ের ভালবাসা, গভীরতা ও গুনাগুন তুলে ধরেননি বরং একটি মানব হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরেন। যে হৃদয়ের মধ্যদিয়ে যিশু তাঁর স্বর্গীয় পিতার হৃদয়ের পরিচয় ও ধারণা পেয়েছিলেন। যে হৃদয় তাঁকে স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে মানব সত্তাকে পূর্ণতা দান করেছিলেন। যে হৃদয় দিয়ে পবিত্র পরিবারকে আগলে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, বাধ্যতা ও নম্রতা দিয়ে যিশু ও কুমারী মারীয়াকে সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং গড়ে তুলেছিলেন একটি আদর্শ ও পবিত্র পরিবার; যে পরিবারের কেন্দ্রে রেখেছিলেন যিশুকে। স্নেহ, ভালবাসা, পরস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়াই ছিল এই পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাধু যোসেফ হলেন আমাদের সমস্ত পরিবারের রক্ষক। বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখতে পাই মূল্যবোধের অবক্ষয়, অস্থিরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি খ্রিস্টীয় জীবন ও পরিবারগুলোকে অশান্ত করে তুলছে। এমতাবস্থাতে সাধু যোসেফ হয়ে উঠতে পারেন আমাদের জীবন আদর্শ। তাঁর আদর্শ, বিশ্বস্থতা, ন্যায়পরায়তা, নিরবতা, বাধ্যতা ও নম্রতা আমাদের বর্তমানের সমস্যা-সংকুল জীবনে নতুন পথের দিশা দিতে পারে এবং আমাদের খ্রিস্টীয় ও পারিবারিক জীবনে নবায়ন আনতে পারে এবং আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনটাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

**সাধু যোসেফের বর্ষ উপলক্ষে কিছু করণীয়ঃ-**

১) সাধু যোসেফের পার্বণগুলো যথাযথ প্রস্তুতি সহকারে ধর্মপল্লী ও অঞ্চলভিত্তিক পালন করা;

২) গির্জা ও পরিবারে সাধু যোসেফের প্রার্থনা করা (যে প্রার্থনা কার্ড ছাপানো হয়েছে);

৩) খ্রিস্টীয় পরিবার গঠনে সাধু যোসেফের বিশ্বাস, নম্রতা, বাধ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, অন্যকে সম্মান দান প্রভৃতি গুন ও মূল্যবোধগুলির অনুসরণ করা।

৪) সাধু যোসেফের জীবনকে আরো বেশি করে জানা ও অনুসরণ করা; ছোট বড় সভা/সেমিনারের মধ্য দিয়ে সাধু যোসেফের জীবন আদর্শ, কর্ম ও মূল্যবোধ তুলে ধরে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা;

৫) সাধু যোসেফের গির্জায় (শুলপুর ও ধরেন্ডা এ বছর তীর্থ স্থান হিসাবে) তীর্থ করা। মন পরিবর্তন, পাপ স্বীকার, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ এবং পোপের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে পাপের দণ্ডমোচন লাভ করা।

আমি সবাইকে আহ্বান করি যেন আমরা এই বছরটাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত সাধু যোসেফের জীবন নিয়ে ধ্যান ও প্রার্থনা করি। তাঁর বিশ্বস্থতা, বাধ্যতা, ন্যায়পরায়নতা, নম্রতা এবং লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্থতা অর্জন করতে আমরা চেষ্টা করি। প্রভু পরমেশ্বর এই সাধনায় আমাদেরকে ধৈর্য্য, প্রয়োজনীয় কৃপা ও আশীর্বান দান করুন। সাধু যোসেফের ভার্যা কুমারী মারীয়া, যিনি আশার মাতা ও ভালবাসার রাণী তাঁর নিত্য সহায়তা নিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়কে স্বর্গস্থ পিতার হৃদয়ের মতো গড়ে তুলি। সাধু যোসেফের বছর সার্থক ও সুন্দর হোক।

সকলের মঙ্গল কামনায়,

**আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই**
তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার
১৪ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকাস্থ পাদ্রিশিবপুর **খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সকল সদস্য সদস্যাদের জ্ঞাতার্থে, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সমিতি ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০১৯-২০২০অর্থ বছর) আয়োজন করতে যাচ্ছে।

**তারিখ : ১৬ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দঃ রোজঃ শুক্রবার**
**সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।**
**স্থান : চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫**

সকল সঞ্চয় ও ক্রেডিট সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে সমিতির নোটিশ বোর্ড ও ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৪ এপ্রিল ২০২১ রোজ রবিবার প্রতিবেশীর ইস্টার সানডে সংখ্যায় সভার আলোচ্য সূচী সহ পুনরায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

**ধন্যবাদান্তে,**

**পিটার ক্লিনটন গোমেজ**
সেক্রেটারি
ডি.পি.সি.সি.সি.ইউ.লিঃ

বিজ্ঞ/৬৮/২১

# আমি তাঁরে দেখিনি

**জিসান উইলিয়াম রোজারিও**

আমার জন্মের প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে যিশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন যাতে করে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন এই মর্তের সকল পাপী মানুষের কাছে। কারণ মানুষ হিসেবে আমরা বড়ই দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণে পাপে পতিত হয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমরা দূরে সরে গেলেও ঈশ্বর আমাদেরকে দূরে সরে যেতে দেননি আর তাই তিনি তার পুত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে কাছে টেনে নিয়েছেন। ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন কারণ তার এই মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা পিতার সাথে এক হতে পেরেছি। যিশু যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন অনেকেই যিশুকে দেখেও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু যিশুর মৃত্যুর এত বছর পরেও আমরা প্রত্যেক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী যিশুকে বিশ্বাস করি। আমরা যিশুকে দেখিনি। আমরা অন্যের কাছ থেকে শুনে, বাইবেল পড়ে যিশুকে বিশ্বাস করেছি। আমরা শুনেছি যে যিশু জন্মগ্রহণ করেছেন গোয়াল ঘরে তাই আমরা এখন ২৫ ডিসেম্বর তার জন্মোৎসব বড়দিন পালন করি। আরও শুনেছি যে যিশু আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছেন। আর তাই আমরা প্রায়শ্চিত্তকাল এবং পুনরুত্থান বা পাস্কাকাল পালন করি। এগুলো পালন করি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র এবং পাপ থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি দীনবেশে জন্মগ্রহণ এবং অসহায়ের মত ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন। বর্তমান বাস্তবতায় যদি আমরা দেখি, মানুষ মানুষকে দেখেও, এক সাথে থেকেও একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে না। আর সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই নানা কারণে একে অপরের সাথে রাগা-রাগি, ঝগড়া-ঝাটি, মারা-মারি, হানা-হানি ইত্যাদি লেগেই আছে। সত্যিকারে আমরা যদি একে অপরকে হৃদয়ের অন্ত:স্থল থেকে বিশ্বাস করতাম তাহলে এগুলো বিরাজ করতো না। সমাজে সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে পারতো। বিশ্বাসই পারে একটি সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে। আমরা যদি মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের *(৯:২)* পদে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে যিশু লোকদের বিশ্বাস দেখে সেই অবশ রোগীর পাপ ক্ষমা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। আরও যদি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখতে চাই তাহলে মথি *(১৭:২০)* পদে দেখি, সেখানে যিশু লোকদের বলেছেন; "তোমাদের বিশ্বাস যদি একটি সর্ষে দানার মতোও হয় তাহলে ঐ পাহাড়কে বল এখান থেকে সরে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য আর তা সরেই যাবে।" পবিত্র বাইবেলে আমরা আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাব যে লোকেরা যিশুকে দেখে, শুনে এবং বিশ্বাস করে ফল পেয়েছে। কিন্তু আমরা একে অন্যকে দেখে-শুনে ,একসাথে বসবাস করেও বিশ্বাস করতে পারি না। তাই আসুন আমরা একটু চিন্তা করে দেখি,কেন আমরা যিশুকে না দেখেও বিশ্বাস করছি অথচ মানুষকে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না ...??? ❑

## বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনদর্শন

**ডেনিস চাম্বুগং**

আবার একটি বছর পরে এলো এই বাংলার
মহান নায়ক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের' জন্মদিন,
এই বাংলার মানুষের ও সবুজ শস্য-শ্যামলার,
এই বাংলার জাতির ও মাটির পিতার জন্মদিন।
যিনি বাংলার মানুষের কথা ভাবতেন ও চিন্তা করতেন,
দুঃখ করতেন গরিব-দুঃখীদের নিয়ে,
ভাবতেন এই বাংলার মানুষের জন্য।
তারই ৭ মার্চ ভাষণে ঝাঁপিয়ে পরেছিল যুদ্ধে,
ফিরে পেয়েছিল সকল বাঙ্গালীর মুখের ভাষা,
পেয়েছিল বাংলার মাটি ও দেশ, পেয়েছিল স্বাধীনতা।
আমরা কবর তারই এই শুভ জন্মদিন,
ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে স্মরণ করে তাকে,
এই বাংলার মহান নায়ক যিনি,
আমাদের বাংলার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর তিনি।
আজ বাংলার মানুষের দুঃখ ভুলে গিয়ে,
আনন্দ ও খুশিতে শ্লোগান করবে,
সব বাঙ্গালীর জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবের জন্মদিন।
আমরা আজ করব তাকে স্মরণ,
করব তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি,
স্মরণে রাখব যুগে যুগান্তরে এই বাংলার
মহান নেতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে।'


## নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ

**কার্যকরী পরিষদের ১০ম নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভা**

**তারিখ :** ০৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার
**নির্বাচনের সময় :** সকাল ১০টা হতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
**বিশেষ সাধারণ সভা :** বিকাল ৪টা
**স্থান:** চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

এতদ্বারা **"নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা"** এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ১০টা তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার-এ সমিতির কার্যকরী পরিষদ ও ঋণদান পরিষদের ১০ম নির্বাচন এবং বিকাল ৪টায় বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, আগামী ০৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকল সদস্য/সদস্যদের পাশ বইসহ যথাসময় উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

**ধন্যবাদান্তে**

**রুবেন গোনছালবেছ**
প্রেসিডেন্ট
নো:প্র:খ্রী:স:স:লি:

**গ্ল্যান নিউটন গোনছালবেছ**
সেক্রেটারি কো-অপ্ট)
নো:প্র:খ্রী:স:স:লি:

বিজ্ঞ/৬৯/২১

# আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও অনন্য সুবিবেচক এক ব্যক্তিত্ব

**ফাদার আবেল বি রোজারিও**

১৮ মার্চ প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী। আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে তাকে স্মরণ করছি। আর্চবিশপ মাইকেল বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। আমি তাঁর বহুবিধ গুণাবলীর একদিক উল্লেখ করতে চেষ্টা করবো। আর তা হলো, তিনি অতিশয় দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিবেচক ব্যক্তি ছিলেন।

**১.** ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের কয়েকদিন পূর্বে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি গেলাম। আমাদের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়েছিল :

**আর্চবিশপ :** আমি আপনাকে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতের দায়িত্ব দিতে চাই।

**আমি :** প্লিজ আর্চবিশপ, আমি এতবড় দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমাকে যেখানে, যতদূরে পাঠান, আমি যেতে প্রস্তুত শুধু তেজগাঁও ছাড়া।

**আর্চবিশপ :** কেন? কেন এত ভয়?

**আমি :** তেজগাঁয়ে অনেক নেতা-নেতৃ রয়েছেন, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রয়েছেন এদের সঙ্গে আমি অল্পশিক্ষিত, সাদাসিধে ফাদার হয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবো না। আপনি বরং আমার চেয়ে শিক্ষিত, বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ফাদারকে এ দায়িত্ব দিন।

**আর্চবিশপ :** আমি তা করে দেখেছি। মনসিনিওর পিটার, ফাদার পিটার রোজারিও, ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া তারা অনেক অনুরোধ করে তেজগাঁও থেকে বদলি হয়েছেন। তাই আমি স্থির করেছি যে, এবার একজন অল্পশিক্ষিত, সাধারণ এক যাজককে এই ধর্মপল্লীতে দায়িত্ব দিবো আর সেই ফাদার হলেন আপনি।

আমি অনেকটা বাধ্য হয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং ২/১ বছর নয়, দীর্ঘ ১৭ বছর আমি তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতরূপে দায়িত্ব পালন ও সেবা দান করেছি। এখানেই দেখলাম আর্চবিশপের তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা।

**২.** অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ফাদার সলোমন রমনা আর্চবিশপ ভবনে ছিলেন বহুদিন। একদিন দুপুর বেলায় তিনি হঠাৎ চিৎকার করতে লাগলেন। কাজের ছেলেরা দৌড়ে খাবার ঘরে এসে আমাদের আসতে বললো। আর্চবিশপসহ আমরাও তাড়াতাড়ি ফাদারের ঘরে এলাম। ফাদার শুধু বলতে ছিলেন, 'আমাকে কেউ শূন্যে উঠালো, আমাকে নামিয়ে দাও" বার বার একই কথা বলতে লাগলেন। আর্চবিশপ আমাদের বললেন, 'তোমরা চারজন বেডটা উচুঁ করে আবার শব্দ করে নামাও।' আমরা তাই বেডটা উচুঁ করে ঠাস করে নামালাম। সঙ্গে সঙ্গে ফাদার সলোমন বলে উঠলেন, ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!

আর্চবিশপের বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

**৩.** তেজগাঁয়ে একটা বড় গির্জার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল এবং গির্জার মাঠে নির্মাণ করার পরিকল্পনাও হচ্ছিল। তখন কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত এর বিরোধিতা করতে লাগলো। তাদের অভিমত যুবকদের খেলার মাঠ নষ্ট করা যাবে না। তখন আর্চবিশপ একটা জনসভা ডাকলেন। ঐ জনসমাবেশে প্রায় ৩০০ জন গণমান্য, নেতা-নেত্রী, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, ধর্মপল্লীর পরিষদ-সদস্যগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং যুবক ভাইয়েরা উপস্থিত হলেন।

প্রথমে পালপুরোহিত প্রার্থনা করলেন, উপস্থিত সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং আহ্বানের উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলেন। তারপর আর্চবিশপ দাঁড়ালেন এবং একটা লম্বা বক্তৃতা দিলেন যার সারমর্ম হলো, আমাদের এখানে একটা বড়, অনেক বড় গির্জার প্রয়োজন, এতে আশা করি কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। বর্তমান গির্জা ভেঙ্গে এখানে বড় নতুন গির্জা নির্মাণ করতে পারবো না। সরকার অনুমতি

দিবে না। গির্জার কম্পাউণ্ডে এতবড় গির্জা তৈরীর জায়গাও নেই। সুতরাং আমাদের বড় ও নতুন গির্জা নির্মাণ করতে হবে এই খেলার মাঠেই। তবে যুবকদের জন্য স্কুলের সামনে একটা বাস্কেটবল কোর্ট করে দেওয়া হবে। এখন আমি আপনাদের মতামত জানতে চাই। আপনারা যারা আমার প্রস্তাবে অর্থাৎ মাঠেই নতুন গির্জা হবে, এতে রাজি আছেন হাত উচুঁ করুন। সবাই হাত তুললেন। যারা বিপক্ষে, তারা হাত উচুঁ করেন। একমাত্র মিষ্টার টেডি ডি'রোজারিও হাত তুললেন। আর্চবিশপ সকলকে ধন্যবাদ দিলেন। এখানেই দেখলাম আর্চবিশপের সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা।

**৪.** বড়দিনের কয়েকদিন আগে সন্ধ্যার দিকে আমরা কয়েকজন ফাদার পাপস্বীকার শুনছি। ওদিকে বড়দিন উপলক্ষে ফাদার ডানিয়েল ও ভানু গমেজের নেতৃত্বে নাটক প্র্যাকটিস চলছে। গির্জার ভেতরে অনেক খ্রিস্টভক্ত পাপস্বীকার করছে। হঠাৎ নাটকের কয়েকটা ছবি তোলার জন্য কয়েকজন নাট্যশিল্পী গির্জায় প্রবেশ করে বলছেন, এই ছবিটা আগে তুলি। আর একজন বলছেন, না না, ওখানে আগে ছবিটা প্রথমে তুলবো। আর এক জন বলে, মূর্তিটা আগে তুলি। এরূপ হৈচৈ শুনে আমি দাঁড়িয়ে বললাম, গির্জার ভেতরে এত গোলমাল কেন? আপনারা এখনই এই মুহূর্তে বেড়িয়ে যান। নাট্যশিল্পীরা সকলেই বের হয়ে গেলেন।

ঐরাতে ৮টার দিকে ভানু আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগপত্র দিলেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মাইকেলকে। আমাকেও এক কপি দেওয়া হলো। অভিযোগের মূল কথা হলো, যারা গির্জায় প্রবেশ করেছিলেন তারা শিক্ষিত, মার্জিত লোক। তাদেরকে এভাবে বের করে দেওয়াটা ফাদার আবেলের উচিত হয়নি। আমরা এর সুবিচার চাই। অভিযোগটা পড়ে আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেই আমি চলে এলাম রমনা আর্চবিশপ ভবনে। এসে দেখি আর্চবিশপ ও ফাদারগণ খাবার ঘরে। আমি আর্চবিশপকে জিজ্ঞেস করলাম, গতরাতে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগপত্র পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি, পড়েছি তারপর তা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। তারপর তিনি বললেন, ফাদার কমল, তুমি ভাল মত অন্যদের বলে দাও, পালপুরোহিতের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন গির্জায় প্রবেশ করে ছবি না তুলে। আমি তো অবাক হলাম যে, ভানুর চাওয়া সুবিচার আর্চবিশপ এক মুহূর্তে করে দিলেন। এই হলো আর্চবিশপের উপস্থিত বুদ্ধি ও কর্মকৌশল।

**৫.** ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে লক্ষীবাজার সিস্টারদের দালানের একটা অংশ মেরামত করা হচ্ছিল। দালানের পাশেই আছে একটা মসজিদ। ফাদার বেঞ্জাবিনের তত্ত্বাবধানে মেরামত চলছিল। ঐ সময় আর্চবিশপ মাইকেল ও বিশপ থিয়োটনিয়াস ছিলেন রোমের ভাতিকানে আর আমি ছিলাম ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরিচালক (এডমিনিস্ট্রেটর)। মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদের মাইকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, খ্রিস্টানরা আমাদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলছে। আপনারা মসজিদ রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি আসুন। সঙ্গে-সঙ্গে শত শত মুসলমান এসে মূর্তি, দরজা, জানালা ভাংচুর করলো। হোস্টেলের মেয়েরা ও সিস্টাররা ভীষণ ভয় পেলো। পাশে ব্যাপ্টিস্ট মিশনে ঢুকে ভাংচুর করলো।

পরদিন আমাদের নেতা-নেতৃগণ জরুরি মিটিং ডাকলেন নটর ডেম কলেজে। দিলীপ দত্ত সভা পরিচালনা করছিলেন। সভাতে নেতাগণ ফাদার বেঞ্জাবিনকে ভীষণভাবে দোষারোপ করতে লাগলেন। কেন ফাদার আমাদের সাথে আলোচনা করলেন না, কেন ফাদার একা একা এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে গেলেন। কেন ফাদার মসজিদ-ইমামের সাথে আলোচনা করলেন না ইত্যাদি। চিৎকার ও

হট্টগোল বেড়েই চলছে। দিলীপ পরিবেশ শান্ত করতে না পেরে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। আমিও উনার সাথে সাথে বেরিয়ে চলে গেলাম বারিধারায় পোপের নুনসিও'র কাছে। তিনি তখনই রোমে আর্চবিশপের সাথে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। আমার অনুরোধে আর্চবিশপ তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসলেন। এসেই তিনি নেতা নেতৃদের ডাকলেন রমনা সেমিনারীতে। মিটিং এর আরম্ভে আমি একটু প্রার্থনা করলাম। তারপর আর্চবিশপ তার বিজ্ঞ, জ্ঞান গর্ভ কথা আরম্ভ করলেন, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে লক্ষীবাজার কনভেন্টে একটা অতিশয় দুঃখজনক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এটা কেন হলো, কি কারণে হতো না, কি করা উচিত ছিল, কার বা কাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল এইসব কিছুই আমি শুনতে চাই না। এসব শুনতে আমি আপনাদের আহ্বান করিনি, আমি আপনাদের ডেকেছি যে, এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি, কি করা উচিৎ সেই বিষয়ে আমাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিবেন। সবাই নিরব, চুপচাপ। কোন টু শব্দ নেই। আমি তো আর্চবিশপের কলা-কৌশল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ নিরবতার পর নেতাগণ মুখ খুলতে আরম্ভ করলেন খুব শান্ত ও নম্রভাবে।

একজন বললেন, আমার মনে হয় মসজিদের ইমামের সাথে একটা মিমাংসা করলে ভালো হবে। আর একজন বললেন, আমি মনে করি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপটা নির্ধারণ করে সরকারের কাছে পেশ করা যায়। অপর একজন বললো, এই ব্যাপারে একটা মামলা করলে কেমন হয়?

এভাবে আরো কিছু পরামর্শ আসলো। কিন্তু কোন রকম চিৎকার, গণ্ডগোল কিছুই হয়নি। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মাধ্যমে সভা শেষ হলো। নেতাগণ চলে যাবার পর আর্চবিশপ আমাকে বলেন, You are not a good administrator. ❑

# জয়তু বঙ্গবন্ধু

## সুনীল পেরেরা

যুগে যুগে কত সাহিত্যিক, শিল্পী-সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও দেশনেতার জন্ম হয়েছে, কিন্তু একজনই শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের জাতির জনক বা জাতির পিতা। তিনি জনতার কাছে শেখ মুজিব, শেখ সাহেব আর বঙ্গবন্ধু হিসেবেই অধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম বেগম সায়েরা খাতুন। পল্লীগ্রামের অনাবিল সবুজ-স্নিগ্ধ মায়ামমতার মাঝে তার বাল্যকাল কাটে। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, কর্মঠ এবং দক্ষ ফুটবলার। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জের মথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত বিভাগের পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক তাৎপরতায় শরিক হন। ঐ সময় সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, শরৎ বসু প্রমুখের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তানে কর্তৃত্বের বাইরে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যে 'যুক্তবঙ্গ আন্দোলন' সংগঠিত হয়, শেখ মুজিব তাতেও যুক্ত হন। পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে আসাম প্রদেশের বাঙ্গালি মুসলমান অধ্যুষিত সিলেট জেলাসহ দেশ ভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভৌগলিক অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণ পরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। তিনি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। মার্চ মাসে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং ঢাকায় ধর্মঘট পালন করা হয়। শেখ মুজিবসহ আরো কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অনশন ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে আটক করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। মৃত্যু পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তার ছাত্রত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেন।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন যাকে পাকিস্তান সরকার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠনের সুযোগ দেননি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের অগ্নিঝরা ৭ মার্চ ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুনিয়া কাঁপানো বজ্রকণ্ঠের ভাষণটি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। এই ভাষণ সর্বস্তরের বাঙালিকে এক কাতারে নিয়ে এসেছিল। এই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল পরবর্তীতে করণীয় জাতির প্রতি দিক নির্দেশনা। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণার উৎস। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো '৭১ এর ৭মার্চ প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণকে (ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ) বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, যা সমগ্র জাতির জন্য গৌরবের ও আনন্দের।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর চক্রান্তের কারণে আলোচনা ব্যর্থ হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শুরু হয় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গণহত্যা। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয়মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ জানুয়ারি তিনি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর সাত মাস পরে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট একদল ভ্রষ্ট সামরিক কর্মকর্তার হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত জনমত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মুজিব বর্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এই মহান নেতার শুভ জন্ম দিনে বাঙালি জাতির শুভ কামনা ও প্রার্থনা রইল পরম পিতা সৃষ্টিকর্তার কছে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ❑

# টুঙ্গিপাড়ার রিহান ও রিয়ানের আদর্শ বঙ্গবন্ধু

**জাসিন্তা আরেং**

করোনায় স্কুল-নার্সারি বন্ধ থাকায় টুঙ্গিপাড়ার শিশুরা বেশ কয়েক মাস ধরে তারা খেলাধুলা ও দুষ্টুমি করেই দিন পাড় করছে। একসময় একসাথে স্কুলে যেত ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো। এমনই দুজন স্কুল পড়ুয়া রিয়ান ও রিহান গ্রামের পুরনো বটগাছের নিচে কানামাছি খেলছিল। হঠাৎই রিয়ানের মনে পড়লো, আগামীকাল ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। চোখের বাঁধন খুলে সে রিহানকে বলল, কাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের একশততম জন্মদিন! রিহান বলল, হ্যাঁ তাইতো। একটু পর রিহান বলল, স্কুল খোলা থাকলে স্যার-ম্যাডামরা আমাদের নিয়ে বড় কেক কাটতেন ও বেলুন উড়াতেন। এমনকি আমাদের লেখা ছড়া, মজার গল্প, কার্টুন ছবি রঙিন কাগজে আর্ট করে দেয়ালিকা সাজাতাম।

এরপর মুখটা বাংলার পাঁচের মতো করে বলল, এ বছর বোধহয় কিছুই করা হবে না। রিয়ানও বলল, আমাদের স্কুলেও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। গতবছর আমি অনুষ্ঠানে চশমা পড়ে খোকার অভিনয় করেছিলাম। রিহান জিজ্ঞেস করলো, খোকাটি আবার কে? সেকি! তুই জানিস না। রিয়ান বলল, বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলায় সবাইতো তাকে খোকা বলেই ডাকতো! রিহান বলল, তাতো জানতাম না। জানিস, স্কুল মাঠে ফুলবল খেলার আয়োজন করা হতো। ম্যাডামরা আমাদের বলতেন, বঙ্গবন্ধুও ভালো ফুটবল খেলতেন। রিহান উত্তর দিল, হ্যাঁ। আমিও আমাদের বাংলা বইতে পড়েছি এ বিষয়ে। তিনি ফুটবল খেলায় অনেকবার বাজিমাতও করেছেন।

তবে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন করা হবে কি হবে না, তা নিয়ে রিহান ও রিয়ান ভাবুক হয়ে রইল। রিহান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মন খারাপ করিস না। চল, আমার সাথে। রিহান রিয়ানকে নিয়ে তার বাংলা স্যারের বাড়িতে গেল। স্যার, রিহানকে চিনতে পেরেই জিজ্ঞেস করলো, তুমি রিহান না? রিহান বলল, হ্যাঁ স্যার। স্যার বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো, তা হঠাৎ আমার বাড়িতে! রিহান বলল, আসলে স্যার আমি ও রিয়ান বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন নিয়ে ভাবছিলাম। স্যার বললেন, বেশ ভালতো! স্যার বললেন, তোমাদের মনে যে জন্মদিন পালনের বিষয়টি এসেছে, তা জেনেই আমি অত্যন্ত খুশী।

ঠিক আছে। তোমরা এতো করে বলছ যখন, তাহলে তো কিছু একটা করতেই হয়! তোমরা কাল সকালে বটতলায় এসো, আমরা সেখানে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিনের কেক কাটব কেমন! তোমরা বরং এখন যাও, কাল সময়মতো চলে এসো। স্যারের কথা শুনে রিয়ান ও রিহান দুজনই খুশীমনে বাড়ি চলে গেল। বন্ধুরাও জানতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। বাড়ি ফিরে রিয়ান মা-বাবাকে বিষয়টি জানালো। রিয়ানের বাবা শুনে বললেন, সেতো বেশ ভালো কথা। ওদিকে, রিহানও তার মা-বাবাও খুশী। রিহানের মা তাকে কাছে ডেকে বললেন, বঙ্গবন্ধু তোমাদের মতো শিশুদের ভীষণ ভালবাসতেন। শুধু কি তাই! তিনিতো খুব উদার মানুষ ছিলেন। রিহান মায়ের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হলো।

এদিকে রিয়ানও বাবার কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারল যে, বঙ্গবন্ধু ছোটবেলাতেই মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন। ধনী-গরিব সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। গরিবদের তিনি তার নিজের ছাতা ও কাপড় এবং খাবার দিয়েও সাহায্য করতেন। বাবা বললেন, এখন অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমোতে যাও।

পরদিন সকালে বটতলায় সবাই একসাথে কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ঘটা করে পালন করলো।

এসো ছোট্ট বন্ধুরা, আমরাও রিয়ান ও রিহানের মতো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করি, সবাইকে ভালেবাসি ও ত্যাগস্বীকার করি ॥ ❑

## আজো আমি বাঙালি

**ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি**

আজও আমি বাঙালি, কারণ তুমি জন্মেছিলে সেই শতবর্ষ আগে,
মায়ের ভাষায় ভাবি, লিখি, বলি, আজ ব্যাকুল প্রাণে যা জাগে।
কৌশলে ব্রিটিশের দু'শত বছর, জুলুমে-বৈষম্যে পাকিদের চব্বিশ
তোমার হাতে সমাহিত হলো, যত বেহায়া, হায়েনা, শকুন, খবিশ।

সেই ছোট্ট বালক, মিশন স্কুলে, নিয়েছিলে গভীর মূল্যবোধের শিক্ষা
ন্যায্য দাবিতে তাই দমিত হওনি, যাচনি কভু কারো করুণা ভিক্ষা।
সমাধানের আহ্বান, সাম্যের বণ্টন, শান্তির পথ তোমার নীতি
শোনেনি শাসক, বাটেনি সম্পদ, ধমকে তারা দেখিয়েছে ভীতি।

উন্মুক্ত উদ্যানে, ডেকেছে বাঙালি, সামনে দাঁড়িয়েছো তুমি মহাকবি বেশে
সেদিনের বাণী, অমর কবিতাখানি, আজো গোটা বিশ্ব বিস্ময়ে চলেছে চষে।
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
আর কে ঘরে রয়, বাঙালিকে কে রোখে, জেগে উঠেছিল সারা নগর-গঞ্জ-গ্রাম।

এত নির্ভয়, এত ত্যাগ, এত দৃঢ় প্রত্যয়, এত দুর্বার সাহস দেখিনি আগে কারো
তর্জনী তুলে, উন্নতশিরে, উচ্চ কণ্ঠে কেমনে বলেছ, ঘৃণ্য পিশাচ, এই বাংলা ছাড়ো!
মানুষকে ভালোবেসে কে থেকেছে কবে তোমার মতো, এত দীর্ঘকাল জেলে,
ভয় পাওনি, জানতে তো তুমি, ওসব কেবলই, দমানোর ফন্দি দুর্জয় বাঙালিকে।

স্বজনেরে করেছো বঞ্চিত তুমি, সবারে বাসিতে ভালো, আমরা যাইনি তা ভুলে
ন্যায়বান হতে, সৎপথে হাঁটতে, নির্দেশ করেছ শাসকেরে, পিতৃত্বের তর্জনী তুলে।
বিশ্বাস করেছ ছোটো-বড়ো, শত্রু-মিত্র সবারে, বলেছ এদেশে কে মারবে রে আমারে
অতীব কাছের হায়েনারাই, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে রাতে, নিঃশেষ করিতে তোমারে!

আজ তোমার জন্ম শতবর্ষে, দুঃখ আর আনন্দ-হর্ষে, তোমারে করি গো স্মরণ
কিংবদন্তি তুমি, চিরস্মরণীয়, তোমাকে মুছিতে পারেনি দুর্বল জাগতিক মরণ।
তুমি ছিলে, তুমি আছো, রবে চিরকাল, সকল মানবের অন্তরে জেগে
আজও আমি বাঙালি, কারণ তুমি জন্মেছিলে আজ হতে শতবর্ষ আগে ॥

SALMELA INTERNATIONAL SCHOOL

346 EAST PADARDIA,
SATARKUL ROAD,
NORTH BADDA,
DHAKA-1212
BANGLADESH

# JOB VACANCY

**Salmela International School** is an English Medium School conducted by `Joy & Hope Trust'.

Applications are invited from qualified and experienced Bangladeshi citizens for the following positions:

| Name of the Post of Teacher | Post | Education Qualifications | Experiences | Additional Requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1. Senior Teacher with some Administrative background and also teaching experiences up to Grade **V** for all the subjects. | 01 | University Graduate | Minimum 05 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will preferable. **(Pure candidate from English Medium or English Version).** | 1. Age-30-40 years.<br>2. High level of proficiency in English (both verbal & written) is essential.<br>3. IT knowledge in MS Office is essentially required. |
| 2. School Teacher with teaching experience from Play Group to Grade **V** for all the subjects. | 01 | University Graduate | Minimum 02 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will preferable. (Pure candidate from English Medium or English Version). | 1. Age-25-35 Years.<br>2. High level of proficiency in English (both verbal & written) is essential.<br>3. IT knowledge in MS Office is essentially required. |
| 3. School Aya | 01 | SSC Passed | Minimum 02 years Experiences. | Age-20-25 Years |

Interested candidates are requested to submit their applications along with C.V on or before the 10th April 2021. Please apply with your recent Passport size Photograph, National ID's photo copy, job experience certificates, and Pastor/Father/Bishop's reference from your church. Write the Position's name on the top of the Envelope.

Please note that **Salmela International School Authority** reserves the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements.

Mail your application to:

**The Chairman**
**Susan Baroi**
Salmela International School
+8801321749596

Visit us: www.sis.com.bd

বিজ্ঞ/৭১/২১

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

# পোপ ফ্রান্সিসের ইরাক সফর ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পুরাতন মোসুল শহরে পোপ ফ্রান্সিস

করোনা মহামারি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যেও ইরাকে চারদিনের ঐতিহাসিক সফর করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। শুক্রবার (৫ মার্চ) আল ইতালিয়ার একটি উড়োজাহাজে চেপে রোম থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন তিনি। বাগদাদে পৌঁছলে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল-কাধিমি বিমানবন্দরে পোপ মহোদয়কে স্বাগত জানান। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা এবং কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে অনেকেই কাথলিক এ ধর্মগুরুকে ইরাক সফরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পোপ ফ্রান্সিস তাতে কান দেননি। "ইরাকের খ্রিস্টানদের দ্বিতীয়বারের মত হতাশ হতে দেওয়া যাবে না," বলে মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখ্য ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পোপ ২য় জন পলের ইরাক সফরের কথা থাকলেও সাদ্দাম হোসেন সরকারের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় ওই সফর বাতিল হয়ে যায়। তবে এবার ইরাকবাসীদের হতাশ করেননি পোপ ফ্রান্সিস। কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান কোন ধর্মগুরুর এটিই প্রথম ইরাক সফর। আর তাই এই সফর ইরাকের খ্রিস্টানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পোপ মহোদয়ের ইরাকে প্রৈরিতিক সফরকে ইরাক সরকার বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। তাঁর নিরাপত্তায় ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীর ১০ হাজার সদস্য মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি কমাতে ২৪ ঘণ্টার কারফিউ জারি করা হয়।

পোপ ফ্রান্সিস ৪দিনের সফরে বাগদাদ, মোসুল ও কারাকাস গমন করেছেন। এছাড়াও ইরবিলে কুর্দি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। প্রায় দেড় লাখ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সেন্ট্রাল ইরাক থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নেয়। প্রথমে আল কায়দা ও পরে আইএস ইরাকে খ্রিস্টানদের আক্রমণ করেছে। তার ফলে লাখ লাখ খ্রিস্টান তুরস্ক, লেবানন, জর্ডন এবং উত্তর ইরাকের কুর্দি এলাকায় চলে গেছেন।

ক্যালডিয়ান চার্চের যাজক কার্ডিনাল লুই রাফায়েল সাকো বলেন, 'আমরা আশা করি, পোপের সফরের ফলে খ্রিস্টানদের ট্র্যাজেডির উপর মানুষের নজর যাবে। ইরাকের সব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিশেষ বার্তা থাকবে যে ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে না। বরং তা ঐক্যবদ্ধ করে। এবং আমরা সবাই ইরাকের অধিবাসী ও একই স্তরের নাগরিক।'

পোপ মহোদয় তাঁর প্রৈরিতিক সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রাচীন উর শহর পরিদর্শন করেন। যে শহর ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদী এই তিন ধর্মের জন্যই পবিত্র স্থান। এখানে বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম জন্মেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। পোপ আশা করছেন এই শহরে তার সফর তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ ও সৌহার্দের একটা পথ প্রশস্ত করবে।

ইরাকের উর শহরে পোপ ফ্রান্সিসের আকর্ষণে সমবেত হয়েছিলেন আন্তঃধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর জনগণ, তাঁর ভাষণ শুনেছেন মনমুগ্ধ হয়ে। ইরাকের এই প্রাচীন শহর, উর, বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনদের বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। সেই বন্ধন নুতন মাত্রা পেলো, পোপের ভালোবাসার বাণী শুনে। খ্রিস্টান, মুসলমান, ইয়াজিদি ও মাণ্ডিয়ান ধর্মীয় লোকজনদের সহ-অবস্থানের বাণী শোনালেন পোপ ফ্রান্সিস ও নাজাফে সর্বোচ্চ শিয়া ধর্মীয় নেতা, আয়াতোল্লা আল-সিসতানি। ধর্মীয় দুই নেতা তাদের বিবৃতিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ওপর বিশেষ জোর দেন। শিয়া ধর্মীয় নেতা সিসতানী বলেন, "ধর্মীয় নেতাদের একটি দায়িত্ব হলো ইরাকী খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা- যেন তারা পূর্ণ অধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস কতে পারেন।" গ্র্যান্ড আয়াতোল্লা আল-সিসতানি জানান ইরাকের আর সব জনগণের মত খ্রিস্টান নাগরিকদেরও শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে এবং তাদের পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে জীবন কাটাতে না পারার বিষয়টাতে তিনি উদ্বিগ্ন। ইরাকের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে সহিংস একটা সময়ে দেশটির সবচেয়ে দুর্বল এবং সবচেয়ে নির্যাতিত সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষ নিয়ে কথা বলার জন্য পোপ ফ্রান্সিস আয়াতোল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিয়া নেতার শান্তি বার্তা ইরাকের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে "ঐক্যের গুরুত্ব এবং সব মানুষের জীবনই যে পবিত্র ও মূল্যবান" তা নিশ্চিত করেছে।

উল্লেখ্য ৯০ বছরের গ্র্যাণ্ড আয়াতোল্লা আল-সিসতানি নাফায শহরে অবসর জীবন কাটাচ্ছে। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই বিরল, তিনি মানুষজনের সাথে সচরাচর দেখা করেন না। কিন্তু পোপের সাথে তিনি প্রায় ৫০ মিনিট ধরে কথা বলেছেন। উভয়েই ইরাকে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সৌহার্দ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর জোর দিয়েছেন।

## ইরাকে খ্রিস্টানদের অবস্থা?

বিশ্বে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে আদি বাসস্থান ছিল ইরাক। কিন্তু দেশটিতে গত দুই দশকে খ্রিস্টানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে সেখানে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ১৪ লাখ থেকে কমে আড়াই লাখে দাঁড়িয়েছে। তারা এখন দেশটির জনসংখ্যার ১%এরও কম।

আমেরিকান নেতৃত্বাধীন অভিযান ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সাদ্দাম হুসেনকে উৎখাত করার পর থেকে চলা সহিংসতা থেকে বাঁচতে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

অন্যদিকে, সুন্নি ধর্মাবলম্বী ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর জঙ্গীরা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ইরাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পর হাজার হাজার মানুষ সেখানে গৃহহীন হয়েছে। ইসলামিক স্টেট তাদের গির্জা ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং তাদের করদান, ধর্মান্তর, দেশত্যাগ বা প্রাণনাশ এর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নেবার হুমকি দিয়েছে।

ইরাকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের এক প্রতিবেদনে বলা হয় দেশটিতে খ্রিস্টান এবং সুন্নি মুসলমানরা বিভিন্ন চেকপয়েন্টে শিয়া নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে হয়রানির শিকার হয়েছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের প্রতি বৈষম্যে করা হয়েছে।

শুক্রবার ৫ মার্চ ইরাকে পৌঁছানোর পর পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন ইরাকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষদের নাগরিক হিসাবে আরও বেশি মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং তাদের পূর্ণ অধিকার, স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত॥

- তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, *news.va*

## রাজশাহী ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশু মঙ্গল সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, সর্বমোট ১০৭ জন শিশু ও ১৭ জন এনিমেটর, ৪ জন ফাদার, ১ জন রিজেন্ট ও ১ জন সিস্টার নিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯:০০ টায় ফাদার সুরেশ পিউরিফিকেশন ও সিস্টার পাপিয়া, এসসিসহ এনিমেটরদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আনন্দর‍্যালি ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শুরু হয় সেমিনার। খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্যকারী যাজক ফাদার প্রেমু রোজারিও তার উপদেশ বাণীতে বলেন: শিশুরা যিশুর অতি আপনজন। শিশুরা নির্মল ও পবিত্র। তারা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের যত্ন ও সেবায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মানুষের মতো মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারলে তারা পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের নিয়ে শুরু হয় প্রার্থনা প্রতিযোগিতা, বাইবেল কুইজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুদের অংশগ্রহণে ফাদার উত্তম রোজারিও সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা, কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেমিনারটি হয়ে উঠে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিযোগিতা ও কুইজে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার পল গমেজ ও ফাদার প্রেমু রোজারিও। সমাপনি বক্তব্যে ফাদার পল গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শিশুদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়॥

## রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে ফাদার জ্যোতি এফ কস্তার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

**ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ** ▯ গত ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদার টমাস কোড়াইয়া, ফাদার বাবলু সরকার, ফাদার মার্টিন মন্ডল ও ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ উপস্থিত ছিলেন। রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদারগণ ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে এসে পৌঁছান। গির্জার প্রবেশদ্বার থেকে ফাদারদের বরণ ডালা ও ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর দেশীয় সংস্কৃতিতে ফাদারদের পা ধোয়ানো, ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদাদের মঙ্গল ও তাদের জীবনের জন্য প্রার্থনা করা হয়। পরের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদারগণ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদার জ্যোতি এফ. কস্তা। এছাড়াও ২জন বিশপ, ৩০জন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান এবং অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের সহভাগিতা করেন ফাদার সুব্রত গমেজ। তিনি বলেন, 'ফাদার জ্যোতি ঈশ্বরের আশীর্বাদে খুবই সুন্দর ও সার্থক ভাবে ২৫টি বছর পূর্ণ করেছেন। তিনি অলরাউন্ডার। সবকিছুতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যাজকীয় জীবনে নিজের নামের মতোই জ্যোতি অর্থাৎ আলোকিত হয়ে অন্যকে আলোকিত হওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন।' খ্রিস্টযাগের পরে ধর্মপল্লী ও রাঙ্গামাটিয়া মিশন খ্রিস্টান যুব সমিতির পক্ষ থেকে রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরিশেষে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভিন্‌সেন্ট খোকন গমেজ বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

## খাগড়াছড়িতে শিশুমঙ্গল দিবস

**ফাদার রবার্ট গনসালভেছ** ▯ গত ২, ৫ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, খাগড়াছড়ি এলাকার সাজেক পাড়ায়, ভাইবোন ছড়া ও আগবাড়ী পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। এবারে শিশু মঙ্গলের মূলসুর "ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্ন নিতে শিশুদের শিক্ষা দেয়া"। শিশু দিবসে প্রভু যিশুর নিবেদন পর্ব উপলক্ষে মোমবাতি প্রজ্বলন, শোভাযাত্রা, ধর্মশিক্ষা, শিশুদের গান, স্লোগান, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, খেলাধূলা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ-এ নিয়ে শিশু মঙ্গল দিবস সাজানো হয় ও সবাই মিলে দিবসটি উৎসবের আমেজে পালন করা হয়। শেষে প্রীতিভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

# মারীয়া সেনা সংঘের প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভা

**সিস্টার জাসিন্তা এলএইচসি** ▯ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাধু পিতরের ধর্মপল্লী, লামায় বিভিন্ন পাড়া থেকে আগত ১০৪ জন মায়েদের নিয়ে সারা দিনব্যাপী মারীয়া সেনা সংঘের প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভার আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূলসুর ছিল "তপস্যাকালীন ক্রুশ বহনের যাত্রায় মারীয়া সেনা সংঘের ভূমিকা।" সেমিনারের শুরুতে ফাদার পাউলুস ওএমআই উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শুভেচ্ছা বাণীতে তিনি বলেন মারীয়া সেনা সংঘ মণ্ডলীতে অতি পরিচিত একটি দল যাদের আধ্যাত্মিক চর্চা অনেক গভীর। তারা এক সঙ্গে এসে একনিষ্ঠ প্রার্থনা ও দয়ার কাজ করে থাকেন। এটি মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক প্রার্থনা সংঘ। এর পর ঢাকা থেকে আগত হলি ক্রস রোজারী মিনিস্ট্রির পরিচালক ফাদার রুবেন মানুয়েল গমেজ সিএসসি "খ্রিস্টীয় জীবনে জপমালার গুরুত্ব" এর উপর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, জপমালা প্রার্থনা মণ্ডলীতে গুরত্বপূর্ণ, জপমালা হলো বাইবেলের সারসংক্ষেপ। জপমালা প্রার্থনা দ্বারা সারা বিশ্বে অনেক আশ্চর্য কাজ হয়েছে। তাই প্রতিনিয়ত জপমালা প্রার্থনা করা উচিৎ। যারা মা মারীয়াকে ভক্তি করে ও তার কাছে প্রার্থনা করে, মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বর তাদের ইচ্ছা পুরন করেন। সেমিনারের মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন সিস্টার এস্থার এলএইচসি। তিনি বলেন মা মারীয়া হলো মারীয়া সেনা সংঘের আদর্শ। মা মারীয়া যিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কষ্ট বহন করেছেন। তাই এই তপস্যাকালে মারীয়া সেনা সংঘের সকল সদস্যদের ভূমিকা মা মারীয়ার মতো ধৈর্য্য ধরে এবং সাহসের সাথে পরিবারের সকল ক্রুশ বহন করা এবং অনেক প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার করা। পরিশেষে ছিল মা মারীয়া সেনা সংঘের সদস্য মনোনয়ন ও দায়িত্ব বন্টন। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাল-পুরোহিত ডমিনিক রোজারিও ওএমআই। তিনি সকলকে মারীয়া সেনা সংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এর পর সকল অংশ গ্রহণকারী পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠান, ক্রুশের পথ, পবিত্র খ্রিস্টযাগে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে পাল-পুরোহিত ডমিনিক রোজারিও -এর ধন্যবাদের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

# বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্প জোসেফ কমল রড্রিক্স'র প্রয়াণে স্মরণ সভা

**জ্যাষ্টিন গোমেজ** ▯ বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী ও বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থার সভাপতি জোসেফ কমল রড্রিক্স এর প্রয়াণে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত গত ৬ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ওয়াইডাব্লিওসিএ, মোহাম্মদপুর ঢাকায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আনাম শাকিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ করিম হাসান খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সরগম সাংস্কৃতিক দল এর সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার দাস, বিশিষ্ট লেখক ড. আগষ্টিন ডি'ক্রুশ, বাসুরি'র খালেকুর জামান, হলিক্রস কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক জেরাল্ড রড্রিক্স, গাব্রিয়েল রোজারিও, মাহাবুবুল হক ও অন্যান্য গণ্যমান্যসহ মোট ৩৫জন এই স্মরণ সভায় আসেন।

খায়রুল আনাম শাকিল বলেন, বেশ অসময়ে চলে গিয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় কমল রড্রিক্স। আমরা সবাই অনেক চেষ্টা করছি তাকে ধরে রাখার জন্যে। আরো ৫ বছরের জন্যে তাকে ধরে রাখতে পারলে হয়তো অনেক স্বপ্ন পূরণ হতো। অনুষ্ঠানে ড. আগষ্টিন ডি'ক্রুশ বলেন, কমলের সাথে আমার কোন অফিসিয়াল সম্পর্ক নয়, এক পরিবারের সদস্য হিসেবে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছি। তার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আর এর ফলে তিনি আমাদের খ্রিস্টান মহলে ও জাতীয় পর্যায়েও সুনাম অর্জন করেছেন প্রচুর। বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থার গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সম্পাদক কল্পনা আনাম বলেন, এভাবে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা আজও কল্পনা করতে পারছি না। শুদ্ধতা চর্চার প্রতি তার যে অনুরাগ ছিল তা সত্যি অনুকরণীয়। গাব্রিয়েল রোজারিও তার স্মৃতিচারণে বলেন, এই বিশিষ্ট শিল্পী এতো বিনয়ী ছিলেন যে তাকে যেখানে সাহায্যের জন্যে আমরা ডেকেছিলাম সেখানেই গিয়েছেন। আর তিনি দায়িত্ব নিয়ে যে কাজ করতেন তা সুস্পন্ন করতেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। এরপর ৮:৩০ মিনিটে হালকা নাস্তা গ্রহণের মধ্যদিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে॥

# মিরপুর ধর্মপল্লীতে রোগী দিবস উদ্‌যাপন

**ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও** ▯ বিগত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রোজ শুক্রবার মিরপুর ধর্মপল্লীতে রোগী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। রোগী দিবসের বিশেষ খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ৮টায়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু রোগী দিবসের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরো বলেন, যিশুর পালকীয় জীবনে রোগীদের তিনি সুস্থ্য করেন তাদের বিশেষ যত্ন প্রদান করেন। অসুস্থ্য, প্রতিবন্ধী ও অবহেলিতদের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং মন্ডলীতে তৈল লেপন করে রোগীদের সুস্থ্য করার প্রথা অতি প্রাচীন। উপদেশের পর সার্বজনীন প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনা করা হয় সকল রোগীদের সুস্থ্যতা ও কল্যাণ কামনা করে, বিশেষভাবে করোনা মহামারীতে যারা অসুস্থ্য, যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ্য, যারা প্রতিবন্ধী, তাদের সকলের সুস্থ্যতা কামনা করে, সকল নার্স, রোগীর সেবাকারীগণ ও ডাক্তারদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, যারা বিভিন্ন হাসপাতালে, প্রতিষ্ঠানে ও বাড়ীতে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তারা যেন ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারেন, বিশ্বের সকল মানুষ যেন দয়ালু সামারীয়ের মতো অসুস্থ্য ও পীড়িত মানুষের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে প্রকৃত প্রতিবেশীকে হয়ে উঠতে পারে, বাংলাদেশের দুঃখী,পীড়িত, অনাথ ও অভাবী ভাই-বোনদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, যেন তারা দেশের সরকার ও দয়ালু ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাদের এই অসহায় অবস্থা থেকে নিরাময় লাভ করতে পারেন এবং আমাদের অন্তরে প্রার্থনার প্রতি যেন আরও আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিদিন যেন আমরা পারিবারিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শক্তি ও সান্নিধ্য অন্তরে লাভ করতে পারি এসব উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগের পর নার্সদের পক্ষ থেকে পলিনা বাড়ৈ রোগীদের শুভেচ্ছা জানান এবং সেবিক-সেবিকারা তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এই অনুষ্ঠানে ২ জন ফাদার, ১২ জন সিস্টার এবং ৩০০ শতেরও বেশি খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন॥

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

# নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 04/20)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২১/০৩/৪১৩ তারিখ: ০৭/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

## "নাগরী ক্রেডিট স্বপ্নের নীড় আবাসন প্রকল্পের আওতায় প্লট বুকিং"

**সম্মানিত সুধী,**

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যা, কর্মী, কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল খ্রিস্টভক্তের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, নাগরী ক্রেডিট **"স্বপ্নের নীড়"** আবাসন প্রকল্পের আওতায় ৩ কাঠা - ৫ কাঠা সাইজের প্লট বরাদ্দ দেওয়া হবে ও আরো বেশি চাইলে দেওয়া যেতে পারে। শুধু আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নয়, প্রবাসীসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে রূপকথার গল্পের মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নির্মল পরিবেশে গড়ে উঠেছে আমাদের এই প্রকল্প এবং অচিরেই বাড়ী করার উপযোগী। এখানে থাকছে সকল ধরণের ধর্মপল্লীর সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক জীবন ব্যবস্থা। প্রকল্পগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক। এককালীন অথবা কিস্তিতে প্লট বুকিং এর সুবিধা। আমাদের এই প্রকল্পটিতে সত্যি হতে পারে আপনার কল্পনার সবটুকু। আরো থাকছে স্ব-পরিবারে পরিদর্শনের সুবিধা। তাই প্রকল্পটি পরিদর্শন করে আপনার মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিন।

১. নির্ভেজাল, নিষ্কন্টক ও উঁচু জমি, ২. অচিরেই বাড়ী করার উপযোগী, ৩. কাছেই পূর্বাচল নতুন শহর, ৪. প্রকল্পের ভিতর থাকবে প্রশস্ত রাস্তা, ৫. পাশেই সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় এণ্ড কলেজ, ৬. ধর্মপল্লীর খেলার মাঠ, ৭. প্রকল্প উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন, আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগ ও স্বপ্নের ঠিকানা। তাই দেরি না করে আজই প্লট বুকিং/কিনে নাগরী ধর্মপল্লীর বাসিন্দা হওয়ার গৌরব অর্জন করুন।

### বরাদ্দকৃত এলাকা:

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০১:** সম্পত্তির তফসিল ঃ তিরিয়া-(উন্নয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | ঃ | গাজীপুর | ইউনিয়ন | ঃ | নাগরী | মৌজা | ঃ | তিরিয়া |
| থানা/উপজেলা | ঃ | কালীগঞ্জ | গ্রাম | ঃ | তিরিয়া | | | |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০২:** সম্পত্তির তফসিল : ধনুন

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | ঃ | গাজীপুর | ইউনিয়ন | ঃ | নাগরী | মৌজা | ঃ | ধনুন |
| থানা/উপজেলা | ঃ | কালীগঞ্জ | গ্রাম | ঃ | ধনুন | | | |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০৩:** সম্পত্তির তফসিল : ধনুন

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | ঃ | গাজীপুর | ইউনিয়ন | ঃ | নাগরী | মৌজা | ঃ | ধনুন |
| থানা/উপজেলা | ঃ | কালীগঞ্জ | গ্রাম | ঃ | ধনুন | | | |

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে নাগরী ধর্মপল্লীর আওতাভুক্ত গ্রামের সদস্যদের অগ্রাধীকার এবং যে কোন খ্রিস্টভক্ত ও প্রবাসী খ্রিস্টভক্ত শুধুমাত্র বাড়ী করার জন্য প্লট বুকিং/এককালীন মূল্য পরিশোধ করতে পারবে।

বিস্তারিত কাঠা প্রতি দর/দাম তথ্যের জন্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

**সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,**

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারি
এনসিসিসিইউএল।

**যোগাযোগের ঠিকানা**
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ডাকঘর: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
নাইট ভিনসেন্ট ভবন,
মোবাইল: ০১৭১৬৮৯৮৯২৯
ই-মেইল: nagari_cccul@yahoo.com

**অনুলিপি:** ১. চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি/ট্রেজারার ২. ঋণদান কমিটি/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি ৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ সকল বিভাগীয় প্রধান ৪. নোটিশ বোর্ড ৫. নাগরী ধর্মপল্লীর গির্জা ৬. অফিস কপি।

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

# নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 04/20)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২১/০৩/৪১২

তারিখ: ০৭/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর** ব্যবস্থাপনা পরিষদের ২৬তম বোর্ড সভা কর্তৃক অফিস চাহিদার ভিত্তিতে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক "নিম্ন লিখিত শূণ্য পদ সমূহে" দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ প্রদান করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

| ক্র: নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বয়স | লিঙ্গ | বেতন | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জুনিয়র অফিসার -লোন ইনভেষ্টিগেশন | ১ জন | কমপক্ষে স্নাতক | ২৫- ৪০ বছর | পুরুষ/ মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>➢ মাঠ কর্মে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। |
| ২ | জুনিয়র অফিসার- লোন রিয়েলাইজেশন | ১জন | কমপক্ষে স্নাতক | ২৫- ৪০ বছর | পুরুষ/ মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। মাঠ কর্মে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। |
| ৩ | অফিসার - এডমিন (চুক্তিভিত্তিক) | ১জন | কমপক্ষে স্নাতক | ৪৫-৬৫ বছর (বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য) | পুরুষ/ মহিলা | আলোচনা সাপেক্ষে চুক্তি ভিত্তিক আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ প্রার্থীকে অবশ্যই জেনারেল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কারপোরাল ব্যবস্থাপনা, অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা, মেইনটেন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কিচেন ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ও ক্রয় সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী ড্রাফট ও টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে দক্ষতা অত্যাবশ্যক।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। |
| ৪ | এসিসষ্ট্যান্ট অফিসার- ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট | ১জন | কমপক্ষে এইচ.এস.সি | ৩৫- ৫০ বছর | পুরুষ/ মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ তফসিল অফিস, রেজিষ্ট্রি অফিস, এসি ল্যান্ড অফিসের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>➢ ভূমি আইন সম্পর্কে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ ভূমি সংক্রান্ত ট্রেনিংধারী অগ্রাধীকার পাবে। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | জুনিয়র অফিসার-এডমিন (রিসেপশনিস্ট এবং প্রডাক্ট সেলিং) | ১জন | কমপক্ষে এইচ.এস.সি | ২০- ৩৫ বছর | মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>➢ প্রোডাক্ট ফরম বিক্রয়।<br>➢ শুদ্ধ বাচন ভঙ্গি, সুন্দর হাতের লেখা ও কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শী হতে হবে। |
| ৬ | অফিস পিয়ন | ১জন | কমপক্ষে এস.এস.সি. | ২০- ৩৫ বছর | পুরুষ | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ বাইসাইকেল/ মোটর সাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ মাঠ কর্মে আগ্রহী হতে হবে। |
| ৭ | সিকিউরিটি গার্ড | ১জন | কমপক্ষে ৮ষ্ঠ শ্রেণী | ২০-৪৫ বছর | পুরুষ | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ সাহসী, সুঠামদেহী ও উদ্যমী হতে হবে।<br>➢ আইনশৃঙ্খলা/ প্রতিরক্ষাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (এক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথীলযোগ্য)। |

**শর্ত ও নিয়মাবলীঃ-**

১. স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন পত্র সহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, চাকুরী অভিজ্ঞতার সনদ পত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গীন ছবি জমা দিতে হবে।
২. প্রার্থীকে অবশ্যই নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নিয়মিত সদস্য/সদস্যা হতে হবে।
৩. সমবায় আইন ও সমিতির বিধিমালা সর্ম্পকে পর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৪. ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে।
৫. সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৬. অপেক্ষমান কাল ০৬ (ছয়) মাস। নিয়মিত কর্মীদের চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সমিতির পে-স্কেল ও পলিসি অনুযায়ী বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্ত হবেন এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে ১২ মাসে ১৪ বেতন প্রাপ্ত হবেন ও ৩ বৎসর পর পর দক্ষতার ভিত্তিতে চুক্তি নবায়ন করার সুযোগ থাকবে এবং প্রতি বৎসর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে বেতন বৃদ্ধি করা হবে।
৭. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮. আবেদনপত্র যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৯. কর্মস্থল: নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
১০. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবল মাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।
১১. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোনো/ সকল আবেদন বাতিল/ গ্রহণ/ পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধির অধিকার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১২. প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত/প্রদত্ত কোন তথ্য বা কাগজপত্র অসত্য/ভূয়া প্রমাণিত হলে তার দরখাস্ত/নির্বাচন/নিয়োগ বাতিল কারাসহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৩. প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১৪. প্রার্থীদের এম.সি.কিউ, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
১৫. নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা আবেদকারীদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
১৬. **আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ৩১/০৩/২০২১খ্রীঃ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।**

শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

**আবেদন পত্র পাঠাবার ঠিকানা**

**বরাবর,**
**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**
**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**
**নাইট ভিনসেন্ট ভবন**
**ডাকঘরঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃগাজীপুর।**

Address: P.O.: Nagari-1463, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01714063492-99, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

বিজ্ঞ/৪০/২১

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।"

# শ্রদ্ধাঞ্জলি

**প্রয়াত জন ব্যাপ্টিষ্ট ডি'কস্তা (নায়েব)**
মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

**প্রয়াত আগ্নেস রড্রিক্স**
মৃত্যু : ১২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

**প্রয়াত ক্যাথরিন ডি'কস্তা (হাসি)**
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ মার্চ, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

**প্রয়াত ফিলোমিনা কস্তা**
জন্ম : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় শোকাহত স্মরণীয় দিনগুলি, যে দিনগুলিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছ। তোমাদের স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর যেন আমরাও তোমাদের পবিত্র জীবন ও আদর্শের অনুসারী হতে পারি।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায়–

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –

**এড্ওয়ার্ড ডি'কস্তা**

| | | |
|---|---|---|
| ছেলে-ছেলে বউ | : | হিউবার্ট-জ্যোৎস্না, রিচার্ড-চন্দনা, রেমন্ড |
| মেয়ে-মেয়ে-জামাই | : | লাভলী-বিপিন, লাইলী-রবার্ট, লীনা-লিটু, লীজা-আকাশ |
| নাতি-নাতনীরা | : | কিষাণ, কুন্তল, কৌশল, রিন্‌ভী, কলিন্স, কান্তা, ব্রেন্ডা, ব্রেডেন, গ্রেস, এঞ্জেল, মাধুর্য, মুগ্ধ, রোজলীন-সাগর, রিয়া-কলিন্স, এলভিস ও পূর্ণতা |
| পুতিন | : | অরলিন ও এ্যারন |

বিজ্ঞ/১৭/২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 09

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৯

Regd. No. DA-33
❖ 14 - 20 March, 2021, ২৯ ফাল্গুন - ৬ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!

## প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী সমসাময়িক বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, ক্রুশের পথের ছবি (ফাইবার) প্রতিবেশী প্রকাশনী সরবরাহ করে থাকে।
আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। – প্রতিবেশী প্রকাশনী

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org

বিশেষ সংখ্যা : কারিতাস রবিবার

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৯ ১৪ - ২০ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়
দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়

তপস্যাকাল : জীবন নবায়নের কাল

জয়তু বঙ্গবন্ধু

# উপবাস

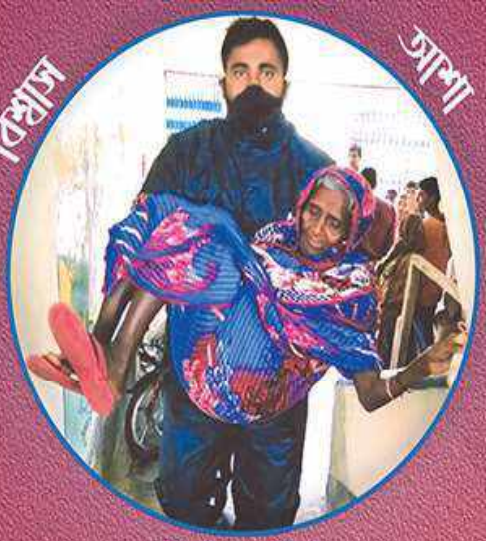


প্রার্থনা

দয়া দান

# ত্যাগ ও সেবা

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও অনন্য সুবিবেচক এক ব্যক্তিত্ব

# স্বর্গধামে যাত্রার প্রথম বছর

'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নেই
তুমি আছো ও থাকবে
আমাদের হৃদয় মন্দিরে।'

দেখতে-দেখতে একটি বছর কেটে গেল। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ১৫ মার্চ পরম করুণাময় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে পিতার গৃহে শান্তির রাজ্যে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছো। তোমার শূন্যতা ও ভালবাসা আমরা জীবন চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তোমার আদর্শ, কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব, ধৈর্যশীলতা, কর্মময় সৎ জীবন এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা আমাদের অনুপ্রানিত করে। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি ছিলে, আছো ও থাকবে। পিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের উপর সদা দৃষ্টি রেখো এবং চলার পথে আলো, শক্তি, সাহস ও আশীর্বাদ দান করো। পরম করুণাময় পিতা যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন ও শাশ্বত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন।

**প্রয়াত কাথবার্ট পিরিচ**
জন্ম : ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে -
অঞ্জলী মারীয়া পিরিচ
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : বিন্দু, বেবি, মিল্টন, আগষ্টিন
স্নেহের নাতনী ও নাতিরা : দিশা, দ্বীপ, অর্ঘ্য, প্রান্ত ও ইশান
৮০, পশ্চিম তেজতুরী বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/৬৬/২১

# প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

## ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

| | | | |
|---|---|---|---|
| শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ২৫,০০০ টাকা | বুক্ড |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ১৫,০০০ টাকা | বুক্ড |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) | = | ১৫,০০০ টাকা | বুক্ড |
| ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন | = | ১০,০০০ টাকা | |
| ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন | = | ৬,০০০ টাকা | |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন | = | ৩,০০০ টাকা | |
| ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো | = | ৭,০০০ টাকা | |
| ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো | = | ৪,০০০ টাকা | |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো | = | ২,৫০০ টাকা | |

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৯
১৪ - ২০ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৯ ফাল্গুন - ৬ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com
**Visit :** www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# দরিদ্রদের পাশে থাকা, দরিদ্রদের ভালবাসা

প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ও সহজলভ্যতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ যেমনি উসকে দিচ্ছে ঠিক তেমনি ভোগবাদও জোরদার হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় অনেক বস্তু আমাদের চারপাশে থাকায় অজান্তেই সেগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ভোগের বাসনাকে তীব্র করছি। ভোগ করতে-করতে বিলাসিতাটাকেও প্রয়োজন বানিয়ে ফেলছি। নিজেদের ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থেকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছি। সঙ্গতকারণেই ত্যাগ ও সেবা শব্দগুলো অনেকের কাছেই তেমন একটা আবেদন সৃষ্টি করে না। এমনি প্রতিকূল বাস্তবতায় ত্যাগ ও সেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলা চ্যালেঞ্জিং হলেও সাধুবাদ পাবার যোগ্য। ভোগ নয় ত্যাগ ও সেবার মধ্যদিয়েই সুখময়তা আসে জীবনে।

খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা তাদের উপাসনায় প্রায়শ্চিত্ত/ত্যাগস্বীকার বা তপস্যাকাল পালন করে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজে ঋদ্ধ হয়। তাই এই তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন করা হয়। কারিতাস শব্দটির অর্থ ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা সকল ধর্মেরই সার কথা। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট ভালবাসা ও সেবার উপরই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। যে ভালবাসা প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রকাশ করতে পারি দীন-দরিদ্র ও প্রান্তিকজনের পাশে থেকে ও তাদেরকে মূল্য দিয়ে। কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সর্বজনীন দয়াময় ভালবাসার কাজ চলমান ও গতিশীল রাখছে। ভালবাসা ও সেবার কাজে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মধ্যদিয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে ত্যাগ-সেবার মাহাত্ম ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং অনেককে এ মহান কাজে জড়িত করতে চাচ্ছে। এ বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় - 'বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়।' এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি আহ্বান।

দরিদ্রদের সেবা ও ভালবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা হলো আমাদে আমিত্ব, অহংবোধ ও স্বার্থপরতা। করোনাভাইরাসের ছোবল আমাদের আমিত্ব ও স্বার্থপরতাকে খান-খান করার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। পৃথিবী অনুভব করছে, একাকী যেমনি কেউ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি সুখীও হতে পারে না। নিজেদের আমিত্বের একটু হ্রাস টেনে অন্যকে মর্যাদা ও মূল্য দেই, কিছু সময়ের জন্য হলেও আরামী জীবন, বিলাসী খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, মন্দ চিন্তা-কথা বাদ দিতে সাহসী হই। প্রতিবেশিরা যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেও দারিদ্র জয় করতে পারছে না তাদের পাশে দাঁড়াই। করোনার এই দুর্যোগকালে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আরো বেশি বিশ্বাসী হই এবং মানুষের প্রতিও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পাক। বিশেষ করে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বেঁচে থাকার আশা জাগ্রত করার একটি নৈতিক দায়িত্ব আমাদের সকলেরই রয়েছে।

পরাধীন বাঙালিকে স্বাধীনতায় আশাবাদী করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ বাংলার স্বাধীনতার কবির জন্মদিন। বাংলার ইতিহাসে চিরঞ্জিব তিনি। স্বাধীনতা আনয়নে তাঁর সাহসিকতা, নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগ জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। তাঁর জন্মদিনের সবচেয়ে বড় উপহার হবে যখন এ বাংলা সত্যিকারভাবে সোনার বাংলা হয়ে উঠবে।

১৮ মার্চ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র মৃত্যুদিবস। সুদীর্ঘ ২৮ বছর বিশপীয় দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও সহৃদয়তার মধ্যদিয়ে পালন করে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর আর্চবিশপ। তার সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার ফলে বাংলাদেশ মণ্ডলী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর্চবিশপ মাইকেল বাংলাদেশ মণ্ডলীতে শুধুমাত্র একটি নাম নয়, তিনি এক জীবন্ত ইতিহাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও মানুষের সেবা করতে করতে নিজের জীবন-ই ত্যাগ করেছেন। আর আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র দৈনন্দিন জীবনে সেবা ও ভালবাসার অবিরাম চর্চা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদেরকে ত্যাগ ও সেবার পথে চলতে শিক্ষা দিচ্ছে। আমার যা কিছু আছে তা আমার একার নয় - এ কথা মনে রেখে যখন অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যাই তখন আর স্বার্থপর থাকতে পারি না। স্বার্থপরতা থেকে বেরিয়ে আসলেই আমরা দরিদ্রদের গভীরভাবে ভালবাসতে পারবো। কারিতাস রবিবার উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে সহায়তা দানের জন্য বাংলাদেশ কারিতাসের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইলো। †

ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। *(যোহন ৩:১৬)*

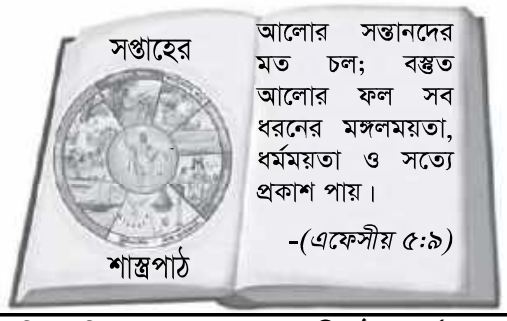


আলোর সন্তানদের মত চল; বস্তুত আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

*-(এফেসীয় ৫:৯)*

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
### ১৪ - ২০ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**১৪ মার্চ, রবিবার**
২ বংশাবলি ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩, সাম ১৩৭: ১-৬, এফেসীয় ২: ৪-১০, যোহন ৩: ১৪-২১, অথবা:
১ সামুয়েল ১৬: ১খ, ৬-৭, ১০-১৩ক, সাম ২২: ১-৩ক, ৩খ-৪, ৫-৬, এফেসীয় ৫: ৮-১৪, যোহন ৯: ১-৪১ (অথবা ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮)
কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহ করা হবে।

**১৫ মার্চ, সোমবার**
ইসাইয়া ৬৫: ১৭-২১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১০-১১ক, ১২খ, যোহন ৪: ৪৩-৫৪ অথবা: মিখা ৭: ৭-৯, সাম ২৬: ১, ৭-৮ক, ৮খ-৯কখগ, ১৩-১৪, যোহন ৯: ১-৪১

**১৬ মার্চ, মঙ্গলবার**
এজিকেল ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮ক, ৯ক, যোহন ৫: ১-১৬

**১৭ মার্চ, বুধবার**
ইসাইয়া ৪৯: ৮-১৫, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৩গঘ-১৪, ১৭-১৮, যোহন ৫: ১৭-৩০, অথবা:
সাধু প্যাট্রিক, বিশপ-এর স্মরণ দিবস (ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্ব)
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এজেকিয়েল ৩৪: ১১-১৬; অথবা ১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৩, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ১০: ১-৯

**১৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার**
যাত্রা ৩২: ৭-১৪, সাম ১০৬: ১৯-২৩, যোহন ৫: ৩১-৪৭
আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর মৃত্যুবার্ষিকী।

**১৯ মার্চ, শুক্রবার**
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ-এর মহাপর্ব
২ সামুয়েল ৭: ৪-৫ক, ১২-১৪ক, ১৬, সাম ৮৯: ১-৪, ২৬-২৭, রোমীয় ৪: ১৩, ১৬-১৮, ২২, মথি ১: ১৬, ১৮-২১, ২৪ক; অথবা লুক ২: ৪১-৫১ক

**২০ মার্চ, শনিবার**
জেরেমিয়া ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ২-৩, ৮খগ-১১, যোহন ৭: ৪০-৫৩

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**১৪ মার্চ, রবিবার**
+ ১৮৯৮ বিশপ পিয়ের ডুফাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. কানিসিয়াস মিনাহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সিস্টার অগাষ্টিন মারী হোয়াইট সিএসসি
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আস্কিংস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম. ডলোরেস আরএসডিএম (ঢাকা)

**১৫ মার্চ, সোমবার**
+ ২০০৪ ব্রাদার লিগরী ডেনিয়ার সিএসসি (ঢাকা)

**১৬ মার্চ, মঙ্গলবার**
+ ১৯৮৭ সিস্টার তেরেজা গাল্লেয়ানী পিমে
+ ১৯৯৬ সিস্টার তেরেজা গ্রেগোয়ার সিএসসি
+ ২০১৫ সিস্টার বেনেদেত্তা মন্ডল এসসি (রাজশাহী)
+ ২০২০ সিস্টার অত্তিলিয়া নাভা এসসি (খুলনা)

**১৭ মার্চ, বুধবার**
+ ১৮৭০ ফাদার লুইজি লিমানা পিমে
+ ১৮৭৯ ফাদার মোলতেনি আলেসান্দ্রো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ প্যাটেনৌউড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার নির্মল কস্তা (রাজশাহী)

**১৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯০৫ মাদার গ্রেট্রুড এসএসএমআই (ঢাকা)
+ ১৯১৫ সিস্টার এম. কার্থেজ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৩ সিস্টার মলি ইমেল্ডা গমেজ এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০২০ ফাদার সিরিল টপ্প (দিনাজপুর)

**১৯ মার্চ, শুক্রবার**
+ ১৯৮৩ ব্রাদার জোরার্ড টুর্কেটি সিএসসি

**২০ মার্চ, শনিবার**
+ ১৯৯৭ ফাদার আলফ্রেড জে. নেফ সিএসসি (ঢাকা)

# মধ্যবিত্ত সমাজ

একটি দেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিকভাবে বিভিন্ন ধরণের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক বিচারে সমাজে নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা চলমান থাকে, যখন সেখানে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অগ্রসরমান থাকে। এই আর্থিক সমৃদ্ধি একটি সমাজকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তবে আর্থিক ব্যবস্থায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

সমাজে ধনিক শ্রেণি তৈরি হলে, সেই সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আসবে- এমনটা নাও হতে পারে। বরং উল্টোটা লক্ষ্যণীয়। ধনিক শ্রেণির মধ্যে শোষক রূপ দেখা যায়। একটি স্থানে একজন বা কয়েকজন যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন তারা তখন একটি শ্রেণি চরিত্র তৈরি করেন। সমাজে বসবাসরত অন্যদের ওপর এই শ্রেণি তাদের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটান। অনেক সময় এই শ্রেণির কর্মকান্ডে কদর্যতার বহিপ্রকাশ দেখা যায়। ধনিক শ্রেণি কখনও চায় না তাদের মাতব্বরি চলে যাক। এদের শ্রেণি চরিত্র একই রকম।

আবার, নিম্নবিত্ত শ্রেণি সমাজে কম অবদান রাখতে সক্ষম হন। কেন? কারণ তাদের সেই অর্থবল নেই। এই অর্থবল না থাকার জন্য মুক্তবুদ্ধি চিন্তাশক্তির বিকাশ সেখানে ঘটে না। বর্তমান এই বাজার অর্থনীতিতে অর্থ এক বড় শক্তি। এই শক্তিকে উপেক্ষা করা কঠিন। নিম্নবিত্ত শ্রেণির এই অর্থশক্তি প্রায় থাকে না বললেই চলে। ফলে এই শ্রেণি থেকে আসা সন্তানরা গুণগত ও মান সম্পন্ন শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন। ফলে মুক্তচিন্তা বাধাগ্রস্ত হয়। অতি প্রতিভাবান কিছু সংখ্যক সন্তান এই প্রতিকুলতা ডিঙ্গিয়ে আসতে সমর্থ হন। এই প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন বটে তবে এদের প্রভাব প্রায়শই সমাজে কম অনুভূত হয়। অন্তত ব্যবহারিক জীবনে তেমনটাই লক্ষ্যণীয়।

তাহলে সমাজে পরিবর্তন আনবে কারা। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উত্তর-স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণি নিয়ে গঠিত মধ্যবিত্ত সমাজ। এরাই আনবে সমাজে মুক্তচিন্তা। প্রশ্ন করে বসবেন কেন মধ্যবিত্ত সমাজের জয়গান করছি। শ্রেণি চরিত্রে এরা শোষক নয়, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা গ্রহণ করে মননে মুক্তচিন্তার অধিকারি হন। ধনিক শ্রেণির আর্থিক বাহাদুরি থাকে, তাই তারা শহর মুখি জীব। পারলে প্রবাসী হন। নিম্নবিত্তের অনেক সময় আর্থিক এবং মননে ঘাটতি দেখা যায়। সে দিক দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর্থিক ও চিন্তা ভাবনা দুটোতেই স্বাধীন থাকেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে সমাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে গঠিত, সে সমাজ ততো শক্তিশালী। সেই সমাজ ততো বেশি কুসংস্কার মুক্ত। যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে এক সময় নানান ধরণের কুসংসস্কার ছিল, কেননা তখন সমাজে মুক্ত চিন্তার অধিকারি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়নি। আজকে হিন্দু সমাজে যতটুকু প্রগতিশীল চিন্তা লক্ষ্য করা যায় তাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান আছে। যদিও হিন্দু সমাজের সব বর্গের মানুষ এতে সমানভাবে শরিক হতে পারেননি। এটা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরিণ বড় দুর্বলতা।

বাংলাদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝেও প্রায় এই চিত্রই দেখা যায়। আমাদের দেশে বিভিন্ন উৎসব কেন্দ্রিক কেনাকাটার বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান আছে। এই শ্রেণির আর্থিক মূল্যকে অস্বীকার করা যাবে না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে গঠিত সমাজ ইউরোপে শক্তিশালী। বিধায় সেখানে মুক্ত চিন্তার পরিসর অনেক বড়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এই মধ্যবিত্ত সমাজ অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। মুক্ত চিন্তা সেখানে বহমান নদীর স্রোতধারার মতো। এই স্রোতধারা কবে আমাদের মতো দেশের ঘূণে ধরা সমাজকে ভাসিয়ে দিবে। সেই আশায় ইতি টানলাম।

- আলবেনুস সরেন

## অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২২ মার্চ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছে। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। - *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

# তপস্যাকাল ২০২১ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর বাণী

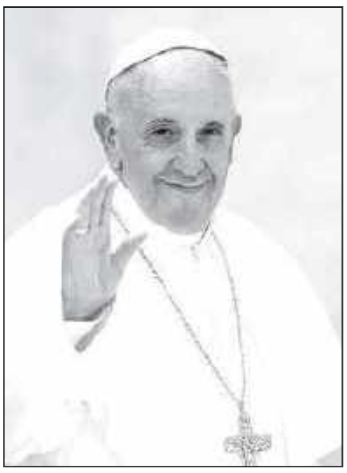

**সুপ্রিয় ভাই বোনেরা,**

যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে যখন তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলেছেন, তখনই তিনি তাঁর প্রেরণ-কর্মের গভীরতম অর্থ প্রকাশ করেছেন - পিতার ইচ্ছার বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে। এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান জানান জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রেরণ-কাজের অংশীদার হতে।

পুনরুত্থান-অভিমুখে আমাদের তপস্যার যাত্রায় আসুন আমরা তেমন একজনকে স্মরণ করি, যিনি "নিজেকে নম্র করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন" (ফিলিপ্পীয় ২:৮)। মন-পরিবর্তনের এই সময়ে আসুন আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করি, আশার "জীবন-বারি" থেকে জল আহরণ করি এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করি, যিনি আমাদেরকে খ্রিস্টের ভাই-বোন ক'রে তোলেন। নিস্তার জাগরণীতে আমরা আমাদের দীক্ষার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করব এবং পবিত্র আত্মার ক্রিয়াশীলতায় আমরা পুনর্জন্ম লাভে নতুন মানব ও মানবী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা করব। গোটা খ্রিস্টীয় জীবনের তীর্থযাত্রার মত এই তপস্যার তীর্থ যেন এখনই পুনরুত্থানের জ্যোতিতে আলোকোজ্জ্বল হয় - যা খ্রিস্টানুসারী হিসেবে চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সিদ্ধান্তসমূহকে অনুপ্রাণিত করে।

যিশু যেমন উপদেশ দিয়েছেন - উপবাস, প্রার্থনা এবং দানকর্ম *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:১-১৮)* আমাদের মন পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে, আবার এ সমস্ত আমাদের মন পরিবর্তনের চিহ্নও। দারিদ্র ও নিজেকে তুচ্ছ করার পথ (উপবাস), দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ এবং ভালবাসাময় যত্ন (দান-কর্ম) এবং পরম পিতার সাথে শিশু-সুলভ সংলাপ (প্রার্থনা) আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ করে তুলে।

**১) বিশ্বাস আমাদেরকে আহ্বান জানায় সত্যকে গ্রহণ করতে এবং ঈশ্বর ও আমাদের সকল ভাই-বোনের সামনে এই সত্যের সাক্ষ্য দিতে**

এই তপস্যাকালে খ্রিস্টে প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করা এবং সেই সত্যে জীবন-যাপন করার প্রথম অর্থই হলো ঈশ্বরের বাণীর প্রতি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করা, মণ্ডলী যে ঐশ বাণী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দিয়ে যাচ্ছেন। এই সত্য গুটি কয়েক বুদ্ধিমান মানুষের জন্য সংরক্ষিত কোন দুরূহ-অদৃশ্য ধারণা মাত্র নয়; বরং এটি তেমন এক বার্তা, যা আমাদের প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, অনুধাবন করতে পারে। স্তুতিবাদ জানাই অন্তরাত্মার সেই প্রজ্ঞাকে, যেটি ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে উন্মুক্ত - যে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার চেতনায় সর্বাপেক্ষা সীমাবদ্ধতাসহ তিনি আমাদের মানব সত্ত্বা গ্রহণ করে তিনি নিজেকে করে তুলেছেন সেই পথ, যেটি অনেক কিছু দাবী করে, অথচ সবার জন্য উন্মুক্ত; এই পথই সকলকেই জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

নিজেকে এক প্রকার অস্বীকার করার অভিজ্ঞতায় পালিত উপবাস তাদেরকে সাহায্য করে, যারা ঈশ্বরের উপহার পুনরায় আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অন্তরাত্মার সরলতা অনুশীলন করে। তারা বুঝতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট এই আমরা তাঁতেই আমাদের পূর্ণতা লাভ করি। যারা উপবাস করে, তারা দারিদ্রের অভিজ্ঞতাকে আলিঙ্গন করে নিস্বদের সাথে নিজেদেরকে নিস্ব করে তুলে এবং ভালবাসা পাওয়ার ও দেয়ার প্রাচুর্যকে পুঞ্জীভূত করে। এইভাবে উপবাস আমাদেরকে সাহায্য করে ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে। কেননা সাধু টমাস আকুইনাসের কথায়, ভালবাসা হচ্ছে একটি বহির্মুখী প্রণোদনা, যেটি আমাদের মনোযোগকে অন্যদের উপর নিবদ্ধ করে এবং তাদেরকে আমাদেরই একজন হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে *(দ্রষ্টব্য: Fratelli Tutti, ৯৩)*।

তপস্যাকাল হচ্ছে বিশ্বাসী হওয়ার সময়, ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে স্বাগত জানানোর সময় এবং তাঁকে আমাদের মধ্যে "তাঁর বসতি গড়তে" দেওয়ার সময় *(দ্রষ্টব্য: যোহন ১৪:২৩)*। ভোগবাদ অথবা সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে তথ্যের অতি প্রবাহের মত সব রকম বোঝায় নুইয়ে পড়া অবস্থা থেকে উপবাস আমাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এটি আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় সেই একজনের জন্য, যিনি আমাদের কাছে আসেন। তিনি সবকিছুতে দরিদ্র, তবু "ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ" *(যোহন ১:১৪)*: তিনি ঈশ্বরপুত্র আমাদের মুক্তিদাতা।

**২) আশা "জীবন-জল"-এর মত আমাদের তীর্থযাত্রা চলমান রাখতে সমর্থ করে তুলে**

যিশু যার কাছে একটু খাবার জল চেয়েছিলেন, কুয়ার ধারের সেই সামারীয় নারী যিশুর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি, যখন যিশু তাকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে "জীবন-জল" *(যোহন ৪:১০)* দিতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই নারীর ধারণায় ছিল যীশু জাগতিক জলের কথা বলে থাকবেন; কিন্তু তিনি তো বলছিলেন পবিত্র আত্মার কথা, যাঁকে তিনি অজস্র ধারায় প্রদান করবেন পরিত্রাণ রহস্যের মধ্য দিয়ে - তা তিনি করবেন একটি আশা প্রদানের মধ্য দিয়ে, যে আশা আমাদের কখনও নিরাশ করে না। ইতিপূর্বে যিশু এই আশার কথা বলেছিলেন তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি "তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবেন" *(মথি ২০:১৯)*। পরম পিতার অনুগ্রহের দ্বারা একটি উন্মুক্ত আগামীর কথা বলছিলেন যিশু। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর কারণে আশান্বিত হওয়ার মানেই এ কথা বিশ্বাস করা যে, আমাদের ভুলে, সহিংসতা এবং অন্যায্যতার কারণে, অথবা ভালবাসাকে ক্রুশবিদ্ধকারী পাপের কারণে ইতিহাসের ইতি ঘটে না। এর অর্থ দাঁড়ায় - তাঁর উন্মুক্ত হৃদয় থেকে পরম পিতার ক্ষমা লাভ করা।

সমস্যা-সংকুল এই সময়ে যখন সবকিছুকেই ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত মনে হয়, তখন আশার কথা বলা চ্যালেঞ্জপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু তপস্যাকাল

হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে আশার সময়, যখন আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকাই, যে ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সাথে আমাদের হাতে বিক্ষত তাঁর সৃষ্টির যত্ন নিয়ে যাচ্ছেন *(দ্রষ্টব্য: Laudato Si, ৩২-৩৩; ৪৩-৪৪)*। সাধু পল জোর দিয়ে আমাদের বলেন, আমরা যেন পুনর্মিলনে আমাদের আশা রাখি: "তোমরা পরমেশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" *(২য় করিন্থীয় ৫:২০)*। মন-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে নিহিত সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ক্ষমা পেয়ে বিনিময়ে আমরাও অন্যদের মাঝে এই ক্ষমার প্রসার ঘটাতে পারি। আমরা নিজেরা ক্ষমা পেয়ে অন্যদের সাথে একটি নিবিষ্ট সংলাপে প্রবেশ করার ইচ্ছায় ক্ষমা দান করতে পারি; আর যারা দুঃখ ও ব্যথার অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত, তাদের জীবনে স্বস্তি আনতে পারি। আমাদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরের ক্ষমার আহ্বান আসে। আর তখনই আমরা ভ্রাতৃত্বের পুনরুত্থান-উৎসবের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

তপস্যাকালে আমরা যেন আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে "স্বস্তি, শক্তি, সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণার কথা বলতে পারি, কিন্তু তুচ্ছকারী কথা, বেদনাদায়ী কথা, রাগের কথা বা অপমানজনক কথা যেন না বলি *(Fratelli Tutti, ২২৩)*। কখনও কখনও শুধুমাত্র একটু দয়ালু হয়েই অন্যদের মাঝে আশা সঞ্চার করা যায়। "সবকিছু এক দিকে রাখার ইচ্ছা মনে ধারণ ক'রে, অন্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে, একটি হাসি উপহার দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, উৎসাহ ব্যঞ্জক একটি কথা বলে, সর্বব্যাপী নির্লিপ্ততার মধ্যেও অন্যদের কথা শুনে আশার সঞ্চার করা যায়" *(ঐ, ২২৪)*।

নির্জনধ্যান ও মৌন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আশা দেয়া হয় অনুপ্রেরণা ও আত্মিক আলো হিসেবে। এই আলোই আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ আর পছন্দনীয় বিষয়ের উপর জ্যোতি ছড়ায়। এর জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা করা *(দ্রষ্টব্য: মথি ৬:৬)* আর কোমল ভালবাসাময় পরম পিতার সাথে সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ করা।

প্রত্যাশাকে তপস্যার সাধনায় অভিজ্ঞতা করার সাথে যে বিষয়টি জড়িত তা হচ্ছে, খ্রিস্টে আমরা নব যুগকে প্রত্যক্ষ করি, যে যুগে ঈশ্বর "সব কিছু নতুন ক'রে তোলেন" *(দ্রষ্টব্য: প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ২১:১-৬)*। এর মমার্থ হলো, খ্রিস্টের আশায় আশান্বিত হওয়া, যে খ্রিষ্ট ক্রুশের উপরে তাঁর জীবন দিয়েছেন, যাঁকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত করেছেন; আর সর্বদা "প্রস্তুত থাকা, যেন আমরা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করা আশার বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে যেন আমরা এর স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারি" *(১ম পিতর ৩:১৫)*।

৩) খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরন করে সবার জন্য আকুলতা ও মমতাময় ভালবাসা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস ও আশার সর্বোত্তম প্রকাশ।

ভালবাসা অন্যদেরকে বৃদ্ধি পেতে দেখে উল্লসিত হয়। সেই কারণেই অন্যদের জীবনে যন্ত্রণা, একাকিত্ব, অসুস্থ্যতা, বাস্তুচ্যুত অবস্থা, অবজ্ঞা ও অভাব দেখে এই ভালবাসা কষ্ট পায়। ভালবাসা হচ্ছে অন্তরের নাচন। এটি আমাদের ভেতরের আমি থেকে আমাদের বের ক'রে আনে আর সৃষ্টি করে সহভাগিতা ও মিলনের বন্ধন।

"ভালবাসার সভ্যতার অভিমুখে অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করে তোলে সামাজিক ভালবাসা। এতে আমরা সবাই যে আহুত, তা অনুভব করতে পারি। বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এর প্রণোদনার জন্য ভালবাসা একটি নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম। কেবল আবেগ নয়, এটি হচ্ছে সবার জন্য উন্নয়নের একটি কার্যকর পথ আবিষ্কারের উপায়" *(Fratelli Tutti, ১৮৩)*।

ভালবাসা হচ্ছে একটি উপহার, যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। এটি অভাবীজনদেরকে আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে, বন্ধুজন, ভাই বা বোন হিসেবে দেখতে সমর্থ করে তোলে। ক্ষুদ্র একটি দান যদি ভালবাসার সাথে দেওয়া হয়, তবে তা কখনও শেষ হয়ে যায় না; বরং এটি জীবন ও সুখের উৎস হয়ে উঠে। এমনটিই ঘটেছিল সেরেফ্তা শহরের বিধবার খাদ্যের জালা ও তেলের পাত্রকে কেন্দ্র করে, যে বিধবা প্রবক্তা এলিয়কে তেল দিয়ে তৈরী রুটি খেতে দিয়েছিলেন *(দ্রষ্টব্য: ১ম রাজাবলী ১৭: ৭-১৬)*। একই রকম ব্যাপার ঘটেছিল যখন যিশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে, তা ভেঙ্গে শিষ্যদের হাতে দিয়েছিলেন, জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য *(দ্রষ্টব্য: মার্ক ৬:৩০-৪৪)*। যখন আমরা আনন্দ ও সরলতার সাথে দান করলে আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটে- তা সে সামান্যই হোক অথবা প্রচুর পরিমাণেই হোক।

ভালবাসার সাথে তপস্যাকালের অভিজ্ঞতা করা মানেই হচ্ছে তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া, যারা কোভিড-১৯ এর কারণে কষ্ট পাচ্ছে বা নিজেদেরকে পরিত্যক্ত ভাবছে এবং যারা ভয়ের মাঝে আছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর অনিশ্চতার এই দিনগুলিতে আসুন আমরা ভৃত্যের উদ্দেশে প্রভুর এই কথা মনে রাখি : "ভয় পেও না, আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি" *(ইসাইয়া ৪৩:১)*। আমাদের দয়ায় কাজে আমরা পুনর্নিশ্চয়তার কথা বলতে পারি এবং অন্যদেরকে অনুভব করতে সাহায্য করতে পারি যে, ঈশ্বর তাদেরকে পুত্র ও কন্যা হিসেবে ভালবাসেন।

দানশীলতার দ্বারা পরিবর্তিত সুস্থির দৃষ্টিই কেবল অন্যদের মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে মানুষকে সমর্থ করে তোলে। এর ফলশ্রুতিতে দরিদ্ররা পায় মর্যাদা, তাদের মর্যাদাকে করা হয় সম্মান, তাদের পরিচয় ও কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করা হয়। এভাবেই তাদেরকে সমাজের অঙ্গীভূত করা হয় *(Fraterlli Tutti, ১৮৭)*।

**সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা**, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে বিশ্বাস করার, ভালবাসার ও আশায় থাকার সময়। মন পরিবর্তন, প্রার্থনা এবং আমাদের সম্পদ সহভাগিতার এই তপস্যাকালীন যাত্রার ডাক সমাজ ও ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে সহায়তা করে বিশ্বাসকে পুর্নজীবিত করতে, যে বিশ্বাস আসে জীবন্ত খ্রিস্ট থেকে, আসে পবিত্র আত্মার প্রাণবায়ুতে অনুপ্রাণিত আশা থেকে, আর আসে পরম পিতার প্রেমময় হৃদয়ের নিসরিত ভালবাসা থেকে।

মারীয়া, মুক্তিদাতার জননী- যিনি ক্রুশের নীচে এবং মণ্ডলীর অন্তরাত্মায় চির বিশ্বস্ত, তিনি তাঁর ভালবাসাময় উপস্থিতি দ্বারা তোমাদের রক্ষা করুন। পুনরুত্থানের আলোর অভিমুখে আমাদের যাত্রায় পুনরুত্থিত প্রভুর আশীর্বাদ আমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

রোম, সাধু যোহন লাতেরান, ১১ নভেম্বর ২০২০, তুর্‌স এর সাধু মার্টিনের স্মরণ দিবস

**পোপ ফ্রান্সিস**

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ

# কারিতাস প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

**সকলের প্রতি অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা!**

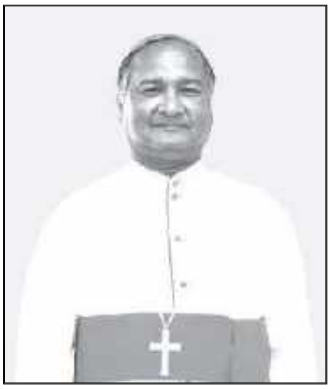

প্রতি বছর পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী, জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২১ বর্ষের মূল বিষয় এবং আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের শিক্ষাবিষয় নির্ধারণ করা হয়। পোপ মহোদয় তাঁর এ বছরের উপবাসকালীন মূলসুর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন "A Time for Renewing Faith, Hope and Love" জাতিসংঘের ঘোষিত মূলসুর "Creative Economy for Sustainable Development"। পোপ মহোদয়ের দেয়া মূলসুর, জাতিসংঘের ঘোষিত মূলসুর এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর হিসেবে বেছে নিয়েছে - **"বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়।**

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত, ভয়ের ও উৎকণ্ঠার কারণ হলো কোভিড-১৯ মহামারী। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে মানব জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়, বিশ্ব অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে মন্দা। বাংলাদেশেও এর ঢেউ লেগেছে প্রচণ্ডভাবে। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে মানুষের জীবিকা ও দেশের অর্থনীতি। সারা বিশ্বে এবং দেশে করোনার প্রভাবে লক্ষ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে, কিংবা আয় কমেছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষগুলো অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করছে। অন্যভাবে যদি দেখি তা হলে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাসহীনতা, সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করা এবং দরিদ্র মানুষদের কথা চিন্তা না করে ভোগ বিলাসের জীবন বেছে নেয়ার ফলে প্রকৃতি আজ ক্রন্দনরত, ভূ-উষ্ণায়ন বিপদ সীমার দ্বারপ্রান্তে, নিরাপদ পানির অপ্রাপ্যতা, বরফ গলছে, সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাইক্লোন ও টর্নেডোর সংখ্যা এবং তীব্রতা বাড়ছে এবং নতুন নতুন রোগ বালাই সৃষ্টি হচ্ছে।

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট অন্য কোন প্রাণী এ পৃথিবীর জন্য দুঃখ বয়ে আনছে না। দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনছে শুধু মানুষ। মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদ পৃথিবীর জীব ও জড়জগৎকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এরপরেও যদি মানুষের চেতনাবোধ ফিরে না আসে, তাহলে পৃথিবীর জীবকূলকে চরম বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারি, তার সৃষ্টির যত্নের মাধ্যমে। মহান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস, তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসা, পিছিয়ে পড়া মানুষকে সেবা করা শুধু যেন একটি শ্লোগান নয়, এটা আমাদের বিশ্বাসের বিষয়। আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আহূত হয়েছি যেন আমরা পৃথিবীকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে এর রক্ষা করি। বর্তমান বিশ্ব যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে তার উত্তরণের জন্য আমরা বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে পারি না। সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার আদেশ অমান্য করে, মানুষকে ঠকিয়ে, পাপাচার করে, শোষণ-নির্যাতন করে, দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত করে এবং ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থেকে আমরা সৃষ্টির এমন করুণ ও অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছি।

কোভিড-১৯ মহামারী এবং ধরিত্রীর অযত্নের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের মূলসুরটি অত্যন্ত অর্থবহ। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন যেন তাঁর সৃষ্টিকে গভীর ভালবাসায়, মমতায় যত্ন নিয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাশিত পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি। দয়া, মমতা ও ভালবাসা দিয়ে দরিদ্র, দুঃস্থ, নিপীড়িত, বেদনাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। আমরা সকল ভাই-বোন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আশা রেখে এবং তাঁর আদেশ মত ভালবাসাময় একটি সমাজ গঠন করে, শান্তিতে ও আনন্দে বসবাস করতে পারি।

প্রায়শ্চিত্তকাল বা উপবাসকাল হল আত্মশুদ্ধির, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ও দয়ার কাজ চর্চার সময়। পাশাপাশি, আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নবায়ন করার মধ্যদিয়ে নতুন মানুষ হয়ে ওঠারও সময় । এ সময়ে কারিতাস কর্মীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানাই- আসুন ঈশ্বরের উপর আমরা গভীর বিশ্বাস স্থাপন করি, প্রকৃতি এবং মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসি এবং সকল ভাই-বোন মিলে একটি নতুন আশাজাগানিয়া সমাজ গঠনে কাজ করি।

**ধন্যবাদান্তে,**

**বিশপ জের্ভাস রোজারিও**
*বিশপ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ*
*প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ*

# নির্বাহী পরিচালকের দু'টি কথা

২০২১ খ্রিস্টাব্দ সারা পৃথিবীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। বিধাতায় অগাধ বিশ্বাস রেখে, সৃষ্টি ও মানব সমাজের যত্ন ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে কোভিড -১৯ মহামারী থেকে মুক্তির এক বিরাট আশার বৎসর হলো ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

কারিতাসের অতীত প্রথানুযায়ী এবারও জাতিসংঘের মুলসুর ও পূণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বাণীকে কেন্দ্র করে কারিতাস বাংলাদেশের ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২১ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে -"বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়"। করোনাভাইরাসের কারণে আজ সারা বিশ্ব এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। ভয়ংকর এ ভাইরাসকে মানুষ ইতোপূর্বে কখনও অভিজ্ঞতা করেনি। বিশ্বব্যাপি করোনা মহামারীর ভয়াবহ ফলাফলের মাধ্যমে আমরা কি ইঙ্গিত পাই, তা উপলব্ধি করার এখনই সময়। অসুস্থতা, কষ্ট, ভয়, নিঃসঙ্গতা, কর্মহীনতা, বেকারত্ব কিংবা স্বল্প আয়, অনাহার - এ সকলই আমাদের প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বাধ্যতামূলক সামাজিক দূরত্ব পালন এবং নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকায় আমরা আবিষ্কার করি যে, সামাজিক সম্পর্ক ও সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখা আমাদের জীবনে কত প্রয়োজন। কোভিড মহামারীর অভিজ্ঞতা অন্য ভাই-বোনদের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতি আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। সকল সৃষ্টিকে যত্ন করতে আমাদের আরো অনুপ্রাণিত করে তুলে। দরিদ্রের সেবা ও ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে ভালবাসা ঈশ্বরের নিকট হতে আমাদের প্রতি একটি আমন্ত্রণ, যা আমাদেরকে সহভাগিতা, সেবাকাজ ও প্রার্থনা করার একটা সুযোগ এনে দেয় এবং আমাদের মাঝে এক নতুন উপলব্ধি জাগিয়ে তুলে। ভোগবাদী সমাজের সর্বগ্রাসী লোভের নেশায় মত্ত মানুষ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি অস্বীকার করে, অন্যদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে ভোগের নেশায় ছুটে চলছে। স্বার্থপরের মতো আমরা প্রতিনিয়ত শুধু পেতেই চাই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থে অন্ধ হয়ে অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জাতিতে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস আর দেরী নয়। এ অবস্থার প্রতিরোধ ও প্রতিকার দরকার। এজন্য আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে।

মানুষের নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান ভোগের আশায় কোন ক্রমেই যেন ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষতির কারণ না হই। কোন ক্রমেই যেন প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট না করি। উন্নয়ন হওয়া উচিত সৃজনশীল, টেকসই যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়বে না। তাই অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন একান্ত কাম্য অর্থাৎ সবাইকে একসাথে নিয়ে ও প্রকৃতির ক্ষতি না করে সামনের দিকে চলতে হবে।

কারিতাস ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের মূলসুর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও জীবনদায়ক। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও তাঁর আদেশ মান্য করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। পাশপাশি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আরো অনেক দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত। আমাদেরকে শুধু আমার কথা চিন্তা করলে হবে না, চিন্তা করতে হবে অন্যদেরও বিষয়। মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা, যত্ন, মমতা প্রদর্শন হলো আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

কারিতাস বাংলাদেশের কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় (২০১৯-২০২৪) ছয়টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে কারিতাস বাংলাদেশ ৮৯ টি (৩টি ট্রাস্টসহ) বহুমুখী এবং বিভিন্নমুখী প্রকল্প পরিচালনা করছে, যেখানে বিগত এক বছরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ২,৭১৪ মিলিয়ন টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০৫৪,৩৭৫ জন। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিতাস কাজ করছে। কারিতাস বাংলাদেশ তার চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারণ কারিগরী প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃস্বাস্থ্যসেবা, জীবনমুখী প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা এবং চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন, নেশাগ্রস্ত ও যৌন কর্মীর উন্নয়ন, মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়ন, ইত্যাদি কাজে অবদান রেখে চলেছে। কারিতাস বাংলাদেশ দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে।

তাছাড়া, কারিতাস করোনাকালীন সময়ে দরিদ্র, কর্মহীন ও অসহায় ভাই-বোনদের পাশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের কল্যাণে কাজ করেছে। সারা বাংলাদেশে কারিতাস ৮৫,২০৯ পরিবারকে ২৮,৯৫,৪১,৯৩৩ টাকা ব্যয়ে নগদ অর্থ ও দ্রব্য সহায়তা দিয়েছে এবং তাদের জন্য সচেতনাতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মায়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত ভাই-বোনদেরও পাশে থেকে প্রায় ২০০ জন সহকর্মীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সেবা দিয়ে যাচ্ছে কারিতাস বাংলাদেশ।

কারিতাসের প্রকল্পের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হচ্ছে (১) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা এবং (২) সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

সৃষ্টিকর্তা ভালবেসে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিশ্বের যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করে আমাদেরকে সেগুলোর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। সবর্ত্রই তিনি বিরাজমান। যারা বিশ্বকর্তার প্রতি বিশ্বাস রেখে অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভালবাসাময় সেবা দেয়, তারাই প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক ও সাধক। সৃষ্ট জীব ও জড়ের প্রতি যত্নবান হলে এবং তাদের ভালবাসলে, তবেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা হয়। আর এভাবেই আমরা স্রষ্টার পৃথিবীকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারব এবং মিলন-সমাজ গঠন করে, সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারব।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২১ সময়কালে আমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকার করি যে, আমার দ্বারা প্রকৃতির কোন ক্ষতি হবে না, স্রষ্টার সৃষ্ট পৃথিবীতে কোন ভাই-বোনকে অবহেলা করবো না এবং অপরের মঙ্গলার্থে আমি সর্বদা প্রেমপূর্ণ সেবা দিয়ে যাব, যাতে একটি সুখী ও ন্যায্য সমাজ ও সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ায় আমরা ভূমিকা রাখতে পারি। যারা ত্যাগ ও সেবা অভিযান বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা, সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, তাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

**ধন্যবাদান্তে -**

**রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও**

*নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ*

# “বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায় ”

**ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ**

খ্রিস্টানদের উপবাসকাল বা রোজা উপলক্ষে কাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু, বিশ্ব-মানবের বিবেক এবং সৃষ্টির যত্ন ও সৃষ্টি রক্ষার আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বাণীতে বলেন, “যারা ঈশ্বরের উপহার পুনরায় আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অন্তরাত্মার সরলতা অনুশীলন করে ... তারা বুঝতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট এই আমরা তাঁতেই আমাদের পূর্ণতা লাভ করি। যারা উপবাস করে, তারা দারিদ্রের অভিজ্ঞতাকে আলিঙ্গন করে নিঃস্বদের সাথে নিজেদেরকে নিঃস্ব করে তোলে এবং ভালবাসা পাওয়ার ও দেয়ার প্রাচুর্যকে পুঞ্জীভূত করে। এইভাবে উপবাস আমাদেরকে সাহায্য করে ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে”। মূলসুরের ভূমিকা হিসেবে এবং উদ্দিষ্ট প্রবন্ধের ‘প্রাণ’ হিসেবে এর চেয়ে যুৎসই উদ্ধৃতি আর কি হতে পারে?

পবিত্র বাইবেল বলে, “আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ অন্তরে না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই” *(১ম করিন্থীয় ১৩:২)*। এই পবিত্র তপস্যাকালে ধর্ম-বিশ্বাস সহকারে জীবন পরিশুদ্ধির অভিযানে এবং ঈশ্বরের সাথে আরও গভীর মিলনের প্রত্যাশাপূর্ণ অভিযাত্রায় ভালবাসা অপরিহার্য এবং আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। আর ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি ধর্মের দাবী- এই ভালবাসা যেন হয় স্বকর্ম এবং সুকর্ম ভালবাসা। ঈশ্বরের প্রতি একজন ভক্তের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে পারে। তিনি দয়া করবেন, ক্ষমা করবেন, ত্রাণ করবেন বলে সেই ভক্ত আশায় বুক বেঁধে রাখতে পারে; কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তের আনুগত্য থাকতে হবে। আর এই আনুগত্য মানেই হলো তাঁর নির্দেশ পালন করা। তাঁর, অর্থাৎ পরম প্রভুর নির্দেশাবলীর সারাংশ হলো: “ভালবাস” - ভালবাস মানুষকে, ভালবাস জীবন ও জীবনের সৌন্দর্য-সুর-ছন্দকে, ভালবাস গোটা সৃষ্টিকে। ভালবাসার এই কর্মটি সাধিত হয় শুধু কথায় নয়, বরং কর্মে, মননে, ইচ্ছায় আর অন্যের জন্য প্রার্থনায়।

‘নতুন দিনের আশায়’ আমরা যদি সত্যিই থাকি, তাহলে পুরনো জীবন - অর্থাৎ অতীত দিনগুলির জমে থাকা কালিমা আর আজকের দিনের - অর্থাৎ বর্তমানকালের অসংগত চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাগুলোকে অবশ্য, এবং অবশ্যই সাফ-সুতোর করতে হবে আমাদের। কারণ শরীরে ময়লা-দুর্গন্ধ নিয়ে গায়ে নতুন জামা চাপালে মনে প্রশান্তি তো মিলবেই না, উপরন্তু অল্প সময়েই নতুন জামাটি ‘সুঘ্রাণের গর্ব’ হারিয়ে ফেলবে। যিশুর কথায়: “যে কেউ আমার এই সব কথা শুনেও তা মেনে চলে না, সে কিন্তু তেমন এক নির্বোধ লোকেরই মতো, যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে বালির ওপর; হঠাৎ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো হাওয়া বইল এবং সজোরে বাড়িটার গায়ে ঝাপটা মারতে লাগল; আর বাড়িটাও ভেঙে পড়ল। উঃ, কি সাংঘাতিক সেই ভেঙে পড়া” *(মথি ৭:২৬-২৭)*।

বিশ্বের ও আমাদের দেশের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি কিন্তু সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস অথবা ধর্মবিশ্বাসের সাথে পারস্পরিক ভালবাসা ও সেবার একটা সম্পর্কের কথা বলে। প্রত্যাশাপূর্ণ সুখী আগামীর সাথে ভালবাসাপূর্ণ আজকের একটি অবিভাজ্য সম্পর্ক আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঐশ নির্দেশনা এই দু'টি বিষয়কে অর্থবহ এবং সম্ভব ক'রে তোলে ভালবাসা।

খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ মনে-প্রাণে মানেন যে, বিশ্বাসের জীবনের অর্থ হচ্ছে যীশুর জীবনের শিক্ষাদর্শ ও সেবার দৃষ্টান্ত নিজেদের জীবনে মেনে চলা। তাঁরা ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহকে নিজেদের জীবনে অনুসন্ধান ও অনুভব করেন। তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বুঝতে এবং সেই মতো বাধ্য হয়ে চলতে চেষ্টা করেন, অন্ততঃ তেমন ক'রে চলতে তাঁরা আহুত। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের উৎস হচ্ছেন ঈশ্বর। তাঁকে আরও বেশী ক'রে জানা, তাঁর জীবনে বৃদ্ধি পাওয়াই খ্রিস্টীয় জীবনের সাধনা। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রের ১১ অধ্যায়ে ১ পদে বিশ্বাসের একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে: “ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যা-কিছু পাবার আশা রাখি, ঈশ্বর-বিশ্বাস হল সেই সব-কিছুর এক ধরনের অগ্রিম প্রাপ্তি; বাস্তব যা-কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না, ঈশ্বর-বিশ্বাস হ'ল তার সম্বন্ধে এক ধরনের প্রামাণিক জ্ঞান”। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত তিনটি ঐশগুণের অন্যতম হচ্ছে আশা; অন্য দু'টি হচ্ছে বিশ্বাস ও প্রেম বা ভালবাসা। আশা মানে হচ্ছে ভবিষ্যতে ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার জন্য একটি দৃঢ় ও সুনিশ্চিত প্রত্যাশা *(দ্রষ্টব্যঃ তীত ১:২)*। সাধু পল বলেন: “আমরা যা দেখতে পাই না, তার আশা যখন করি, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকি” *(রোমীয় ৮:২৫)*।

ঐশ জীবন ও নির্দেশ খ্রিস্ট বিশ্বাসীদেরকে ভালবাসাময় দয়ার কাজ বা দয়াময়

ভালবাসার কাজে উদ্বুদ্ধ করে। সাধু যাকোবের ধর্মপত্রে উল্লেখ আছে: "সৎ কর্ম বিহীন বিশ্বাস মৃত" *(যাকোব ২:২৬)*। খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ জানেন ও মানেন যে, সক্রিয় ও দরদী ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডেই তাঁদের বিচার হবে *(দ্রষ্টব্যঃ মথি ২৫:৩৫-৪০)*। এখানে ঈশ্বর যেন ব্যক্তিরূপে নিজেই বলেন, "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে ..."।

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসার কথা বলা হয়েছে। ইসলামে বিশ্বাসী মোমেন-মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনে এই বিশ্বাসের প্রকাশ সুস্পষ্ট। নবী করিম তাঁর বাণীতে বিশ্বাসের ধ্রুব সত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমান হচ্ছে আল্লাহ্তে ও তাঁর বার্তাবাহক ফেরেশতায় বিশ্বাস, তাঁর কাছ থেকে আসা গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস, তাঁর প্রেরিতপুরুষদেরকে বিশ্বাস এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আল্লাহ্র দ্বারা নির্দেশিত শুভ-অশুভতে বিশ্বাস। কোরান শরীফের শিক্ষা অনুসারে মুসলিমগণ এ কথা বিশ্বাস ও পালন করেন যে, আল্লাহ্কে স্মরণ ক'রে ক'রেই বান্দা ইমানে আরও দৃঢ় হয়ে উঠে। প্রকৃত মোমিন-মুসলমানের কাছে এই জগতে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে মহত্তর আর কিছু থাকতে পারে না। আশা বা প্রত্যাশা সম্পর্কে কোরান শরীফে লেখা আছে: "আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি কখনো আশা হারিয়ে যেতে দিও না" *(সুরা ১২, আয়াত ৮৭)*।]

যাকাত অর্থাৎ দান ইসলামে অবশ্য পালনীয় বিধান; এটি ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এটিকে পাপ-কালিমা থেকে ধৌত হওয়ার একটি উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। সুরা ৯, আয়াত ৬০-এ যে আটটি ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ বা সম্পদ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে দরিদ্রদের প্রতি দানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই কালিমা-মুক্তির বা পাপ-মুক্তির প্রত্যাশা করে; আর সেই প্রত্যাশা পূরণের উপায় হলো যাকাত বা দান। প্রতিবেশী প্রেম ছাড়া তো যাকাত হ'তে পারে না; হ'লেও তা অর্থপূর্ণ হ'তে পারে না।

সনাতন ধর্মে বেশীরভাগ প্রার্থনাই যে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তা হচ্ছে "ওম্"। এটি হচ্ছে একটি সংস্কৃত শব্দ, যেটি অদ্ভুত সুন্দরভাবে নিজের বাহিরে গিয়ে মহত্তর সত্তার সাথে শান্তির বন্ধনকে প্রতিধ্বনিত করে। মনে করা হয় যে "ওম্" উচ্চারণের ফলে একটি গভীর শুভ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যার ফলে ভক্তের দেহ-মনে ও পরিপার্শ্বে প্রশান্তি, স্থিরতা, সুস্থ্যতা ও শক্তি আনয়ন করে। মূলতঃ ভক্তের নিজের ও অন্যদের জীবনে এই শুভময়তা, কল্যাণ, শান্তি এবং পরিপার্শ্বের প্রশান্ত ভাবই তো কাম্য ও প্রত্যাশিত। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের বাণীতে তো সেই সর্ব কল্যাণ আর সর্ব মঙ্গলময়তার কথাই বলা হয়েছে।

সনাতন ধর্মে দয়ার কাজ বা "দান"কে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সাথে ভিক্ষাদান, উপহার প্রদান ও সহভাগিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সনাতন ধর্মমতে "প্রেম" হচ্ছে সবার প্রতি অফুরন্ত দরদী ভালবাসাময় এক দয়া। এর মধ্যদিয়ে দয়া প্রদর্শনকারীর জীবন শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি ঘটে। এটি "মোক্ষ" লাভের পথে একটি বিশেষ উপায়। তাই দেখা যাচ্ছে, ধর্ম চর্চায় ও শুদ্ধি লাভের উপায় হিসেবে ভালবাসাময় দান-কর্মকে কতটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গভীর আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-যাপন ও জীবন-চর্চার উপর জোর দেয়া হয়েছে। বুদ্ধের মত সাধনায় লব্ধ পরম আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির মধ্যদিয়ে জীবন-স্বার্থক করার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম চর্চায় বিশ্বাসের প্রকাশে ত্রিরত্ন-এর উপর আলোকপাত করা হতো: প্রথমত, গৌতম বুদ্ধ, দ্বিতীয়ত, তাঁর শিক্ষা ("ধর্ম") এবং তৃতীয়ত, অনুসারীদের মধ্যে মিলন বা মঠাশ্রয়ী সংঘ।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কর্মকে আবশ্যকীয় বলা হয়েছে, যার অপর নাম "দান"। এর মর্মার্থ হচ্ছে: দিয়ে দেওয়া, সহভাগিতা করা, কোন কিছু ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা না ক'রে আত্মদান। এ ছাড়াও একজন ভক্ত সময় দান করতে পারেন, করতে পারেন কায়িক শ্রমদান। সুতরাং এখানেও স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, ধর্মবিশ্বাসের সাথে ভালবাসাময় সৎকর্ম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকালের এই পবিত্র সময়ে আমাদেরকে বিশ্বাস-নবায়নের আহ্বান জানান। আমরা নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাসকে অবশ্যই নবায়ন ক'রে এই বিশ্বাসকে মজবুত করতে পারি। অন্য কথায়, আমাদের সৃষ্টিকর্তা বিধাতা-প্রভুর সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও খাঁটি ও মজবুত ক'রে তুলতে পারি। তখন আমরা "উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করতে পারি ... আমরা নতুন মানব ও নতুন মানবী হয়ে উঠার অভিজ্ঞতা" লাভ করতে পারি। এতেই জগতের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি আর মানবের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত এবং ভালবাসাময় হয়ে উঠবে। আমাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আমাদের আহ্বান জানায় আরও বেশি করে সত্যানুসন্ধানী হতে, সত্যানুসারী হতে। এটি আমাদের সারা জীবনের সাধনা হওয়া উচিৎ। "দারিদ্রের পথ ও নিজেকে তুচ্ছ করার পথ (উপবাস), দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ এবং ভালবাসাময় যত্ন (দান-কর্ম) এবং পরম পিতার সাথে শিশু-সুলভ সংলাপ (প্রার্থনা) আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ করে তোলে"। 'আমি, তুমি আর তিনি (ঈশ্বর)'- এটাই হ'তে হবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী প্রকৃত মানবের পরিচয় ও ভূমিকা। এবারের তপস্যাকালের তীর্থ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সফল ও কল্যাণময় হয়ে উঠুক। ঈশ্বর সর্ব মানবকে আশীর্বাদযুক্ত করুন॥ ❑

# ত্যাগ ও সেবা কী ও কেন

**চয়ন এইচ রিবেরু**

বর্তমান শতাব্দীর আতঙ্কের নাম হলো করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯। এখনো প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তি, সৈন্য, ধন-সম্পদ সবাই আত্মসমর্পন করছে এ করোনা নামক অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে। এ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন সবাই একত্রিত হচ্ছে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে। মানুষ যখনই সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে বা দূরে রেখে নিজ নিজ শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান- বিজ্ঞানকে বড় করে দেখেছে, তখনই সৃষ্টিকর্তা কোন না কোনভাবে মানুষকে সচেতন করে তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছেন এবং মানুষ স্রষ্টামুখী হচ্ছে। কোভিড-১৯ কখন নির্মূল হবে তা আমরা কেউ এখনো বলতে পারি না, তবে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যারা বিশ্বাসী তারা যেন আরো বেশি বেশী বিশ্বাস অনুশীলন করি এবং পিছিয়ে পড়া, দরিদ্রদের অন্তর দিয়ে আপন করে, ভালবেসে তাদের কল্যাণে কাজ করে এক নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে অগ্রনী ভূমিকা রাখি। পোপ ফ্রান্সিস কোভিড-১৯ মহামারীকালে সর্বজনীন পত্রে সকল ভাই-বোনকে আহ্বান করেছেন, এখন সত্যিই সময় এসেছে একক মানব পরিবারের স্বপ্ন দেখার যেখানে আমরা সকলেই ভাই-বোন।

আমরা যদি সৃষ্টির ইতিহাস দেখি, তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের আদি পিতা-মাতা হলেন আদম ও হবা। আমরা সবাই তাদের বংশধর। এর ধারাবাহিকতায় আমরা সারা বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-বোন। সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবী ভরে তোলো এবং পৃথিবীকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন" *(আদিপুস্তক ১:২৮)*। মানুষ সৃষ্টির পর থেকে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ও সময়ের আবর্তে ও বিবর্তনের ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু একই আদি পিতা-মাতার উত্তরসূরী হিসাবে বিশ্বমানব একে অপরের ভাই-বোন। মানুষ হিসাবে আরেক মানুষের সুখে-দুঃখে সম-অংশীদার হওয়া এবং তার প্রতি সাধ্যানুসারে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি ধর্মেই বলা আছে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও বিশ্বাসের চর্চা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তিনি অদৃশ্যমান, তাই আমরা দৃশ্যমান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীসহ সকল গরিব-দুঃখী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের সেবা করা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি ও একটি সুন্দর প্রত্যাশিত পৃথিবী গড়তে পারি।

ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও ধরণ পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর শুরু হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পার্থিব পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তাপ প্রবাহ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধ্বস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্খিত ও নতুন নতুন রোগ ও দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রযুক্তির যুগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সকলকে নিয়ে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের মূলসুর **বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়**- এর আলোকে বর্তমান বাস্তবতাকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই ভোগবাদ, বস্তবাদ, ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতিচর্চা করতে করতে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর এবং কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছে; স্রষ্টার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, ফলে দয়ামায়ার জায়গাটি ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত নানাভাবে আক্রান্ত এবং সহিংসতার শিকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একইভাবে পরিবেশগত দুর্যোগ, বিশ্বের সম্পদের অসম বন্টন, মানব পাচার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে পৃথিবী সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে অভিবাসী, শরণার্থী, দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। আন্তর্জাতিক দারিদ্ররেখার হিসেবে বাংলাদেশে অতি দরিদ্রের সংখ্যা ২ কোটি ৪১ লাখ। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের বিচেনায় হিসাব করলে তা হবে ৮ কোটি ৬২ লাখ। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আয় বৈষম্য। অন্যদিকে দারিদ্র হ্রাসের গতিও কমেছে। বিআইডিএসের গবেষণায় দেখা যায় ২ কোটি ১০ লাখ মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য নেই। আর সুষম খাবার কেনার সামর্থ্য নেই দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের। ঢাকা শহরে ৩.৫ শতাংশ মানুষ এখনো তিনবেলা খেতে পায় না। দেশের অন্য জেলার তুলনায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ঢাকায় সবচেয়ে

বেশি। শতকরা ১০ ভাগ ধনী মানুষের আয় পুরো শহরের অধিবাসীদের মোট আয়ের শতকরা ৪৪ ভাগ। তাছাড়া শতকরা ৭১ শতাংশ মানুষ বিষন্নতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, কষ্ট আর অস্বস্তি নিয়ে বেঁচে আছেন।

মানুষের স্বার্থপর মনোভাবের কারণে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে উঠছে এবং আমাদের বসতবাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১১ হাজারের বেশি প্রখ্যাত গবেষক একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 'বিশ্ব ভয়াবহ বিপর্যয়ের' মুখে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছেন। পরিবেশ প্রশ্নে মানুষ যেভাবে চলছে, সেই পথের পরিবর্তন না করলে মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বণ নিসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই নিসরণ ব্যাপক হারে না কমালে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে অন্তত কিছু অংশ একেবার তলিয়ে যাবে যেখানে ৩০ কোটি মানুষ বাস করছে। এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ রোধ করা না যায় তাহলে মানবসভ্যতা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ক্ষেত্রে বিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় করার বিষয়টির সঙ্গে জলবায়ু সংকটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা অদৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই এবং এ সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা ও ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে দয়ার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের সেবা, প্রেম, এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিক্ষুককে কিছু সাহায্য দান করা বোঝায় না, নিস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য করাকেই বোঝায়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মাদার তেরেজা তার মানব সেবা ও দরিদ্রদের ভালবাসার মাধ্যমে পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, "ভালবাসা কথাগুলি হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিধ্বনী কখনো শেষ হয় না।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তাদের সেবা করতে যারা পরিত্যাক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন তাদের সেবার জন্য- দরিদ্রতম মানুষের সেবার জন্য।" তিনি পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগণ, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিবন্ধী অসহায় লোকদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভালবাসাময় সেবা দিয়ে, মমতাভরে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের কাছে ছোট জিনিস অনেক বড়; নির্ভর করে কতটা ভালবাসা দিয়ে আমরা তা করি।" তিনি আরও বলতেন,"আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারবে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট কাজগুলোও করতে পারি আমাদের অনেক বেশি ভালবাসা দিয়ে।" মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কিছু অংশ জনকল্যাণে দেয়া হলে অনেক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে এবং শিশু, মা, অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার ডাক শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য মানুষের হৃদয় মন উন্মুক্ত করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে; যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের মাধ্যমে মানুষের মনের কঠিন বরফ গলে এবং তারা অভাবী, অসহায় দরিদ্র মানুষের আহাজারি শুনতে পারে। সর্বাপেক্ষা অভাবীদের জন্য দান করার মাধ্যমে সম্পদ সহভাগিতা করতে হবে এবং এই দানের বিষয়টি সদিচ্ছাসম্পন্ন নারী-পুরুষ সকলের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির যত্ন নিই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে অন্যকে ভালবাসা নিয়ে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে, আমাদের প্রয়োজন থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য ত্যাগ করি, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে আমাদের দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দেই, তাহলে আমাদের এই বিশ্বে অভাব-অনটন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভেদ, অবিশ্বাস থাকবে না; আমাদের এই বিশ্ব হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও মর্যাদার এক আদর্শ আবাসভূমি। এই মূল্যবোধগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ ও চর্চা করি, তার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২১ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণত: দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতাহেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

**ত্যাগ**

'ত্যাগ' গ্রিক শব্দ Austeros থেকে এসেছে যার ইংরেজী শব্দ Austere এবং ল্যাটিন শব্দ Austerus। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলত, ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা

ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না" *(সুরা আল বাকারা, আয়াত-১৬৭)*।

**ত্যাগের ক্ষেত্র**

১) প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

**প্রার্থনা**

প্রার্থনা হলো সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপ। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের জন্য ক্ষমা যাচ্না করা, তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হাল্কা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা জাগতিক মোহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে।

**উপবাস**

উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবশ্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধ ধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির ষড়রিপু সম্বন্ধে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করতে পারা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মন ও হৃদয় হাল্কা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগী হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

**দান**

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বন্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন: মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে দান, গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশী ভাই-বোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

**সেবা**

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন ও অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা।

**কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান**

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম কারিতাস কর্মী, সহযোগী প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবা কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশী ভাইবোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশী ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

**ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর**

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানতঃ পোপ মহোদয়ের বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীর মূলসুর থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। এবারের মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে, **"বিধাতায় বিশ্বাসী হই নতুন দিনের আশায়, দরিদ্রের সেবা করি গভীর ভালবাসায়"।**

**শিক্ষা উপকরণ**

শিক্ষা উপকরণ যে কোন একটি পরিকল্পিত কাজকে সার্থকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ অভিযানকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবছর বিবিধ শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। এ বছর (বিনিময়-৪,৪০০ কপি, পোস্টার-৯,৫০০ কপি, লিফলেট-৮৫,৫০০ কপি, খাম-১,৩০,০০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা-৪,৬০০ কপি,হোমিলি (Homily)-৮০০কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি-৯৫০কপি, স্টিকার-১৩,০০০ কপি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-৮০০কপি, দান বক্স ৩০০টি সহ মোট দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

**ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল**

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

**১. ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল**

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিলে সর্বমোট ২১,৬৫,৯৭৬ (একুশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার নয়শ ছিয়াত্তর) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের বিভিন্ন খাতে টাকা ব্যয় হয় ।

**২. রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল**

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটি অংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহে অবস্থিত 'রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রে' প্রদান করা হয়েছে। এ দু'টি কেন্দ্রে প্রতিদিন বহু গরিব রোগী চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরিব রোগী নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হয়।

**৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল**

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থ দান করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের

দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

**ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২০ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন**

২০২০ খ্রিস্টাব্দের জন্য ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর ছিল **("এসো প্রকৃতি ও অভাবী ভাইবোনদের যত্ন করি")** "Let us care for nature and brothers & sisters in need". মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে মে মাসের ৩১, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (কোভিট-১৯ এর কারণে তা বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কোভিড-১৯ মাহামারী পরিস্থিতির মধ্যেও কারিতাস বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২০- এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

**ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও বিতরণ**

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জন্য নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:

| | |
|---|---|
| বিনিময় | ৪,৪০০ কপি |
| লিফলেট | ৮৫,৫০০ কপি |
| পোস্টার | ৯,৫০০ কপি |
| খাম | ১,৩০,০০০ কপি |
| পারিবারিক পঞ্জিকা | ৪,৬০০ কপি |
| উপদেশ সহায়িকা | ৮০০ কপি |
| নির্বাহী পরিচালকের বাণী | ৯৫০ কপি |
| স্টিকার | ১৩,০০০ কপি |
| বাস্তবায়ন নির্দেশিকা | ৮০০ কপি |
| দান বাক্স | ৩০০ টি |

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আমরা বিগত বছরে কাঙ্খিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছতে পারিনি। মহামারী পরিস্থিতির মাঝেও প্রায় ১৯১,৭৩৪ জন এ অভিযানে বিগত বছরে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

**খ) তহবিল সংগ্রহ**

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ত্যাগ ও সেবা ২০২০ খ্রিস্টাব্দের তহবিল কাঙ্খিত মাত্রায় সংগৃহিত হয়নি। বিগত অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট ২১,৬৫,৯৭৬ (একুশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তভুর্ক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

**গ) খরচাদি**

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

**উপসংহার**

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, স্রষ্টার নৈকট্য লাভ এবং প্রতিবেশী ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি গরিব, দুঃখী, দুঃস্থ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের কল্যাণে ও সেবার জন্য প্রদান করছে। সৃষ্টি কর্তায় বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে গভীর ভালবাসায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে॥ ❑

বরাবর,

**যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ**

ঢাকা আর্চডাইয়োসিস

# সাধু যোসেফের বর্ষ উপলক্ষে পালকীয় পত্র

## *মূলসুর : রেখো মোদের তব পিতৃ হৃদয়ে*

**খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,**

ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে প্রথম পালকীয় পত্রের সূচনায় আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালবাসা জানাই। মাণ্ডলীক উপাসনা বর্ষের তপস্যাকালীন যাত্রা আমরা ইতোমধ্যেই শুরু করেছি। তপস্যাকালীন বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মন পরিবর্তন করার লক্ষ্যে আমাদেরকে বিশ্বাসে নবায়িত হতে, আশার জীবন বারি হতে জল আহরণ করতে এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন। দুর্যোগপূর্ণ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আপনারা অতীব বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নিয়ে নিজেদের খ্রিস্টবিশ্বাসে জীবন-যাপন করেছেন তারজন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। আমার পূর্বসূরীর তত্ত্বাবধানে জীবনের কঠিন সংকটে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে কোভিড-১৯ মহামারীর কঠিন সংকট মোকাবেলা করার সম্মিলিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে করোনাভাইরাস টীকা/ভ্যাকসিন গ্রহণ করার সাথে সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেও অনীহা করবো না। মনে রাখি ঈশ্বর যেমনি আমাদের ভাল চান তেমনি আমাদেরকেও নিজের ও অপরের ভাল চাইতে হবে। মনে রাখি, আমরা কেউ একা ভাল থাকতে পারি না, সকলকে নিয়েই ভাল থাকতে হবে।

বর্তমানে আমরা মার্চ মাস বা সাধু যোসেফের মাসে আছি। মণ্ডলীতে ঐতিহ্যগতভাবে মার্চ মাসে সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা প্রকাশ করা হয়। তবে এবছরকে অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর ২০২০ - ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টবর্ষকে পোপ ফ্রান্সিস **"সাধু যোসেফ এর বর্ষ"** বলে ঘোষণা করেছেন। পোপ নবম পিউস ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তারিখে Quemadmodum Deus Decree'র মাধ্যমে সাধু যোসেফকে 'সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক' রূপে ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষেই পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের বর্ষ ঘোষণা দেন এবং "Patris Corde"/ "With a Father's Heart"/ "এক পিতার হৃদয় দিয়ে/পিতার হৃদয়ে" পালকীয় পত্র লিখেছেন এবং তার Apostolic Penitentiary একটি ডিক্রির মাধ্যমে এই সময়কে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের দণ্ডমোচনকাল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। "এক পিতার হৃদয় দিয়ে/পিতার হৃদয়ে" পত্রে সাধু যোসেফকে একজন আদর্শ পিতা হিসাবে তুলে ধরা হয়। এর পূর্বে পোপ দ্বাদশ পিউস ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু যোসেফেকে কর্মজীবিদের প্রতিপালক হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। পোপ দ্বিতীয় জন পল সাধু যোসেফকে মুক্তিদাতার রক্ষক হিসাবে উপাধি দেন। ভাল মৃত্যুর প্রতিপালক হিসেবেও সাধু যোসেফকে স্মরণ করা হয়।

সাধু যোসেফ সম্বন্ধে আমরা সাধু মথি এবং সাধু লুক লিখিত মঙ্গলসমাচার থেকে কিছুটা জানতে পারি। এখান থেকে আমরা জানতে পারি তিনি কেমন পিতা ছিলেন। তাঁর ঐশ আহ্বান এবং তাঁর উপর অর্পিত মিশন দায়িত্ব সম্পর্কে। আমরা জানতে পারি যে, তিনি একজন কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন *(মথি ১৩:৫৫)*, মারীয়ার সাথে বাগদান আবদ্ধ ছিলেন *(মথি ১:১৮)*, ছিলেন একজন ন্যায়বান ব্যক্তি *(মথি ১:১৯)*, ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদা প্রস্তুত *(লুক ১:২২, ২৭, ৩৯)*। তিনি ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বাধ্যতার আদর্শ স্থাপন করেছেন। বিপদ, সমস্যা, গভীর সঙ্কট ও মৃত্যুর হাত থেকে তিনি পবিত্র পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন এবং এমনিভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর সমস্ত পরিবারেরই রক্ষক। বেথলেহেমের গোসালাতে তিনি অভিজ্ঞতা করেছেন যিশুর জন্ম, দেখেছেন রাখাল ও পন্ডিতদের যিশুর প্রতি ভক্তি ও পূজা অর্চনা। যিশুর পালক পিতা হওয়ার সাহস ছিল যোসেফের। যোসেফই এই পুত্রের নাম দেন এবং এর মধ্যদিয়ে তিনি যিশুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। কুমারী মারীয়া এবং যিশুর মতো সাধু যোসেফও তাঁর জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং নীরব অন্তরে বলেছিলেন, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" (কুমারী মারীয়ার মতো সাধু যোসেফও ঈশ্বরকে বলেছিলেন: তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক যেভাবে যিশু বলেছিলেন গেথসেমানী বাগানে)। সাধু যোসেফ ছিলেন একজন খাঁটি বিশ্বাসী মানুষ যার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের বিশ্বাস।

**কোমল হৃদয়, ভালবাসা ও বাধ্যতার আদর্শ পিতা:** পোপ তাঁর প্রৈরিতিক পত্রের শুরুতেই বলেন, সাধু যোসেফ ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রিয় পিতা, বাধ্যতার আদর্শ *(মথি ১:২৪; ২:১৪;২১)*। একজন পিতা যিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত, যার মধ্যে সৃজনশীলতার সাহস রয়েছে, একজন কর্মী পিতা এবং একজন আদর্শ পিতার প্রতিচ্ছবি। করোনাভাইরাস আমাদের স্পষ্ট করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সাধারণ মানুষ যারা, যারা আলোচনায় নেই, তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি কম, তারা কিভাবে নিরবে ধৈর্য্যসহকারে মানুষের জীবনে আশার সঞ্চার করছে। সাধু যোসেফ এমনই একজন মানুষ ছিলেন যিনি নীরবে, আড়ালে উপস্থিত থেকে মুক্তির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ও নব সন্ধির মিলন স্থান, যাকে খ্রিস্টমণ্ডলী পিতা বলে শ্রদ্ধা করে। যিশুও তাঁর পালক পিতার মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসাপূর্ণ কোমল হৃদয় দেখেছিলেন। দুর্বলতা, ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। এ রকম কোমল হৃদয়ই অন্যকে তার দোষ থেকে রক্ষা ও মুক্ত করে। বাধ্যতা ছিল সাধু যোসেফের বিশেষ একটি গুণ, এই গুণ দিয়েই তিনি মারীয়াকে রক্ষা করেন এবং যিশুকে শিখিয়েছিলেন কি করে ঈশ্বরের পথে চলতে হয়। যিশুর প্রেরণ কাজে সহায়তা করার মধ্যদিয়ে যোসেফ আবার হয়ে উঠেছিলেন একজন সত্যিকার মুক্তিরই পালক। পোপ বলেন, বর্তমানে নারীগণ কত ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

যোসেফ মারীয়ার সুনাম ও মান-সম্মান রক্ষা করেছিলেন ও তাঁকে গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে নারীদেরও রক্ষক ও পালক হয়ে উঠেছেন। যোসেফের মারীয়াকে গ্রহণ আমাদের উৎসাহিত করে অন্যদেরকে তাদের মতোই গ্রহণ করতে। এটা নিশ্চিত যে, অপব্যয়ী পুত্রের ব্যাপারে যিশু তাঁর পিতা যোসেফের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। যোসেফ ছিলেন আধ্যাত্মিক একজন ব্যক্তি যিনি বিশেষ কতকগুলো গুণের অধিকারী ছিলেন। যে গুণের কারণে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিরক্তি অথবা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ না করে এবং আশাহত না হয়ে পবিত্র আত্মার শক্তিতে আশান্বিত হয়ে জীবনকে গ্রহণ করার মতো সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। এইভাবেই ঈশ্বর সাধু যোসেফের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে বলেন: "ভয় করো না, বিশ্বাসই তোমার প্রতিটি কাজকে অর্থবহ করে তোলে। সেই কারণে যোসেফ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য গ্রহণ না করে ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে সাধু যোসেফ আমাদের সাহস দেন যেন আমরা মানুষকে তাদের মতো করে গ্রহণ করি এবং দুর্বলদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল হই। আমরাও যাতে স্বর্গীয় পিতার ভালবাসার গভীরতা আবিষ্কার করে তাঁর সাথে আরও সন্তানতুল্য ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই ও জীবন যাপন করি। একই সাথে জীবনে যে কোন প্রতিকূল অবস্থাই আসুক না কেন আমরাও যাতে সাধু যোসেফের মতোই নিরবে বিশ্বস্থভাবে ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে অনেক মানুষের জীবনে আশার আলো বয়ে আনতে পারি।

**সৃজনশীলভাবে যোসেফ সাহসী:** সাধু যোসেফ চলার পথে যেভাবে সমস্যা মোকাবেলা করেছেন তাতে করে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন সৃজনশীল সাহসিকতার একজন মানুষ যিনি ঐশরিক শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাস তাঁকে দ্রুত এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, তিনি যেভাবে সুনির্দিষ্ট পারিবারিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, আজকের বিশ্বে অনেক পরিবার সেইভাবে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বিশেষ করে যারা দেশান্তরিত হয়েছে। আজকে বিশ্বে যুদ্ধ, সহিংসতা, নির্যাতন ও দরিদ্রতার কারণে বাধ্য হয়ে যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে সাধু যোসেফ তাদের বিশেষ প্রতিপালক। তিনি যেমন ছিলেন মারীয়া ও যিশুর অভিভাবক, তেমনি আজকেও তিনি মণ্ডলীর অভিভাবক। বস্তুত পক্ষে, "যারা গরিব এবং প্রান্তিক, যারা মৃত্যুপথযাত্রী এবং কষ্টভোগী, অসুস্থ, যারা আগন্তুক, যারা কারাগারে বন্দি, সন্তান হিসাবে তিনি তাদের রক্ষা করেন। তাই আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে কীভাবে মণ্ডলীকে এবং গরীবদের ভালবাসতে হয়।

**মূল্যবোধ, মানব মর্যাদা ও কায়িক পরিশ্রমের স্বীকৃতি:** নাজারেথের কাঠমিস্ত্রি হিসাবে যোসেফ আমাদের শিক্ষা দেন, কিভাবে উপার্জন করে পরিবার চালাতে হয়। তিনি শিক্ষা দেন মূল্যবোধ, মানব মর্যাদা এবং পরিশ্রমের আনন্দ দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে হয়। তাই পোপ ফ্রান্সিস বলেন, আজকের দিনেও শ্রমিকেরা অনেক অন্যায়, অবিচার, অধিকার ও ন্যায্য বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরাও যেন হই সাধু যোসেফের মতোই ন্যায়বান এবং প্রতিটি মানুষকে দান করি মানব মর্যাদা। তাদের কাজের স্বীকৃতি, প্রশংসা এবং মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নবায়ন করতে হবে। পোপ বলেন, মানুষের কাজকর্ম হলো মুক্তিদায়ী কাজের অংশগ্রহণ, ঈশ্বরের রাজ্য আগমনের পথকে সুগম করা, আমাদের প্রতিভা ও দক্ষতার উন্নতি সাধন করা এবং এসব দিয়ে সমাজ সেবা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা। যে কাজ করে সে সৃষ্টি কাজে ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তারই মতো মানব উন্নয়ন, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, শান্তি, ন্যায্যতা ও সৃষ্টি কাজে অংশ গ্রহণ করে এই পৃথিবীতে ঐশরজ্যের পথ সুগম ও সুপ্রতিষ্ঠিত করি। পোপ মহোদয় মহামারীর কথা উল্লেখ করে বলেন, কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে যেন কোন যুবক, কোন ব্যক্তি, কোন পরিবার কাজের সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয়।

**একজন পিতা যিনি প্রতিচ্ছবি হয়ে মারিয়া ও যিশুর জীবনে প্রবেশ করে:** পৃথিবীতে আমরা দেখি তা হলো স্বর্গস্থ পিতার প্রতিচ্ছবি। পোপ বলেন, একজন ব্যক্তি শুধু জন্মদানের মধ্যদিয়ে প্রকৃত পিতা হতে পারে না কিন্তু সন্তানের প্রতি দায়বোধ ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত পিতা হয়ে ওঠে। দুঃখের সাথে বলতে হয় আজকে অনেক শিশুই এতিম ও পিতৃহীন। তিনি বলেন পিতার উচিৎ হবে সন্তানের উপর কর্তৃত্ব না করে তার নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করা। সাধু যোসেফ ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি যিনি নিজের বিষয় না ভেবে গুরুত্ব দিয়েছেন মারীয়া ও যিশুকে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, যোসেফের মধ্যে কখনও হতাশা দেখিনি বরং শুধু উপলব্ধি করেছি তাঁর বিশ্বাস। আজকের বিশ্বে একজন প্রকৃত পিতার প্রয়োজন। একমাত্র সাধু যোসেফই হতে পারেন প্রকৃত পিতা যিনি সন্তানের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবন তুচ্ছজ্ঞান করতে পারেন। পোপ বলেন, একজন পিতার কত সম্পদ আছে সেটা বড় কথা নয় কিন্তু একজন প্রকৃত পিতা হলেন তিনি যিনি স্বর্গীয় পিতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেন। সাধু যোসেফ পিতা হিসেবে যিশুকে অনেক ভালবাসতেন, হয়ত তাঁর জীবনে সবচেয়ে আদরের, অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি, যার মধ্যে তিনি মানব ও ঈশ্বর সন্তানকে দেখতে পেয়েছিলেন। আবার একই সাথে নিরবে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলেন এই বিস্ময়কর ব্যক্তিটির প্রতি। তিনি পালক পিতা হিসাবে উপলব্ধিও করেছিলেন যে, তিনি তো সত্যিকার পিতা নন, ঈশ্বরই তাঁর পিতা। প্রতিটি বিশ্বাসীভক্তও উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রতিটি সন্তানই তো ঈশ্বরের সন্তান। যিশু তো তাই শিক্ষা দিয়েছেন: "এ পৃথিবীতে কাউকে তোমাদের পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের পিতা বলতে সেই একজনই আছেন, যিনি রয়েছেন স্বর্গলোকে" *(মথি ২৩:৯)*।

পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের বর্ষে আমাদের নিকট সাধু যোসেফের সুন্দর একটি পিতৃ হৃদয় এবং এর গভীরতা, ভালবাসা, উদারতা, বিশ্বস্ততা ও নম্রতা তুলে ধরেন। এই হৃদয়ের মধ্যদিয়ে তিনি শুধু একটি পিতার হৃদয়ের ভালবাসা, গভীরতা ও গুনাগুন তুলে ধরেননি বরং একটি মানব হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরেন। যে হৃদয়ের মধ্যদিয়ে যিশু তাঁর স্বর্গীয় পিতার হৃদয়ের পরিচয় ও ধারণা পেয়েছিলেন। যে হৃদয় তাঁকে স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে মানব সত্তাকে পূর্ণতা দান করেছিলেন। যে হৃদয় দিয়ে পবিত্র পরিবারকে আগলে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, বাধ্যতা ও নম্রতা দিয়ে যিশু ও কুমারী মারীয়াকে সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং গড়ে তুলেছিলেন একটি আদর্শ ও পবিত্র পরিবার; যে পরিবারের কেন্দ্রে রেখেছিলেন যিশুকে। স্নেহ, ভালবাসা, পরস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়াই ছিল এই পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাধু যোসেফ হলেন আমাদের সমস্ত পরিবারের রক্ষক। বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখতে পাই মূল্যবোধের অবক্ষয়, অস্থিরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি খ্রিস্টীয় জীবন ও পরিবারগুলোকে অশান্ত করে তুলছে। এমতাবস্থাতে সাধু যোসেফ হয়ে উঠতে পারেন আমাদের জীবন আদর্শ। তাঁর আদর্শ, বিশ্বস্থতা, ন্যায়পরায়তা, নিরবতা, বাধ্যতা ও নম্রতা আমাদের বর্তমানের সমস্যা-সংকুল জীবনে নতুন পথের দিশা দিতে পারে এবং আমাদের খ্রিস্টীয় ও পারিবারিক জীবনে নবায়ন আনতে পারে এবং আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনটাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

**সাধু যোসেফের বর্ষ উপলক্ষে কিছু করণীয়ঃ-**

১) সাধু যোসেফের পার্বণগুলো যথাযথ প্রস্তুতি সহকারে ধর্মপল্লী ও অঞ্চলভিত্তিক পালন করা;

২) গির্জা ও পরিবারে সাধু যোসেফের প্রার্থনা করা (যে প্রার্থনা কার্ড ছাপানো হয়েছে);

৩) খ্রিস্টীয় পরিবার গঠনে সাধু যোসেফের বিশ্বাস, নম্রতা, বাধ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, অন্যকে সম্মান দান প্রভৃতি গুন ও মূল্যবোধগুলির অনুসরণ করা।

৪) সাধু যোসেফের জীবনকে আরো বেশি করে জানা ও অনুসরণ করা; ছোট বড় সভা/সেমিনারের মধ্য দিয়ে সাধু যোসেফের জীবন আদর্শ, কর্ম ও মূল্যবোধ তুলে ধরে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা;

৫) সাধু যোসেফের গির্জায় (শুলপুর ও ধরেন্ডা এ বছর তীর্থ স্থান হিসাবে) তীর্থ করা। মন পরিবর্তন, পাপ স্বীকার, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ এবং পোপের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে পাপের দণ্ডমোচন লাভ করা।

আমি সবাইকে আহ্বান করি যেন আমরা এই বছরটাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত সাধু যোসেফের জীবন নিয়ে ধ্যান ও প্রার্থনা করি। তাঁর বিশ্বস্থতা, বাধ্যতা, ন্যায়পরায়নতা, নম্রতা এবং লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্থতা অর্জন করতে আমরা চেষ্টা করি। প্রভু পরমেশ্বর এই সাধনায় আমাদেরকে ধৈর্য্য, প্রয়োজনীয় কৃপা ও আশীর্বান দান করুন। সাধু যোসেফের ভার্যা কুমারী মারীয়া, যিনি আশার মাতা ও ভালবাসার রাণী তাঁর নিত্য সহায়তা নিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়কে স্বর্গস্থ পিতার হৃদয়ের মতো গড়ে তুলি। সাধু যোসেফের বছর সার্থক ও সুন্দর হোক।

সকলের মঙ্গল কামনায়,

**আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই**
তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার
১৪ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকাস্থ পাদ্রিশিবপুর **খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সকল সদস্য সদস্যাদের জ্ঞাতার্থে, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সমিতি ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০১৯-২০২০অর্থ বছর) আয়োজন করতে যাচ্ছে।

**তারিখ : ১৬ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দঃ রোজঃ শুক্রবার**
**সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।**
**স্থান : চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫**

সকল সঞ্চয় ও ক্রেডিট সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে সমিতির নোটিশ বোর্ড ও ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৪ এপ্রিল ২০২১ রোজ রবিবার প্রতিবেশীর ইস্টার সানডে সংখ্যায় সভার আলোচ্য সূচী সহ পুনরায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

**ধন্যবাদান্তে,**

**পিটার ক্লিনটন গোমেজ**
সেক্রেটারি
ডি.পি.সি.সি.সি.ইউ.লিঃ

বিজ্ঞ/৬৮/২১

# আমি তাঁরে দেখিনি

**জিসান উইলিয়াম রোজারিও**

আমার জন্মের প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে যিশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন যাতে করে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন এই মর্তের সকল পাপী মানুষের কাছে। কারণ মানুষ হিসেবে আমরা বড়ই দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণে পাপে পতিত হয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমরা দূরে সরে গেলেও ঈশ্বর আমাদেরকে দূরে সরে যেতে দেননি আর তাই তিনি তার পুত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে কাছে টেনে নিয়েছেন। ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন কারণ তার এই মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা পিতার সাথে এক হতে পেরেছি। যিশু যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন অনেকেই যিশুকে দেখেও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু যিশুর মৃত্যুর এত বছর পরেও আমরা প্রত্যেক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী যিশুকে বিশ্বাস করি। আমরা যিশুকে দেখিনি। আমরা অন্যের কাছ থেকে শুনে, বাইবেল পড়ে যিশুকে বিশ্বাস করেছি। আমরা শুনেছি যে যিশু জন্মগ্রহণ করেছেন গোয়াল ঘরে তাই আমরা এখন ২৫ ডিসেম্বর তার জন্মোৎসব বড়দিন পালন করি। আরও শুনেছি যে যিশু আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছেন। আর তাই আমরা প্রায়শ্চিত্তকাল এবং পুনরুত্থান বা পাস্কাকাল পালন করি। এগুলো পালন করি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র এবং পাপ থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি দীনবেশে জন্মগ্রহণ এবং অসহায়ের মত ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন। বর্তমান বাস্তবতায় যদি আমরা দেখি, মানুষ মানুষকে দেখেও, এক সাথে থেকেও একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে না। আর সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই নানা কারণে একে অপরের সাথে রাগা-রাগি, ঝগড়া-ঝাটি, মারা-মারি, হানা-হানি ইত্যাদি লেগেই আছে। সত্যিকারে আমরা যদি একে অপরকে হৃদয়ের অন্ত:স্থল থেকে বিশ্বাস করতাম তাহলে এগুলো বিরাজ করতো না। সমাজে সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে পারতো। বিশ্বাসই পারে একটি সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে। আমরা যদি মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের *(৯:২)* পদে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে যিশু লোকদের বিশ্বাস দেখে সেই অবশ রোগীর পাপ ক্ষমা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। আরও যদি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখতে চাই তাহলে মথি *(১৭:২০)* পদে দেখি, সেখানে যিশু লোকদের বলেছেন; "তোমাদের বিশ্বাস যদি একটি সর্ষে দানার মতোও হয় তাহলে ঐ পাহাড়কে বল এখান থেকে সরে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য আর তা সরেই যাবে।" পবিত্র বাইবেলে আমরা আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাব যে লোকেরা যিশুকে দেখে, শুনে এবং বিশ্বাস করে ফল পেয়েছে। কিন্তু আমরা একে অন্যকে দেখে-শুনে ,একসাথে বসবাস করেও বিশ্বাস করতে পারি না। তাই আসুন আমরা একটু চিন্তা করে দেখি,কেন আমরা যিশুকে না দেখেও বিশ্বাস করছি অথচ মানুষকে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না ...??? ❑

## বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনদর্শন

**ডেনিস চাম্বুগং**

আবার একটি বছর পরে এলো এই বাংলার
মহান নায়ক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের' জন্মদিন,
এই বাংলার মানুষের ও সবুজ শস্য-শ্যামলার,
এই বাংলার জাতির ও মাটির পিতার জন্মদিন।
যিনি বাংলার মানুষের কথা ভাবতেন ও চিন্তা করতেন,
দুঃখ করতেন গরিব-দুঃখীদের নিয়ে,
ভাবতেন এই বাংলার মানুষের জন্য।
তারই ৭ মার্চ ভাষণে ঝাঁপিয়ে পরেছিল যুদ্ধে,
ফিরে পেয়েছিল সকল বাঙ্গালীর মুখের ভাষা,
পেয়েছিল বাংলার মাটি ও দেশ, পেয়েছিল স্বাধীনতা।
আমরা কবর তারই এই শুভ জন্মদিন,
ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে স্মরণ করে তাকে,
এই বাংলার মহান নায়ক যিনি,
আমাদের বাংলার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর তিনি।
আজ বাংলার মানুষের দুঃখ ভুলে গিয়ে,
আনন্দ ও খুশিতে শ্লোগান করবে,
সব বাঙ্গালীর জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবের জন্মদিন।
আমরা আজ করব তাকে স্মরণ,
করব তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি,
স্মরণে রাখব যুগে যুগান্তরে এই বাংলার
মহান নেতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে।'


## নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ

**কার্যকরী পরিষদের ১০ম নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভা**

**তারিখ :** ০৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার
**নির্বাচনের সময় :** সকাল ১০টা হতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
**বিশেষ সাধারণ সভা :** বিকাল ৪টা
**স্থান:** চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

এতদ্বারা **"নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা"** এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ১০টা তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার-এ সমিতির কার্যকরী পরিষদ ও ঋণদান পরিষদের ১০ম নির্বাচন এবং বিকাল ৪টায় বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, আগামী ০৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকল সদস্য/সদস্যদের পাশ বইসহ যথাসময় উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

**ধন্যবাদান্তে**

**রুবেন গোনছালবেছ**
প্রেসিডেন্ট
নো:প্র:খ্রী:স:স:লি:

**গ্ল্যান নিউটন গোনছালবেছ**
সেক্রেটারি কো-অপ্ট)
নো:প্র:খ্রী:স:স:লি:

বিজ্ঞ/৬৯/২১

# আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও অনন্য সুবিবেচক এক ব্যক্তিত্ব

**ফাদার আবেল বি রোজারিও**

১৮ মার্চ প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী। আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে তাকে স্মরণ করছি। আর্চবিশপ মাইকেল বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। আমি তাঁর বহুবিধ গুণাবলীর একদিক উল্লেখ করতে চেষ্টা করবো। আর তা হলো, তিনি অতিশয় দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিবেচক ব্যক্তি ছিলেন।

**১.** ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের কয়েকদিন পূর্বে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি গেলাম। আমাদের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়েছিল :

**আর্চবিশপ :** আমি আপনাকে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতের দায়িত্ব দিতে চাই।

**আমি :** প্লিজ আর্চবিশপ, আমি এতবড় দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমাকে যেখানে, যতদূরে পাঠান, আমি যেতে প্রস্তুত শুধু তেজগাঁও ছাড়া।

**আর্চবিশপ :** কেন? কেন এত ভয়?

**আমি :** তেজগাঁয়ে অনেক নেতা-নেতৃ রয়েছেন, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রয়েছেন এদের সঙ্গে আমি অল্পশিক্ষিত, সাদাসিধে ফাদার হয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবো না। আপনি বরং আমার চেয়ে শিক্ষিত, বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ফাদারকে এ দায়িত্ব দিন।

**আর্চবিশপ :** আমি তা করে দেখেছি। মনসিনিওর পিটার, ফাদার পিটার রোজারিও, ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া তারা অনেক অনুরোধ করে তেজগাঁও থেকে বদলি হয়েছেন। তাই আমি স্থির করেছি যে, এবার একজন অল্পশিক্ষিত, সাধারণ এক যাজককে এই ধর্মপল্লীতে দায়িত্ব দিবো আর সেই ফাদার হলেন আপনি।

আমি অনেকটা বাধ্য হয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং ২/১ বছর নয়, দীর্ঘ ১৭ বছর আমি তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতরূপে দায়িত্ব পালন ও সেবা দান করেছি। এখানেই দেখলাম আর্চবিশপের তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা।

**২.** অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ফাদার সলোমন রমনা আর্চবিশপ ভবনে ছিলেন বহুদিন। একদিন দুপুর বেলায় তিনি হঠাৎ চিৎকার করতে লাগলেন। কাজের ছেলেরা দৌড়ে খাবার ঘরে এসে আমাদের আসতে বললো। আর্চবিশপসহ আমরাও তাড়াতাড়ি ফাদারের ঘরে এলাম। ফাদার শুধু বলতে ছিলেন, 'আমাকে কেউ শূন্যে উঠালো, আমাকে নামিয়ে দাও" বার বার একই কথা বলতে লাগলেন। আর্চবিশপ আমাদের বললেন, 'তোমরা চারজন বেডটা উচুঁ করে আবার শব্দ করে নামাও।' আমরা তাই বেডটা উচুঁ করে ঠাস করে নামালাম। সঙ্গে সঙ্গে ফাদার সলোমন বলে উঠলেন, ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!

আর্চবিশপের বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

**৩.** তেজগাঁয়ে একটা বড় গির্জার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল এবং গির্জার মাঠে নির্মাণ করার পরিকল্পনাও হচ্ছিল। তখন কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত এর বিরোধিতা করতে লাগলো। তাদের অভিমত যুবকদের খেলার মাঠ নষ্ট করা যাবে না। তখন আর্চবিশপ একটা জনসভা ডাকলেন। ঐ জনসমাবেশে প্রায় ৩০০ জন গণমান্য, নেতা-নেত্রী, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, ধর্মপল্লীর পরিষদ-সদস্যগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং যুবক ভাইয়েরা উপস্থিত হলেন।

প্রথমে পালপুরোহিত প্রার্থনা করলেন, উপস্থিত সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং আহ্বানের উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলেন। তারপর আর্চবিশপ দাঁড়ালেন এবং একটা লম্বা বক্তৃতা দিলেন যার সারমর্ম হলো, আমাদের এখানে একটা বড়, অনেক বড় গির্জার প্রয়োজন, এতে আশা করি কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। বর্তমান গির্জা ভেঙ্গে এখানে বড় নতুন গির্জা নির্মাণ করতে পারবো না। সরকার অনুমতি

দিবে না। গির্জার কম্পাউণ্ডে এতবড় গির্জা তৈরীর জায়গাও নেই। সুতরাং আমাদের বড় ও নতুন গির্জা নির্মাণ করতে হবে এই খেলার মাঠেই। তবে যুবকদের জন্য স্কুলের সামনে একটা বাস্কেটবল কোর্ট করে দেওয়া হবে। এখন আমি আপনাদের মতামত জানতে চাই। আপনারা যারা আমার প্রস্তাবে অর্থাৎ মাঠেই নতুন গির্জা হবে, এতে রাজি আছেন হাত উচুঁ করুন। সবাই হাত তুললেন। যারা বিপক্ষে, তারা হাত উচুঁ করেন। একমাত্র মিষ্টার টেডি ডি'রোজারিও হাত তুললেন। আর্চবিশপ সকলকে ধন্যবাদ দিলেন। এখানেই দেখলাম আর্চবিশপের সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা।

**৪.** বড়দিনের কয়েকদিন আগে সন্ধ্যার দিকে আমরা কয়েকজন ফাদার পাপস্বীকার শুনছি। ওদিকে বড়দিন উপলক্ষে ফাদার ডানিয়েল ও ভানু গমেজের নেতৃত্বে নাটক প্র্যাকটিস চলছে। গির্জার ভেতরে অনেক খ্রিস্টভক্ত পাপস্বীকার করছে। হঠাৎ নাটকের কয়েকটা ছবি তোলার জন্য কয়েকজন নাট্যশিল্পী গির্জায় প্রবেশ করে বলছেন, এই ছবিটা আগে তুলি। আর একজন বলছেন, না না, ওখানে আগে ছবিটা প্রথমে তুলবো। আর এক জন বলে, মূর্তিটা আগে তুলি। এরূপ হৈচৈ শুনে আমি দাঁড়িয়ে বললাম, গির্জার ভেতরে এত গোলমাল কেন? আপনারা এখনই এই মুহূর্তে বেড়িয়ে যান। নাট্যশিল্পীরা সকলেই বের হয়ে গেলেন।

ঐরাতে ৮টার দিকে ভানু আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগপত্র দিলেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মাইকেলকে। আমাকেও এক কপি দেওয়া হলো। অভিযোগের মূল কথা হলো, যারা গির্জায় প্রবেশ করেছিলেন তারা শিক্ষিত, মার্জিত লোক। তাদেরকে এভাবে বের করে দেওয়াটা ফাদার আবেলের উচিত হয়নি। আমরা এর সুবিচার চাই। অভিযোগটা পড়ে আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেই আমি চলে এলাম রমনা আর্চবিশপ ভবনে। এসে দেখি আর্চবিশপ ও ফাদারগণ খাবার ঘরে। আমি আর্চবিশপকে জিজ্ঞেস করলাম, গতরাতে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগপত্র পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি, পড়েছি তারপর তা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। তারপর তিনি বললেন, ফাদার কমল, তুমি ভাল মত অন্যদের বলে দাও, পালপুরোহিতের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন গির্জায় প্রবেশ করে ছবি না তুলে। আমি তো অবাক হলাম যে, ভানুর চাওয়া সুবিচার আর্চবিশপ এক মুহূর্তে করে দিলেন। এই হলো আর্চবিশপের উপস্থিত বুদ্ধি ও কর্মকৌশল।

**৫.** ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে লক্ষীবাজার সিস্টারদের দালানের একটা অংশ মেরামত করা হচ্ছিল। দালানের পাশেই আছে একটা মসজিদ। ফাদার বেঞ্জাবিনের তত্ত্বাবধানে মেরামত চলছিল। ঐ সময় আর্চবিশপ মাইকেল ও বিশপ থিয়োটনিয়াস ছিলেন রোমের ভাতিকানে আর আমি ছিলাম ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরিচালক (এডমিনিস্ট্রেটর)। মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদের মাইকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, খ্রিস্টানরা আমাদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলছে। আপনারা মসজিদ রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি আসুন। সঙ্গে-সঙ্গে শত শত মুসলমান এসে মূর্তি, দরজা, জানালা ভাংচুর করলো। হোস্টেলের মেয়েরা ও সিস্টাররা ভীষণ ভয় পেলো। পাশে ব্যাপ্টিস্ট মিশনে ঢুকে ভাংচুর করলো।

পরদিন আমাদের নেতা-নেতৃগণ জরুরি মিটিং ডাকলেন নটর ডেম কলেজে। দিলীপ দত্ত সভা পরিচালনা করছিলেন। সভাতে নেতাগণ ফাদার বেঞ্জাবিনকে ভীষণভাবে দোষারোপ করতে লাগলেন। কেন ফাদার আমাদের সাথে আলোচনা করলেন না, কেন ফাদার একা একা এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে গেলেন। কেন ফাদার মসজিদ-ইমামের সাথে আলোচনা করলেন না ইত্যাদি। চিৎকার ও

হট্টগোল বেড়েই চলছে। দিলীপ পরিবেশ শান্ত করতে না পেরে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। আমিও উনার সাথে সাথে বেরিয়ে চলে গেলাম বারিধারায় পোপের নুনসিও'র কাছে। তিনি তখনই রোমে আর্চবিশপের সাথে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। আমার অনুরোধে আর্চবিশপ তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসলেন। এসেই তিনি নেতা নেতৃদের ডাকলেন রমনা সেমিনারীতে। মিটিং এর আরম্ভে আমি একটু প্রার্থনা করলাম। তারপর আর্চবিশপ তার বিজ্ঞ, জ্ঞান গর্ভ কথা আরম্ভ করলেন, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে লক্ষীবাজার কনভেন্টে একটা অতিশয় দুঃখজনক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এটা কেন হলো, কি কারণে হতো না, কি করা উচিত ছিল, কার বা কাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল এইসব কিছুই আমি শুনতে চাই না। এসব শুনতে আমি আপনাদের আহ্বান করিনি, আমি আপনাদের ডেকেছি যে, এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি, কি করা উচিৎ সেই বিষয়ে আমাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিবেন। সবাই নিরব, চুপচাপ। কোন টু শব্দ নেই। আমি তো আর্চবিশপের কলা-কৌশল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ নিরবতার পর নেতাগণ মুখ খুলতে আরম্ভ করলেন খুব শান্ত ও নম্রভাবে।

একজন বললেন, আমার মনে হয় মসজিদের ইমামের সাথে একটা মিমাংসা করলে ভালো হবে। আর একজন বললেন, আমি মনে করি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপটা নির্ধারণ করে সরকারের কাছে পেশ করা যায়। অপর একজন বললো, এই ব্যাপারে একটা মামলা করলে কেমন হয়?

এভাবে আরো কিছু পরামর্শ আসলো। কিন্তু কোন রকম চিৎকার, গণ্ডগোল কিছুই হয়নি। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মাধ্যমে সভা শেষ হলো। নেতাগণ চলে যাবার পর আর্চবিশপ আমাকে বলেন, You are not a good administrator. ❑

# জয়তু বঙ্গবন্ধু

## সুনীল পেরেরা

যুগে যুগে কত সাহিত্যিক, শিল্পী-সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও দেশনেতার জন্ম হয়েছে, কিন্তু একজনই শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের জাতির জনক বা জাতির পিতা। তিনি জনতার কাছে শেখ মুজিব, শেখ সাহেব আর বঙ্গবন্ধু হিসেবেই অধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম বেগম সায়েরা খাতুন। পল্লীগ্রামের অনাবিল সবুজ-স্নিগ্ধ মায়ামমতার মাঝে তার বাল্যকাল কাটে। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, কর্মঠ এবং দক্ষ ফুটবলার। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জের মথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত বিভাগের পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক তাৎপরতায় শরিক হন। ঐ সময় সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, শরৎ বসু প্রমুখের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তানে কর্তৃত্বের বাইরে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যে 'যুক্তবঙ্গ আন্দোলন' সংগঠিত হয়, শেখ মুজিব তাতেও যুক্ত হন। পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে আসাম প্রদেশের বাঙ্গালি মুসলমান অধ্যুষিত সিলেট জেলাসহ দেশ ভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভৌগলিক অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণ পরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। তিনি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। মার্চ মাসে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং ঢাকায় ধর্মঘট পালন করা হয়। শেখ মুজিবসহ আরো কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অনশন ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে আটক করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। মৃত্যু পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তার ছাত্রত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেন।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন যাকে পাকিস্তান সরকার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠনের সুযোগ দেননি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের অগ্নিঝরা ৭ মার্চ ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুনিয়া কাঁপানো বজ্রকণ্ঠের ভাষণটি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। এই ভাষণ সর্বস্তরের বাঙালিকে এক কাতারে নিয়ে এসেছিল। এই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল পরবর্তীতে করণীয় জাতির প্রতি দিক নির্দেশনা। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণার উৎস। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো '৭১ এর ৭মার্চ প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণকে (ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ) বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, যা সমগ্র জাতির জন্য গৌরবের ও আনন্দের।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর চক্রান্তের কারণে আলোচনা ব্যর্থ হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শুরু হয় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গণহত্যা। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয়মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ জানুয়ারি তিনি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর সাত মাস পরে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট একদল ভ্রষ্ট সামরিক কর্মকর্তার হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত জনমত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মুজিব বর্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এই মহান নেতার শুভ জন্ম দিনে বাঙালি জাতির শুভ কামনা ও প্রার্থনা রইল পরম পিতা সৃষ্টিকর্তার কছে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ❑

# টুঙ্গিপাড়ার রিহান ও রিয়ানের আদর্শ বঙ্গবন্ধু

**জাসিন্তা আরেং**

করোনায় স্কুল-নার্সারি বন্ধ থাকায় টুঙ্গিপাড়ার শিশুরা বেশ কয়েক মাস ধরে তারা খেলাধুলা ও দুষ্টুমি করেই দিন পাড় করছে। একসময় একসাথে স্কুলে যেত ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো। এমনই দুজন স্কুল পড়ুয়া রিয়ান ও রিহান গ্রামের পুরনো বটগাছের নিচে কানামাছি খেলছিল। হঠাৎই রিয়ানের মনে পড়লো, আগামীকাল ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। চোখের বাঁধন খুলে সে রিহানকে বলল, কাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের একশততম জন্মদিন! রিহান বলল, হ্যাঁ তাইতো। একটু পর রিহান বলল, স্কুল খোলা থাকলে স্যার-ম্যাডামরা আমাদের নিয়ে বড় কেক কাটতেন ও বেলুন উড়াতেন। এমনকি আমাদের লেখা ছড়া, মজার গল্প, কার্টুন ছবি রঙিন কাগজে আর্ট করে দেয়ালিকা সাজাতাম।

এরপর মুখটা বাংলার পাঁচের মতো করে বলল, এ বছর বোধহয় কিছুই করা হবে না। রিয়ানও বলল, আমাদের স্কুলেও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। গতবছর আমি অনুষ্ঠানে চশমা পড়ে খোকার অভিনয় করেছিলাম। রিহান জিজ্ঞেস করলো, খোকাটি আবার কে? সেকি! তুই জানিস না। রিয়ান বলল, বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলায় সবাইতো তাকে খোকা বলেই ডাকতো! রিহান বলল, তাতো জানতাম না। জানিস, স্কুল মাঠে ফুলবল খেলার আয়োজন করা হতো। ম্যাডামরা আমাদের বলতেন, বঙ্গবন্ধুও ভালো ফুটবল খেলতেন। রিহান উত্তর দিল, হ্যাঁ। আমিও আমাদের বাংলা বইতে পড়েছি এ বিষয়ে। তিনি ফুটবল খেলায় অনেকবার বাজিমাতও করেছেন।

তবে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন করা হবে কি হবে না, তা নিয়ে রিহান ও রিয়ান ভাবুক হয়ে রইল। রিহান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মন খারাপ করিস না। চল, আমার সাথে। রিহান রিয়ানকে নিয়ে তার বাংলা স্যারের বাড়িতে গেল। স্যার, রিহানকে চিনতে পেরেই জিজ্ঞেস করলো, তুমি রিহান না? রিহান বলল, হ্যাঁ স্যার। স্যার বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো, তা হঠাৎ আমার বাড়িতে! রিহান বলল, আসলে স্যার আমি ও রিয়ান বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন নিয়ে ভাবছিলাম। স্যার বললেন, বেশ ভালতো! স্যার বললেন, তোমাদের মনে যে জন্মদিন পালনের বিষয়টি এসেছে, তা জেনেই আমি অত্যন্ত খুশী।

ঠিক আছে। তোমরা এতো করে বলছ যখন, তাহলে তো কিছু একটা করতেই হয়! তোমরা কাল সকালে বটতলায় এসো, আমরা সেখানে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিনের কেক কাটব কেমন! তোমরা বরং এখন যাও, কাল সময়মতো চলে এসো। স্যারের কথা শুনে রিয়ান ও রিহান দুজনই খুশীমনে বাড়ি চলে গেল। বন্ধুরাও জানতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। বাড়ি ফিরে রিয়ান মা-বাবাকে বিষয়টি জানালো। রিয়ানের বাবা শুনে বললেন, সেতো বেশ ভালো কথা। ওদিকে, রিহানও তার মা-বাবাও খুশী। রিহানের মা তাকে কাছে ডেকে বললেন, বঙ্গবন্ধু তোমাদের মতো শিশুদের ভীষণ ভালবাসতেন। শুধু কি তাই! তিনিতো খুব উদার মানুষ ছিলেন। রিহান মায়ের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হলো।

এদিকে রিয়ানও বাবার কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারল যে, বঙ্গবন্ধু ছোটবেলাতেই মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন। ধনী-গরিব সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। গরিবদের তিনি তার নিজের ছাতা ও কাপড় এবং খাবার দিয়েও সাহায্য করতেন। বাবা বললেন, এখন অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমোতে যাও।

পরদিন সকালে বটতলায় সবাই একসাথে কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ঘটা করে পালন করলো।

এসো ছোট্ট বন্ধুরা, আমরাও রিয়ান ও রিহানের মতো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করি, সবাইকে ভালেবাসি ও ত্যাগস্বীকার করি ॥ ❑

## আজো আমি বাঙালি

**ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি**

আজও আমি বাঙালি, কারণ তুমি জন্মেছিলে সেই শতবর্ষ আগে,
মায়ের ভাষায় ভাবি, লিখি, বলি, আজ ব্যাকুল প্রাণে যা জাগে।
কৌশলে ব্রিটিশের দু'শত বছর, জুলুমে-বৈষম্যে পাকিদের চব্বিশ
তোমার হাতে সমাহিত হলো, যত বেহায়া, হায়েনা, শকুন, খবিশ।

সেই ছোট্ট বালক, মিশন স্কুলে, নিয়েছিলে গভীর মূল্যবোধের শিক্ষা
ন্যায্য দাবিতে তাই দমিত হওনি, যাচনি কভু কারো করুণা ভিক্ষা।
সমাধানের আহ্বান, সাম্যের বণ্টন, শান্তির পথ তোমার নীতি
শোনেনি শাসক, বাটেনি সম্পদ, ধমকে তারা দেখিয়েছে ভীতি।

উন্মুক্ত উদ্যানে, ডেকেছে বাঙালি, সামনে দাঁড়িয়েছো তুমি মহাকবি বেশে
সেদিনের বাণী, অমর কবিতাখানি, আজো গোটা বিশ্ব বিস্ময়ে চলেছে চষে।
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
আর কে ঘরে রয়, বাঙালিকে কে রোখে, জেগে উঠেছিল সারা নগর-গঞ্জ-গ্রাম।

এত নির্ভয়, এত ত্যাগ, এত দৃঢ় প্রত্যয়, এত দুর্বার সাহস দেখিনি আগে কারো
তর্জনী তুলে, উন্নতশিরে, উচ্চ কণ্ঠে কেমনে বলেছ, ঘৃণ্য পিশাচ, এই বাংলা ছাড়ো!
মানুষকে ভালোবেসে কে থেকেছে কবে তোমার মতো, এত দীর্ঘকাল জেলে,
ভয় পাওনি, জানতে তো তুমি, ওসব কেবলই, দমানোর ফন্দি দুর্জয় বাঙালিকে।

স্বজনেরে করেছো বঞ্চিত তুমি, সবারে বাসিতে ভালো, আমরা যাইনি তা ভুলে
ন্যায়বান হতে, সৎপথে হাঁটতে, নির্দেশ করেছ শাসকেরে, পিতৃত্বের তর্জনী তুলে।
বিশ্বাস করেছ ছোটো-বড়ো, শত্রু-মিত্র সবারে, বলেছ এদেশে কে মারবে রে আমারে
অতীব কাছের হায়েনারাই, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে রাতে, নিঃশেষ করিতে তোমারে!

আজ তোমার জন্ম শতবর্ষে, দুঃখ আর আনন্দ-হর্ষে, তোমারে করি গো স্মরণ
কিংবদন্তি তুমি, চিরস্মরণীয়, তোমাকে মুছিতে পারেনি দুর্বল জাগতিক মরণ।
তুমি ছিলে, তুমি আছো, রবে চিরকাল, সকল মানবের অন্তরে জেগে
আজও আমি বাঙালি, কারণ তুমি জন্মেছিলে আজ হতে শতবর্ষ আগে ॥

SALMELA INTERNATIONAL SCHOOL

346 EAST PADARDIA,
SATARKUL ROAD,
NORTH BADDA,
DHAKA-1212
BANGLADESH

# JOB VACANCY

**Salmela International School** is an English Medium School conducted by `Joy & Hope Trust'.

Applications are invited from qualified and experienced Bangladeshi citizens for the following positions:

| Name of the Post of Teacher | Post | Education Qualifications | Experiences | Additional Requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1. Senior Teacher with some Administrative background and also teaching experiences up to Grade **V** for all the subjects. | 01 | University Graduate | Minimum 05 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will preferable. **(Pure candidate from English Medium or English Version).** | 1. Age-30-40 years.<br>2. High level of proficiency in English (both verbal & written) is essential.<br>3. IT knowledge in MS Office is essentially required. |
| 2. School Teacher with teaching experience from Play Group to Grade **V** for all the subjects. | 01 | University Graduate | Minimum 02 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will preferable. (Pure candidate from English Medium or English Version). | 1. Age-25-35 Years.<br>2. High level of proficiency in English (both verbal & written) is essential.<br>3. IT knowledge in MS Office is essentially required. |
| 3. School Aya | 01 | SSC Passed | Minimum 02 years Experiences. | Age-20-25 Years |

Interested candidates are requested to submit their applications along with C.V on or before the 10th April 2021. Please apply with your recent Passport size Photograph, National ID's photo copy, job experience certificates, and Pastor/Father/Bishop's reference from your church. Write the Position's name on the top of the Envelope.

Please note that **Salmela International School Authority** reserves the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements.

Mail your application to:

**The Chairman**
**Susan Baroi**
Salmela International School
+8801321749596

Visit us: www.sis.com.bd

বিজ্ঞ/৭১/২১

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

# পোপ ফ্রান্সিসের ইরাক সফর ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পুরাতন মোসুল শহরে পোপ ফ্রান্সিস

করোনা মহামারি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যেও ইরাকে চারদিনের ঐতিহাসিক সফর করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। শুক্রবার (৫ মার্চ) আল ইতালিয়ার একটি উড়োজাহাজে চেপে রোম থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন তিনি। বাগদাদে পৌঁছলে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল-কাধিমি বিমানবন্দরে পোপ মহোদয়কে স্বাগত জানান। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা এবং কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে অনেকেই কাথলিক এ ধর্মগুরুকে ইরাক সফরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পোপ ফ্রান্সিস তাতে কান দেননি। "ইরাকের খ্রিস্টানদের দ্বিতীয়বারের মত হতাশ হতে দেওয়া যাবে না," বলে মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখ্য ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পোপ ২য় জন পলের ইরাক সফরের কথা থাকলেও সাদ্দাম হোসেন সরকারের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় ওই সফর বাতিল হয়ে যায়। তবে এবার ইরাকবাসীদের হতাশ করেননি পোপ ফ্রান্সিস। কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান কোন ধর্মগুরুর এটিই প্রথম ইরাক সফর। আর তাই এই সফর ইরাকের খ্রিস্টানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পোপ মহোদয়ের ইরাকে প্রৈরিতিক সফরকে ইরাক সরকার বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। তাঁর নিরাপত্তায় ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীর ১০ হাজার সদস্য মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি কমাতে ২৪ ঘণ্টার কারফিউ জারি করা হয়।

পোপ ফ্রান্সিস ৪দিনের সফরে বাগদাদ, মোসুল ও কারাকাস গমন করেছেন। এছাড়াও ইরবিলে কুর্দি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। প্রায় দেড় লাখ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সেন্ট্রাল ইরাক থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নেয়। প্রথমে আল কায়দা ও পরে আইএস ইরাকে খ্রিস্টানদের আক্রমণ করেছে। তার ফলে লাখ লাখ খ্রিস্টান তুরস্ক, লেবানন, জর্ডন এবং উত্তর ইরাকের কুর্দি এলাকায় চলে গেছেন।

ক্যালডিয়ান চার্চের যাজক কার্ডিনাল লুই রাফায়েল সাকো বলেন, 'আমরা আশা করি, পোপের সফরের ফলে খ্রিস্টানদের ট্র্যাজেডির উপর মানুষের নজর যাবে। ইরাকের সব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিশেষ বার্তা থাকবে যে ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে না। বরং তা ঐক্যবদ্ধ করে। এবং আমরা সবাই ইরাকের অধিবাসী ও একই স্তরের নাগরিক।'

পোপ মহোদয় তাঁর প্রৈরিতিক সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রাচীন উর শহর পরিদর্শন করেন। যে শহর ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদী এই তিন ধর্মের জন্যই পবিত্র স্থান। এখানে বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম জন্মেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। পোপ আশা করছেন এই শহরে তার সফর তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ ও সৌহার্দের একটা পথ প্রশস্ত করবে।

ইরাকের উর শহরে পোপ ফ্রান্সিসের আকর্ষণে সমবেত হয়েছিলেন আন্তঃধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর জনগণ, তাঁর ভাষণ শুনেছেন মনমুগ্ধ হয়ে। ইরাকের এই প্রাচীন শহর, উর, বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনদের বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। সেই বন্ধন নুতন মাত্রা পেলো, পোপের ভালোবাসার বাণী শুনে। খ্রিস্টান, মুসলমান, ইয়াজিদি ও মাণ্ডিয়ান ধর্মীয় লোকজনদের সহ-অবস্থানের বাণী শোনালেন পোপ ফ্রান্সিস ও নাজাফে সর্বোচ্চ শিয়া ধর্মীয় নেতা, আয়াতোল্লা আল-সিসতানি। ধর্মীয় দুই নেতা তাদের বিবৃতিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ওপর বিশেষ জোর দেন। শিয়া ধর্মীয় নেতা সিসতানী বলেন, "ধর্মীয় নেতাদের একটি দায়িত্ব হলো ইরাকী খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা- যেন তারা পূর্ণ অধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস কতে পারেন।" গ্র্যান্ড আয়াতোল্লা আল-সিসতানি জানান ইরাকের আর সব জনগণের মত খ্রিস্টান নাগরিকদেরও শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে এবং তাদের পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে জীবন কাটাতে না পারার বিষয়টাতে তিনি উদ্বিগ্ন। ইরাকের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে সহিংস একটা সময়ে দেশটির সবচেয়ে দুর্বল এবং সবচেয়ে নির্যাতিত সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষ নিয়ে কথা বলার জন্য পোপ ফ্রান্সিস আয়াতোল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিয়া নেতার শান্তি বার্তা ইরাকের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে "ঐক্যের গুরুত্ব এবং সব মানুষের জীবনই যে পবিত্র ও মূল্যবান" তা নিশ্চিত করেছে।

উল্লেখ্য ৯০ বছরের গ্র্যাণ্ড আয়াতোল্লা আল-সিসতানি নাফায শহরে অবসর জীবন কাটাচ্ছে। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই বিরল, তিনি মানুষজনের সাথে সচরাচর দেখা করেন না। কিন্তু পোপের সাথে তিনি প্রায় ৫০ মিনিট ধরে কথা বলেছেন। উভয়েই ইরাকে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সৌহার্দ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর জোর দিয়েছেন।

## ইরাকে খ্রিস্টানদের অবস্থা?

বিশ্বে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে আদি বাসস্থান ছিল ইরাক। কিন্তু দেশটিতে গত দুই দশকে খ্রিস্টানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে সেখানে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ১৪ লাখ থেকে কমে আড়াই লাখে দাঁড়িয়েছে। তারা এখন দেশটির জনসংখ্যার ১%এরও কম।

আমেরিকান নেতৃত্বাধীন অভিযান ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সাদ্দাম হুসেনকে উৎখাত করার পর থেকে চলা সহিংসতা থেকে বাঁচতে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

অন্যদিকে, সুন্নি ধর্মাবলম্বী ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর জঙ্গীরা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ইরাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পর হাজার হাজার মানুষ সেখানে গৃহহীন হয়েছে। ইসলামিক স্টেট তাদের গির্জা ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং তাদের করদান, ধর্মান্তর, দেশত্যাগ বা প্রাণনাশ এর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নেবার হুমকি দিয়েছে।

ইরাকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের এক প্রতিবেদনে বলা হয় দেশটিতে খ্রিস্টান এবং সুন্নি মুসলমানরা বিভিন্ন চেকপয়েন্টে শিয়া নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে হয়রানির শিকার হয়েছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের প্রতি বৈষম্যে করা হয়েছে।

শুক্রবার ৫ মার্চ ইরাকে পৌঁছানোর পর পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন ইরাকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষদের নাগরিক হিসাবে আরও বেশি মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং তাদের পূর্ণ অধিকার, স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত॥

- তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, *news.va*

## রাজশাহী ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশু মঙ্গল সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, সর্বমোট ১০৭ জন শিশু ও ১৭ জন এনিমেটর, ৪ জন ফাদার, ১ জন রিজেন্ট ও ১ জন সিস্টার নিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯:০০ টায় ফাদার সুরেশ পিউরিফিকেশন ও সিস্টার পাপিয়া, এসসিসহ এনিমেটরদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আনন্দর‍্যালি ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শুরু হয় সেমিনার। খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্যকারী যাজক ফাদার প্রেমু রোজারিও তার উপদেশ বাণীতে বলেন: শিশুরা যিশুর অতি আপনজন। শিশুরা নির্মল ও পবিত্র। তারা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের যত্ন ও সেবায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মানুষের মতো মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারলে তারা পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের নিয়ে শুরু হয় প্রার্থনা প্রতিযোগিতা, বাইবেল কুইজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুদের অংশগ্রহণে ফাদার উত্তম রোজারিও সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা, কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেমিনারটি হয়ে উঠে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিযোগিতা ও কুইজে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার পল গমেজ ও ফাদার প্রেমু রোজারিও। সমাপনি বক্তব্যে ফাদার পল গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শিশুদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়॥

## রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে ফাদার জ্যোতি এফ কস্তার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

**ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ** ▯ গত ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদার টমাস কোড়াইয়া, ফাদার বাবলু সরকার, ফাদার মার্টিন মন্ডল ও ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ উপস্থিত ছিলেন। রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদারগণ ১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে এসে পৌঁছান। গির্জার প্রবেশদ্বার থেকে ফাদারদের বরণ ডালা ও ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর দেশীয় সংস্কৃতিতে ফাদারদের পা ধোয়ানো, ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদাদের মঙ্গল ও তাদের জীবনের জন্য প্রার্থনা করা হয়। পরের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদারগণ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদার জ্যোতি এফ. কস্তা। এছাড়াও ২জন বিশপ, ৩০জন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান এবং অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের সহভাগিতা করেন ফাদার সুব্রত গমেজ। তিনি বলেন, 'ফাদার জ্যোতি ঈশ্বরের আশীর্বাদে খুবই সুন্দর ও সার্থক ভাবে ২৫টি বছর পূর্ণ করেছেন। তিনি অলরাউন্ডার। সবকিছুতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যাজকীয় জীবনে নিজের নামের মতোই জ্যোতি অর্থাৎ আলোকিত হয়ে অন্যকে আলোকিত হওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন।' খ্রিস্টযাগের পরে ধর্মপল্লী ও রাঙ্গামাটিয়া মিশন খ্রিস্টান যুব সমিতির পক্ষ থেকে রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরিশেষে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভিন্‌সেন্ট খোকন গমেজ বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

## খাগড়াছড়িতে শিশুমঙ্গল দিবস

**ফাদার রবার্ট গনসালভেছ** ▯ গত ২, ৫ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, খাগড়াছড়ি এলাকার সাজেক পাড়ায়, ভাইবোন ছড়া ও আগবাড়ী পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। এবারে শিশু মঙ্গলের মূলসুর "ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্ন নিতে শিশুদের শিক্ষা দেয়া"। শিশু দিবসে প্রভু যিশুর নিবেদন পর্ব উপলক্ষে মোমবাতি প্রজ্বলন, শোভাযাত্রা, ধর্মশিক্ষা, শিশুদের গান, স্লোগান, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, খেলাধূলা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ-এ নিয়ে শিশু মঙ্গল দিবস সাজানো হয় ও সবাই মিলে দিবসটি উৎসবের আমেজে পালন করা হয়। শেষে প্রীতিভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

# মারীয়া সেনা সংঘের প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভা

**সিস্টার জাসিন্তা এলএইচসি** ▯ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাধু পিতরের ধর্মপল্লী, লামায় বিভিন্ন পাড়া থেকে আগত ১০৪ জন মায়েদের নিয়ে সারা দিনব্যাপী মারীয়া সেনা সংঘের প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভার আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূলসুর ছিল "তপস্যাকালীন ক্রুশ বহনের যাত্রায় মারীয়া সেনা সংঘের ভূমিকা।" সেমিনারের শুরুতে ফাদার পাউলুস ওএমআই উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শুভেচ্ছা বাণীতে তিনি বলেন মারীয়া সেনা সংঘ মণ্ডলীতে অতি পরিচিত একটি দল যাদের আধ্যাত্মিক চর্চা অনেক গভীর। তারা এক সঙ্গে এসে একনিষ্ঠ প্রার্থনা ও দয়ার কাজ করে থাকেন। এটি মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক প্রার্থনা সংঘ। এর পর ঢাকা থেকে আগত হলি ক্রস রোজারী মিনিস্ট্রির পরিচালক ফাদার রুবেন মানুয়েল গমেজ সিএসসি "খ্রিস্টীয় জীবনে জপমালার গুরুত্ব" এর উপর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, জপমালা প্রার্থনা মণ্ডলীতে গুরত্বপূর্ণ, জপমালা হলো বাইবেলের সারসংক্ষেপ। জপমালা প্রার্থনা দ্বারা সারা বিশ্বে অনেক আশ্চর্য কাজ হয়েছে। তাই প্রতিনিয়ত জপমালা প্রার্থনা করা উচিৎ। যারা মা মারীয়াকে ভক্তি করে ও তার কাছে প্রার্থনা করে, মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বর তাদের ইচ্ছা পুরন করেন। সেমিনারের মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন সিস্টার এস্থার এলএইচসি। তিনি বলেন মা মারীয়া হলো মারীয়া সেনা সংঘের আদর্শ। মা মারীয়া যিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কষ্ট বহন করেছেন। তাই এই তপস্যাকালে মারীয়া সেনা সংঘের সকল সদস্যদের ভূমিকা মা মারীয়ার মতো ধৈর্য্য ধরে এবং সাহসের সাথে পরিবারের সকল ক্রুশ বহন করা এবং অনেক প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার করা। পরিশেষে ছিল মা মারীয়া সেনা সংঘের সদস্য মনোনয়ন ও দায়িত্ব বন্টন। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাল-পুরোহিত ডমিনিক রোজারিও ওএমআই। তিনি সকলকে মারীয়া সেনা সংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এর পর সকল অংশ গ্রহণকারী পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠান, ক্রুশের পথ, পবিত্র খ্রিস্টযাগে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে পাল-পুরোহিত ডমিনিক রোজারিও -এর ধন্যবাদের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

# বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্প জোসেফ কমল রড্রিক্স'র প্রয়াণে স্মরণ সভা

**জ্যাষ্টিন গোমেজ** ▯ বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী ও বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থার সভাপতি জোসেফ কমল রড্রিক্স এর প্রয়াণে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত গত ৬ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ওয়াইডাব্লিওসিএ, মোহাম্মদপুর ঢাকায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আনাম শাকিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ করিম হাসান খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সরগম সাংস্কৃতিক দল এর সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার দাস, বিশিষ্ট লেখক ড. আগষ্টিন ডি'ক্রুশ, বাসুরি'র খালেকুর জামান, হলিক্রস কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক জেরাল্ড রড্রিক্স, গাব্রিয়েল রোজারিও, মাহাবুবুল হক ও অন্যান্য গণ্যমান্যসহ মোট ৩৫জন এই স্মরণ সভায় আসেন।

খায়রুল আনাম শাকিল বলেন, বেশ অসময়ে চলে গিয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় কমল রড্রিক্স। আমরা সবাই অনেক চেষ্টা করছি তাকে ধরে রাখার জন্যে। আরো ৫ বছরের জন্যে তাকে ধরে রাখতে পারলে হয়তো অনেক স্বপ্ন পূরণ হতো। অনুষ্ঠানে ড. আগষ্টিন ডি'ক্রুশ বলেন, কমলের সাথে আমার কোন অফিসিয়াল সম্পর্ক নয়, এক পরিবারের সদস্য হিসেবে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছি। তার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আর এর ফলে তিনি আমাদের খ্রিস্টান মহলে ও জাতীয় পর্যায়েও সুনাম অর্জন করেছেন প্রচুর। বাংলাদেশ নজরুল সংগীত সংস্থার গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সম্পাদক কল্পনা আনাম বলেন, এভাবে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা আজও কল্পনা করতে পারছি না। শুদ্ধতা চর্চার প্রতি তার যে অনুরাগ ছিল তা সত্যি অনুকরণীয়। গাব্রিয়েল রোজারিও তার স্মৃতিচারণে বলেন, এই বিশিষ্ট শিল্পী এতো বিনয়ী ছিলেন যে তাকে যেখানে সাহায্যের জন্যে আমরা ডেকেছিলাম সেখানেই গিয়েছেন। আর তিনি দায়িত্ব নিয়ে যে কাজ করতেন তা সুস্পন্ন করতেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। এরপর ৮:৩০ মিনিটে হালকা নাস্তা গ্রহণের মধ্যদিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে॥

# মিরপুর ধর্মপল্লীতে রোগী দিবস উদ্‌যাপন

**ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও** ▯ বিগত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রোজ শুক্রবার মিরপুর ধর্মপল্লীতে রোগী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। রোগী দিবসের বিশেষ খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ৮টায়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু রোগী দিবসের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরো বলেন, যিশুর পালকীয় জীবনে রোগীদের তিনি সুস্থ্য করেন তাদের বিশেষ যত্ন প্রদান করেন। অসুস্থ্য, প্রতিবন্ধী ও অবহেলিতদের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং মন্ডলীতে তৈল লেপন করে রোগীদের সুস্থ্য করার প্রথা অতি প্রাচীন। উপদেশের পর সার্বজনীন প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনা করা হয় সকল রোগীদের সুস্থ্যতা ও কল্যাণ কামনা করে, বিশেষভাবে করোনা মহামারীতে যারা অসুস্থ্য, যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ্য, যারা প্রতিবন্ধী, তাদের সকলের সুস্থ্যতা কামনা করে, সকল নার্স, রোগীর সেবাকারীগণ ও ডাক্তারদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, যারা বিভিন্ন হাসপাতালে, প্রতিষ্ঠানে ও বাড়ীতে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তারা যেন ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারেন, বিশ্বের সকল মানুষ যেন দয়ালু সামারীয়ের মতো অসুস্থ্য ও পীড়িত মানুষের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে প্রকৃত প্রতিবেশীকে হয়ে উঠতে পারে, বাংলাদেশের দুঃখী,পীড়িত, অনাথ ও অভাবী ভাই-বোনদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, যেন তারা দেশের সরকার ও দয়ালু ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাদের এই অসহায় অবস্থা থেকে নিরাময় লাভ করতে পারেন এবং আমাদের অন্তরে প্রার্থনার প্রতি যেন আরও আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিদিন যেন আমরা পারিবারিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শক্তি ও সান্নিধ্য অন্তরে লাভ করতে পারি এসব উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগের পর নার্সদের পক্ষ থেকে পলিনা বাড়ৈ রোগীদের শুভেচ্ছা জানান এবং সেবিক-সেবিকারা তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এই অনুষ্ঠানে ২ জন ফাদার, ১২ জন সিস্টার এবং ৩০০ শতেরও বেশি খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন॥

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

# নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 04/20)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২১/০৩/৪১৩ তারিখ: ০৭/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

## "নাগরী ক্রেডিট স্বপ্নের নীড় আবাসন প্রকল্পের আওতায় প্লট বুকিং"

**সম্মানিত সুধী,**

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যা, কর্মী, কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল খ্রিস্টভক্তের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, নাগরী ক্রেডিট **"স্বপ্নের নীড়"** আবাসন প্রকল্পের আওতায় ৩ কাঠা - ৫ কাঠা সাইজের প্লট বরাদ্দ দেওয়া হবে ও আরো বেশি চাইলে দেওয়া যেতে পারে। শুধু আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নয়, প্রবাসীসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে রূপকথার গল্পের মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নির্মল পরিবেশে গড়ে উঠেছে আমাদের এই প্রকল্প এবং অচিরেই বাড়ী করার উপযোগী। এখানে থাকছে সকল ধরণের ধর্মপল্লীর সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক জীবন ব্যবস্থা। প্রকল্পগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক। এককালীন অথবা কিস্তিতে প্লট বুকিং এর সুবিধা। আমাদের এই প্রকল্পটিতে সত্যি হতে পারে আপনার কল্পনার সবটুকু। আরো থাকছে স্ব-পরিবারে পরিদর্শনের সুবিধা। তাই প্রকল্পটি পরিদর্শন করে আপনার মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিন।

১. নির্ভেজাল, নিষ্কন্টক ও উঁচু জমি, ২. অচিরেই বাড়ী করার উপযোগী, ৩. কাছেই পূর্বাচল নতুন শহর, ৪. প্রকল্পের ভিতর থাকবে প্রশস্ত রাস্তা, ৫. পাশেই সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় এণ্ড কলেজ, ৬. ধর্মপল্লীর খেলার মাঠ, ৭. প্রকল্প উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন, আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগ ও স্বপ্নের ঠিকানা। তাই দেরি না করে আজই প্লট বুকিং/কিনে নাগরী ধর্মপল্লীর বাসিন্দা হওয়ার গৌরব অর্জন করুন।

### বরাদ্দকৃত এলাকা:

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০১:** সম্পত্তির তফসিল ঃ তিরিয়া-(উন্নয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | ঃ | গাজীপুর | ইউনিয়ন | ঃ | নাগরী | মৌজা | ঃ | তিরিয়া |
| থানা/উপজেলা | ঃ | কালীগঞ্জ | গ্রাম | ঃ | তিরিয়া | | | |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০২:** সম্পত্তির তফসিল : ধনুন

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | ঃ | গাজীপুর | ইউনিয়ন | ঃ | নাগরী | মৌজা | ঃ | ধনুন |
| থানা/উপজেলা | ঃ | কালীগঞ্জ | গ্রাম | ঃ | ধনুন | | | |

**নাগরী ক্রেডিট "স্বপ্নের নীড়" আবাসন প্রকল্প-০৩:** সম্পত্তির তফসিল : ধনুন

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | ঃ | গাজীপুর | ইউনিয়ন | ঃ | নাগরী | মৌজা | ঃ | ধনুন |
| থানা/উপজেলা | ঃ | কালীগঞ্জ | গ্রাম | ঃ | ধনুন | | | |

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে নাগরী ধর্মপল্লীর আওতাভুক্ত গ্রামের সদস্যদের অগ্রাধীকার এবং যে কোন খ্রিস্টভক্ত ও প্রবাসী খ্রিস্টভক্ত শুধুমাত্র বাড়ী করার জন্য প্লট বুকিং/এককালীন মূল্য পরিশোধ করতে পারবে।

বিস্তারিত কাঠা প্রতি দর/দাম তথ্যের জন্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

**সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,**

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারি
এনসিসিসিইউএল।

**যোগাযোগের ঠিকানা**
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ডাকঘর: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
নাইট ভিনসেন্ট ভবন,
মোবাইল: ০১৭১৬৮৯৮৯২৯
ই-মেইল: nagari_cccul@yahoo.com

**অনুলিপি:** ১. চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি/ট্রেজারার ২. ঋণদান কমিটি/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি ৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ সকল বিভাগীয় প্রধান ৪. নোটিশ বোর্ড ৫. নাগরী ধর্মপল্লীর গির্জা ৬. অফিস কপি।

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

# নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 04/20)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২১/০৩/৪১২

তারিখ: ০৭/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর** ব্যবস্থাপনা পরিষদের ২৬তম বোর্ড সভা কর্তৃক অফিস চাহিদার ভিত্তিতে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক "নিম্ন লিখিত শূণ্য পদ সমূহে" দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ প্রদান করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

| ক্র: নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বয়স | লিঙ্গ | বেতন | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জুনিয়র অফিসার -লোন ইনভেষ্টিগেশন | ১ জন | কমপক্ষে স্নাতক | ২৫- ৪০ বছর | পুরুষ/ মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>➢ মাঠ কর্মে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। |
| ২ | জুনিয়র অফিসার- লোন রিয়েলাইজেশন | ১জন | কমপক্ষে স্নাতক | ২৫- ৪০ বছর | পুরুষ/ মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। মাঠ কর্মে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। |
| ৩ | অফিসার - এডমিন (চুক্তিভিত্তিক) | ১জন | কমপক্ষে স্নাতক | ৪৫-৬৫ বছর (বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য) | পুরুষ/ মহিলা | আলোচনা সাপেক্ষে চুক্তি ভিত্তিক আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ প্রার্থীকে অবশ্যই জেনারেল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কারপোরাল ব্যবস্থাপনা, অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা, মেইনটেন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কিচেন ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ও ক্রয় সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী ড্রাফট ও টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে দক্ষতা অত্যাবশ্যক।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। |
| ৪ | এসিসষ্ট্যান্ট অফিসার- ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট | ১জন | কমপক্ষে এইচ.এস.সি | ৩৫- ৫০ বছর | পুরুষ/ মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ তফসিল অফিস, রেজিষ্ট্রি অফিস, এসি ল্যান্ড অফিসের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>➢ ভূমি আইন সম্পর্কে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ ভূমি সংক্রান্ত ট্রেনিংধারী অগ্রাধীকার পাবে। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | জুনিয়র অফিসার-এডমিন (রিসেপশনিস্ট এবং প্রডাক্ট সেলিং) | ১জন | কমপক্ষে এইচ.এস.সি | ২০- ৩৫ বছর | মহিলা | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>➢ প্রোডাক্ট ফরম বিক্রয়।<br>➢ শুদ্ধ বাচন ভঙ্গি, সুন্দর হাতের লেখা ও কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শী হতে হবে। |
| ৬ | অফিস পিয়ন | ১জন | কমপক্ষে এস.এস.সি. | ২০- ৩৫ বছর | পুরুষ | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে।<br>➢ বাইসাইকেল/ মোটর সাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে।<br>➢ মাঠ কর্মে আগ্রহী হতে হবে। |
| ৭ | সিকিউরিটি গার্ড | ১জন | কমপক্ষে ৮ষ্ঠ শ্রেণী | ২০-৪৫ বছর | পুরুষ | নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী। | ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।<br>➢ সাহসী, সুঠামদেহী ও উদ্যমী হতে হবে।<br>➢ আইনশৃঙ্খলা/ প্রতিরক্ষাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (এক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথীলযোগ্য)। |

**শর্ত ও নিয়মাবলীঃ-**

১. স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন পত্র সহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, চাকুরী অভিজ্ঞতার সনদ পত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গীন ছবি জমা দিতে হবে।
২. প্রার্থীকে অবশ্যই নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নিয়মিত সদস্য/সদস্যা হতে হবে।
৩. সমবায় আইন ও সমিতির বিধিমালা সর্ম্পকে পর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৪. ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে।
৫. সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৬. অপেক্ষমান কাল ০৬ (ছয়) মাস। নিয়মিত কর্মীদের চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সমিতির পে-স্কেল ও পলিসি অনুযায়ী বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্ত হবেন এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে ১২ মাসে ১৪ বেতন প্রাপ্ত হবেন ও ৩ বৎসর পর পর দক্ষতার ভিত্তিতে চুক্তি নবায়ন করার সুযোগ থাকবে এবং প্রতি বৎসর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে বেতন বৃদ্ধি করা হবে।
৭. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮. আবেদনপত্র যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৯. কর্মস্থল: নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
১০. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবল মাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।
১১. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোনো/ সকল আবেদন বাতিল/ গ্রহণ/ পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধির অধিকার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১২. প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত/প্রদত্ত কোন তথ্য বা কাগজপত্র অসত্য/ভূয়া প্রমাণিত হলে তার দরখাস্ত/নির্বাচন/নিয়োগ বাতিল কারাসহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৩. প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১৪. প্রার্থীদের এম.সি.কিউ, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
১৫. নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা আবেদকারীদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
১৬. **আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ৩১/০৩/২০২১খ্রীঃ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।**

শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

**আবেদন পত্র পাঠাবার ঠিকানা**

**বরাবর,**
**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**
**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**
**নাইট ভিনসেন্ট ভবন**
**ডাকঘরঃ নাগরী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃগাজীপুর।**

Address: P.O.: Nagari-1463, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01714063492-99, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

বিজ্ঞ/৪০/২১

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।"

# শ্রদ্ধাঞ্জলি

**প্রয়াত জন ব্যাপ্টিষ্ট ডি'কস্তা (নায়েব)**
মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

**প্রয়াত আগ্নেস রড্রিক্স**
মৃত্যু : ১২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

**প্রয়াত ক্যাথরিন ডি'কস্তা (হাসি)**
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ মার্চ, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

**প্রয়াত ফিলোমিনা কস্তা**
জন্ম : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় শোকাহত স্মরণীয় দিনগুলি, যে দিনগুলিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছ। তোমাদের স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর যেন আমরাও তোমাদের পবিত্র জীবন ও আদর্শের অনুসারী হতে পারি।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায়–

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –

**এড্ওয়ার্ড ডি'কস্তা**

| | | |
|---|---|---|
| ছেলে-ছেলে বউ | : | হিউবার্ট-জ্যোৎস্না, রিচার্ড-চন্দনা, রেমন্ড |
| মেয়ে-মেয়ে-জামাই | : | লাভলী-বিপিন, লাইলী-রবার্ট, লীনা-লিটু, লীজা-আকাশ |
| নাতি-নাতনীরা | : | কিষাণ, কুন্তল, কৌশল, রিন্‌ভী, কলিন্স, কান্তা, ব্রেন্ডা, ব্রেডেন, গ্রেস, এঞ্জেল, মাধুর্য, মুগ্ধ, রোজলীন-সাগর, রিয়া-কলিন্স, এলভিস ও পূর্ণতা |
| পুতিন | : | অরলিন ও এ্যারন |

বিজ্ঞ/১৭/২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 09

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৯

Regd. No. DA-33
❖ 14 - 20 March, 2021, ২৯ ফাল্গুন - ৬ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!

## প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী সমসাময়িক বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, ক্রুশের পথের ছবি (ফাইবার) প্রতিবেশী প্রকাশনী সরবরাহ করে থাকে।
আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। – প্রতিবেশী প্রকাশনী

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org